ব্যাঙ্কের কথা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ,

এফ-আর-ইকন্-এস, এ-আই-বি (লণ্ডন)

অধ্যাপক, গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্

ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট, ব্যাঙ্ক অব্ আসাম লিমিটেড

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্

১১৯ · ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) পর পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে যে অরাজকতা বিরাজ করে তাহারই ফল-স্বরূপ ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে ইংরেজের পদানত হয়। পলাশীক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয় আকস্মিক ঘটনা বলিয়া ভুল বুঝিলে চলিবে না। ইংরেজ এদেশে ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল। ব্যবসা করিবার সুবিধার জন্য ইংরেজকে দেশের রাজনীতিতে, যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করিতে হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য শক্তি বিশেষভাবে ফরাসীজাতিকে হটাইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। ইংরেজ শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বণিক-বৃত্তি ত্যাগ করে নাই। শাসক হইয়াও শোষণ সমানে চালায়।

যখন এদেশ ইংরেজের পদানত ছিল না তখম নানা দুরবস্থার মধ্যেও উহা কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তখন অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগ আরম্ভ হয় নাই। কাজেই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে উৎপাদনের একই ব্যবস্থা ছিল—কুটীর-শিল্প। এই কুটীর-শিল্পে বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী ইংরেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। সে সময়ের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব-পত্র যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। নানা হীন উপায়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও উহার দেশী-বিদেশী কর্ম্মচারীবৃন্দ বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছে ইহা কোন কোন নিরপেক্ষ ইংরেজ এবং বিদেশী লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। এত বড় বৃটিশ সাম্রাজ্য আমাদের দুঃখ, দৈন্য ও আর্থিক ধ্বংসের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের সময়ের মুর্শিদাবাদ তৎকালীন লণ্ডন অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল ইংরেজ বিজেতাই (?) তাহা

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরেজ এদেশে আসিবার বহু পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ছিল যদিও তাহা ছিল সেই যুগেরই উপযোগী। ইংরেজ যখন এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তখন "জগৎ শেঠ" উপাধিধারী ব্যাঙ্কারগণ মুর্শিদাবাদ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের রাজা-নবাব এই সকল ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইয়া আর্থিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইত। এমনকি দিল্লীর বাদ্‌শা ইহাদের অর্থে নিজ সিংহাসন বজায় রাখিতেন। জগৎ শেঠের তহবিল হইতে দুই কোটী টাকা লুণ্ঠিত হওয়ার পরেও উহাকে মাত্র 'দুই বোঝা খড়ের লোকসান' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় এই বংশের সম্পদের পরিমাণ কি বিরাট ছিল।

ইংরেজের অধিকারে আসিয়া খাজনা ও শুল্ক আদায়ের নিষ্ঠুর পেষনে পড়িয়া দেশের যে আর্থিক বিপর্য্যয় হইল তাহার পরিচয় ছিয়াত্তরের (১৭৬৯-৭০) মন্বন্তর হইতে পাওয়া যায়। এই মন্বন্তরে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মারা পড়ে। জনৈক ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে পচা নরদেহে গঙ্গার জল দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হইয়াছিল।

নূতন করিয়া ইংরেজের ব্যবসা পত্তন করিতে এদেশে ব্যাঙ্ক স্থাপনের দরকার হয়। এদেশের অন্তর্বাণিজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার বড় বড় মহাজনও ধ্বংস হইয়াছিল এবং যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা এই নবাগত ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল তাহারাই মাত্র এই নূতন অবস্থায় বাঁচিয়াছিল। ইংরেজ ব্যবসাদার দেশীয় লোকের নিকট হইতে মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিলেও ব্যবসায়ের লাভে দেশীয় লোকের অধিকার খুব কমই ছিল। এ দেশের লোকের অর্থে ইংরেজের ব্যবসা বা বাণিজ্যের পত্তন, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাস সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক

সমাজ—যাঁহারা সেন রাজগণের সময় হইতে, এমনকি বহু পূর্ব্ব হইতে, এ দেশের ব্যাঙ্কার ছিল তাহারা কোম্পানীর আমলে মূলধন সরবরাহকারী মুৎসুদ্দী, বেনিয়ান বা কেসিয়ারে পরিণত হইয়া নিজের দেশের আর্থিক সর্ব্বনাশের সহায়ক হইতে বাধ্য হইল। মুসলমান আমলে রাজপুতানা হইতে আগত মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কারগণ ইংরেজ বণিকের তথা কোম্পানীর তোষণ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক একটা বিভাগ খুলিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পত্তন করে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এইরূপে বঙ্গদেশে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং সুরু হয়। অবশ্য ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং বহু বিপর্য্যয়ের (বিশেষতঃ প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে) ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই প্রথম ইউরোপীয় প্রচেষ্টায় আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তৎকালীন অনান্য বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম সংযুক্ত দেখিতে পাই। এই সকল উদ্যোগী বাঙ্গালী পুরুষ বিদেশী বাণিজ্যে বিপুল লাভ হইতে দেখিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ব্যবসাক্ষেত্রে এই উদ্যোগের ও অধ্যবসায়ের ধারা বাঙ্গালী বজায় রাখিতে পারে নাই, ভারতের পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত মাড়োয়ারীগণ বজায় রাখিয়াছেন। এজন্যই আজ ইংরেজ পরিত্যক্ত বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাহাদের করায়ত্ত। বাঙ্গালী অনেকক্ষেত্রে বেতনভূক্ত কর্ম্মচারী মাত্র।

স্বদেশী যুগে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে) নূতন করিয়া ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ব্যবসা প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। এই সময় আমরা বঙ্গদেশে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালীর এবারের

ব্যাঙ্কিং প্রচেষ্টা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তিরোধানের সঙ্গেই (১৯২৭) শেষ হয়। তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী ইহাতে দমিয়া যায় নাই বরং তৎকালীন নূতন প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী লোন কোম্পানী বিপুল উদ্যমে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। মফঃস্বল হইতে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান এই সময়ে কলিকাতায় আপিস স্থাপন করিয়া নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। বিশ্বব্যাপী মন্দা যখন বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলের লোন আপিসগুলির কণ্ঠরোধ করিল তখন এই সকল কলিকাতা প্রবাসী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মরক্ষা করিতে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইল। ইহারই ফলস্বরূপ আজ আমরা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছি। আজিকার দিনের বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইহাদের অবদান যথেষ্ট। ইহার পরে আরও কয়েকটী বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুপূর্ব্বে বহু বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। বিশ্বের মন্দা তখনও চলিতেছে, সুতরাং মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। বাঙ্গালী দ্বারা বহু ছোট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাদের অনেকগুলিই যোগ্যহস্তে পরিচলিত হয় নাই। এমনকি অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কিং-এর নামে পণ্যের কেনা বেচা করিয়া রীতিমত দোকানদারী চালাইতেছিল। এইরূপ কার্য্য কেবল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিরোধী নহে, মারাত্মক। অথচ এই সকল বাঙ্গালী ব্যাঙ্কার এরূপ কার্য্যকে ব্যাঙ্কিং বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণেই অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম "ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং" দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য পরে আইনের বাধ্যবাধকতায় প্রতিষ্ঠানগুলির নামের "ট্রেডিং" কথাটা পরিত্যক্ত হয় এবং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলি "ট্রেডিং" বর্জ্জন করিয়া খাঁটি ব্যাঙ্কিং

আরম্ভ করে ; এরূপ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটী আজ সুপরিচালিত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধকালীন সস্তা টাকার জোরে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিও ফাঁপিয়া উঠে। সহজে জমা গ্রহণের সুবিধা পাইয়া বাঙ্গালীরা বহু নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করে এবং বহু মৃতপ্রায় লোন আপিসগুলি ফট্‌কাবাজদের হাতে পড়িয়া নবোৎসাহে বাজার ছাইয়া ফেলে। বড় বড় নাম দিয়া অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পত্তন হয়। ইহাদের অনেকেরই ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অনেকের উদ্দেশ্যও যে ভাল ছিল না পরবর্ত্তী ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিয়াছে। বড় বড় ব্যাঙ্কের নিম্নপদস্থ অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারী বা সহজে যুদ্ধের হিড়িকে বহু অর্থ রোজগারকারী ব্যক্তিগণকে এই সকল ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত দেখা গিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এই কৃত্রিম জোয়ারে তখন গা ভাসাইয়া দেওয়া একটা সখ বা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য নহে সেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে একটী বা একাধিক ব্যাঙ্ক ফাঁদিয়া বসিল। আবার ব্যাঙ্কের সহিত প্রায় সকলেই একটা করিয়া বীমা কোম্পানী খুলিল। অবশ্য বীমা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকার দরুন সকলকেই কতকগুলি নিয়ম মানিতে হইল। এজন্য সেখানে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মত যথেচ্ছাচার সম্ভব হইল না। ফলে যত অনাচার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর আসিয়া পড়িল। এইরূপ ভয়ানক অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াইল না। তপশীলের বাহিরের ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থের জন্যই আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইল। ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া প্রস্তুত হইল। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সরাসরি আইনে পরিণত হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা

দেশের বহু ছোট এবং নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে এই আইনের কঠোরতার বিপক্ষে একটা আন্দোলনও খাড়া করা হইয়াছিল। যদিও ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় বিধানগুলি আজও পুরাপুরি আইনে পরিণত হয় নাই তবুও ব্যাঙ্ক আইনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশে দ্বিমত নাই। ইতি-মধ্যেই ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কোম্পানী আইনের সংশোধন এবং অন্যান্য খুচরা আইন প্রণয়নের দ্বারা বলবৎ হইয়াছে। কয়েকটী বাঙ্গালী এবং অপর প্রদেশের ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ে ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় আইনের এবং সরকারী হুসিয়ারীর আবশ্যকতা আরও প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ও ব্যাঙ্ক-বিদ্যার অধ্যাপকরূপে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মীর ও ব্যাঙ্কিং-এর ছাত্রের অনেক অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছি। সেই সকল অসুবিধা কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছি। বাঙ্গালাভাষায় সাময়িক পত্রে ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আলোচনা বিশদভাবে সুরু হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ের সাহিত্য তেমন গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই সাহিত্যের চাহিদা কর্ম্মচারী, শিক্ষার্থী, এমনকি এক শ্রেণীর শিক্ষিত সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মধ্যেও দেখা যাইতেছে! বাঙ্গালাভাষায় ব্যাঙ্কিং বিষয়ে দুই-একখানি সুলিখিত পুস্তক আছে। তাহা শিক্ষার্থীমহলে কতকটা প্রচারিত থাকিলেও, সাধারণ পাঠকের মধ্যে উহার প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ। অথচ ব্যাঙ্কিং বিষয়ে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিতে না পারিলে দেশে ব্যাঙ্কের প্রসার আশানুরূপ হইবে না। এই যে মাঝে মাঝে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অবিশ্বাস চাড়া দেয়, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলার হিড়িক পড়ে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরস্পরে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা ও হীন হানাহানি দেখা দেয় ইহার পশ্চাতে অযোগ্যতা

এবং এই ব্যবসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল দুর্ব্বলতা হইতে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করা প্রত্যেক দেশ হিতৈষীর কর্ত্তব্য। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই মাড়োয়ারীগণ বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করিয়াছে। তাহারা দেশের ভিতরের ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান কায়েম করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী কি করিয়াছে? নিজের অধিকৃত ব্যবসাক্ষেত্র সে হারাইতে বসিয়াছে। সুতরাং আজ পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া বা অপরকে দোষ না দিয়া নিজেদের নিতান্ত স্বার্থের তাগিদেও এইক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে উন্নতির পরিধি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি পরাজয়ের গ্লানিও খুবই মর্ম্মান্তিক হইবে। এই গ্লানি হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব আজ সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই পুস্তকের অনেক অংশই বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, জীবনবীমা, ব্যবসা ও বাণিজ্য, মন্দিরা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব আধিকারিক (অফিসার) টাটা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে আমার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, আমার ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী বর্ত্তমানে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার বঙ্গপ্রদেশের কেন্দ্রীয় আপিসের ডেপুটী এজেণ্ট জনাব আহ্‌মেদ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার ক্লিয়ারিং হাউস সম্বন্ধে অনুসন্ধান সম্পর্কে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু

ভূষণ মুখোপাধ্যায় যে সহায়তা করিয়াছেন সেজন্য তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইহা ব্যতীত বহু হিতাকাঙ্ক্ষী ও ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর নিকট নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাহাদেরও নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার বিশেষ ভক্তিভাজন, দেশের যুবকগণকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রতী দেখিলে তিনি সুখী হইতেন এবং যাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় আমি টাটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম সেই স্বর্গীয় রায় গোপালচন্দ্র সেন বাহাদুরকে আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মহাশয়ের আগ্রহে, কাগজের অপ্রাপ্যতার দিনেও, এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ জানানও আমি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল
ইনষ্টিটিউট,
কলিকাতা
১লা জুলাই ১৯৪৮

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতে ব্যাঙ্কারগণের ব্যাঙ্কার হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। সকলের সেরা হইলেও বয়সে ইহা শিশু মাত্র। এই সেদিন ১৯৩৫ সনের পয়লা এপ্রিল ইহা পাঁচ কোটি টাকা মূলধন ও পাঁচ কোটি টাকা রিজার্ভ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। একাধারে এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির ব্যাঙ্কার ও ভারতের কাগজীমুদ্রার পরিচালক। এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কাগজীমুদ্রা পরিচালন করিত ভারত সরকার নিজে এবং এজন্য কারেন্সি বিভাগ নামে একটা সেরেস্তা ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য দুই ভাগে হয়, একটা ব্যাঙ্কিং বিভাগ অপরটা ইস্যু বা কাগজীমুদ্রা বিভাগ। ইহার আর একটা প্রধান কার্য্য হইতেছে পৃথিবীর টাকার বাজারে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য যাহাতে ঠিক থাকে এবং ওলট্ পালট্ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। অবশ্য লণ্ডনের মারফতেই এই কার্য্য করা হয় এবং এজন্য লণ্ডন নগরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা শাখা আছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিতও ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আইন অনুযায়ী তাহাদের স্থায়ী ও চল্‌তি আমানতের যথাক্রমে শতকরা ২ এবং ৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। তবে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিও

সময় বিশেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কোন কোন সাহায্য পাইতে পারে যদিও এরূপ সাহায্য পাওয়া মোটেই সহজ নহে। ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন দেনাপাওনা মিটাইবার সুবিধার জন্য যে সকল স্থানে ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে 'ক্লিয়ারিং' এর ব্যবস্থা আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই তাহা পরিচালন করিয়া থাকে। সহজ কথায় ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কর্ণধার, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এক কথায় ভারতীয় আর্থিক জীবনে সুশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এই ব্যাঙ্কের সুপরিচালনের উপর নির্ভর করে।

১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া আইন পাশ হয়। ঐ বৎসর ৬ই মার্চ্চ এই আইন বড়লাটের সম্মতি পায়। ব্যাঙ্কটী অংশীদারগণের সম্পত্তি এবং প্রত্যেক শেয়ারের দাম ১০০৲। দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার অংশ বা শেয়ার গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ডাইরেক্টরগণকে দিবার জন্য সরকার নিজ হাতে রাখিয়াছেন, ইহা ব্যতীত মোট পাঁচ কোটী টাকার সমস্ত অংশই সাধারণে বিক্রয় করা হইয়াছে। শেয়ারহোল্ডারগণের লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন। ব্যাঙ্কের খরচ মিটাইয়া ও অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া যাহা বাকী থাকে সমস্তই ভারত সরকারের প্রাপ্য। আইন মতে অংশীদারগণের লভ্যাংশ শতকরা অনধিক পাঁচ হইবে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে শতকরা ৪৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড আছে। ইহাতে মোট ১৬ জন সভ্য। একজন গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটী গবর্ণর ভারত গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। ইহা ব্যতীত চারিজন ডাইরেক্টরও গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। বম্বে, কলিকাতা ও দিল্লীর স্থানীয় বোর্ড হইতে দুইজন করিয়া এবং মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন স্থানীয় বোর্ড হইতে এক একজন ডাইরেক্টর

কেন্দ্রীয় বোর্ডে নির্ব্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট একজন সরকারী কর্ম্মচারীকেও বোর্ডে ডাইরেক্টর মনোনীত করেন। বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুনে একটী করিয়া স্থানীয় বোর্ড আছে। ইহাদের প্রত্যেকটীতে পাঁচজন নির্ব্বাচিত ও তিনজন ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য থাকেন। স্থানীয় বোর্ডগুলি কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশ আজ পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় ব্রহ্মদেশসংশ্লিষ্ট কার্য্যাদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ চালাইবার জন্য স্বভাবতঃই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা পয়সা ও নোট হাতে মজুত রাখিতে ও আবশ্যকমত সকলকে সরবরাহ করিতে হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দেশের মধ্যে টাকা চলাচলের দরকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অল্প কমিশনে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নানা আর্থিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ককে পরামর্শ দানও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য। কোন ব্যাঙ্ক তাহার হিসাবপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পরীক্ষা করাইতে চাহিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (statistics) প্রস্তুত ও প্রচার ইহার অবশ্য কর্ত্তব্যের অন্যতম। গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ (securities) পরিচালন এবং এই সংক্রান্ত সকল কার্য্য করাও ইহার অন্যতম কর্ত্তব্য। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই ব্যাঙ্ক যে-কোন ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ কার্য্যপরিচালন বিষয়ে তদন্ত করিতে পারে এবং রিপোর্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে হইলে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরেই তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের নাম করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও অবণ্টনীয় লভ্যাংশ (রিজার্ভ) পাঁচ লক্ষ কিম্বা উহার অধিক সেই সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য। এই বিধান মতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং বহু ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অব্ ম্যাড্রাস্, এবং ব্যাঙ্ক অব্ বম্বেকে একত্র করিয়া ১৯২১ সনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়।

১৮০৬ সনে কলিকাতায় ব্যাঙ্ক অব্ ক্যালকাটা নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, পরে এই ব্যাঙ্কের নাম বদলাইয়া ইহার ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল নামকরণ হয়। গোড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ইহার অংশীদার ছিল এবং ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত ইহা নিজেদের নোট ছাপাইত। পরে অবশ্য ব্যাঙ্কের সমস্ত অংশই সাধারণে বিক্রিত হয়।

ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে ১৮৪০ সনে স্থাপিত হয়। ইহাতেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশ ছিল। নানা জাল জুয়াচুরীর জন্য ১৮৪৮ সনে এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৮৭০ সনে নিউ ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে স্থাপিত হয়। পরে ইহার নাম বদ্‌লাইয়া ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে রাখা হয়।

ব্যাঙ্ক অব্ ম্যাড্রাস্ স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সনে। এ ব্যাঙ্কও নিজের নোট ছাপিত। ১৮৬২ সনে যখন ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেই কাগজীমুদ্রার প্রচলন করেন তখন ইহার নোট বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৬ সনে আইন পাশ করিয়া যাহাতে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কই

একভাবে কার্য্য চালায়, গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করেন। গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যাঙ্কের শেয়ারও ছাড়িয়া দেন এবং ব্যাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৮১৯, ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সনেও ব্যাঙ্কের আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯২০ সনের আইনে এই তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে এক করিবার ব্যবস্থা হয়।

গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় ভারতে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। যুদ্ধের পরে তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী ইহাদ্বারা পরিচালন সম্ভব কিনা দেখা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিতান্তই অনুরূপ। এমতাবস্থায় ইহাকে কাগজীমুদ্রার পরিচালন ভার দেওয়া চলে না। তাহা ছাড়া বিনা সুদে গবর্ণমেণ্ট তহবিল রাখিয়া সেই টাকা বাণিজ্যে প্রয়োগের অর্থই হইতেছে অন্যান্য বেসরকারী ব্যাঙ্কসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পৃথক্‌-ভাবে একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাই সাব্যস্ত হইল।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি হয় যে, যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই প্রথম পনের বৎসর সেই সকল স্থানে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবে। অবশ্য এজন্য কমিশন পাইবে। এই চুক্তি বদ্‌লাইতে হইলে চুক্তি ফুরাইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দশ বৎসর পূর্ণ হইতেই অর্থাৎ চুক্তি পূর্ণ হইবার পাঁচ বৎসর বাকী থাকিতেই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চুক্তি একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া হয় নাই। আগামী দশ বৎসরের জন্য অল্প কমিশনে নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৪৪৪টী শাখা আছে।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

ইহাদের সংখ্যা মোট ১৫টী এবং শাখার সংখ্যা ৭৯টী। ইহাদের সকলেরই হেড্ অফিস ভারতের বাহিরে। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডীয়, মার্কিন, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কও আছে। যুদ্ধের দরুণ জাপানী ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকেও দুইটী জাপানী ব্যাঙ্ক—ইওকোহামা স্পীসি ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অব্ তাওয়ান্ ভারতবর্ষে কার্য্য চালাইয়াছিল। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানী সম্পত্তি জমাট করিবার হুকুম দেন (freezing order) তখন সকল জাপানী প্রতিষ্ঠান এবং এই দুইটী ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যায়।

ওলন্দাজদের দুইটী প্রতিষ্ঠান আছে যথা—নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটী এবং নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিয়া কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক। অবশ্য বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইহারা এদেশে কার্য্য আরম্ভ করে।

হংকং স্যাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ইংরেজের ঔপনিবেশিক ব্যাঙ্ক।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া য়্যাণ্ড চায়না, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ইংরেজ ব্যাঙ্ক, হেড্ অফিস্ লণ্ডনে তবে ব্যবসাক্ষেত্র বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহ ও প্রাচ্যদেশ। লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক বিলাতের 'বিগ্ ফাইবের' অন্যতম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কক্স কোম্পানী নামক ব্যাঙ্ককে গ্রাস (amalgamate) করিয়া এদেশে আসিয়াছে।

এই সকল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে দল পাকাইয়া কার্য্য করে এবং সে দলে ভারতীয় ব্যাঙ্ককে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহা খুবই স্বাভাবিক। সমস্ত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সর খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে, সেখানে নূতন ভাগীদার জুটিলে সেটা কিছু

আনন্দের নহে। অবশ্য দরকার পড়িলে ইহারা লণ্ডনের বাজার হইতে টাকার আমদানী করিয়া ভারতের টাকার বাজারে যোগান দিতে পারে ও বাণিজ্যে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে, ইহারা ভারতীয় বাজারে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা বিদেশী বাণিজ্য ও ব্যবসাকে সাহায্য করে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নামেও এরূপ অভিযোগ শোনা যায়।

তবে বর্ত্তমানে দুই একটা বৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্ক কিছু কিছু বিনিময় বা এক্সচেঞ্জের ব্যবসা করিতেছে, কিন্তু বহির্ব্বাণিজ্য বিদেশীর হাতে থাকায় এবং ভারতের বাহিরে বিশেষতঃ লণ্ডন ও নিউইয়র্কে এই সকল ব্যাঙ্কের শাখা না থাকায় আশানুরূপ সুবিধা হইতেছে না। তবে স্বাধীন ভারতে ভারতীয় ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক

তপশীলি ব্যাঙ্কের তৃতীয় স্তরে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা ৮৪টী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার সময় ইহাদের সংখ্যা ছিল মোট ২৬টী। ভারতীয় তপশীলি ব্যাঙ্ক সমূহের শাখার সংখ্যা ৩০০৪টী। বাংলাদেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম তপশীলভুক্ত হয়। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান। পাঁচটী ভারতীয় বৃহৎ ব্যাঙ্ককে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে 'ভারতীয় বিগ্ ফাইব' বলা হয়। তাহাদের নাম—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং এলাহাবাদ

ব্যাঙ্ক। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটী ভারতীয় হইলেও ইহার মালিক চার্টার্ড ব্যাঙ্ক। সুতরাং ইহা এই হিসাবে বিদেশী ব্যাঙ্কের সামিল। গত দশ বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্কের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার গত পাঁচ বৎসরের উন্নতি (অর্থাৎ যুদ্ধকালীন) বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাগজী মুদ্রার সম্প্রসারণ যে ইহার একটা কারণ সন্দেহ নাই। তবে সাধারণ লোকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে তাহাও অন্যতম কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের মধ্যে ভারত ব্যাঙ্ক (দিল্লী), জয়পুর ব্যাঙ্ক (জয়পুর), ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান মারক্যান্টাইল ব্যাঙ্ক; হিন্দ্ ব্যাঙ্ক (কলিকাতা) হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (কানপুর) হাবিব ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড আফ্রিকা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের (বম্বে) নাম উল্লেখযোগ্য।

তপশীলের বাহিরে যৌথ ব্যাঙ্ক

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত নহে অথচ যাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লাখের উর্দ্ধে তাহাদেরও সংখ্যা কম নহে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লক্ষের উর্দ্ধে তাহারা আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য এবং হইবেই সুতরাং উহার বাহিরে কিরূপে থাকিবে। প্রথম কয়েক বৎসর এসম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। সহজেই ব্যাঙ্কগুলি আদায়ী মূলধনের দাবী মিটাইলে তপশীলভুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমানে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুর ও কুইলন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার পর হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ একটু কড়াভাবে হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্টের

নিকট তপশীলভুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করে। ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীতে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু থাকিলেই তপশীলভুক্ত করা হয় না। অবশ্য তপশীলভুক্ত হইলে ব্যাঙ্কের কতগুলি দায়িত্ব বাড়ে এবং ব্যবসায়ী মহলে ইজ্জৎও বাড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ইজ্জৎ সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের অধিকাররূপে দেখিতে চায়। যে কোন ব্যাঙ্কই আইন অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তপশীলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিবার অধিকারী। ভারত গবর্ণমেণ্ট তদন্তের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দিয়া থাকেন এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাইলেই তপশীলভুক্ত হইতে আদেশ দেন। কেবলমাত্র মূলধনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেই তপশীলভুক্ত করা হয় না। সম্প্রতি এই বিষয়ে কড়াকড়ি আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তপশীলের বাহিরে এক লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় ১৫০টী। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্য হইতেই পরে কোন কোনটা তপশীলভুক্ত হইবে।

ইহারও নিম্নে পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধন আছে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যাও প্রায় দেড়শত। ইহাদের নিকট স্থায়ী ও চলতি জমার পরিমাণও খুব বেশী নহে। তবে স্থানীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়ক ও মধ্যবিত্তের সাহায্য করিয়া থাকে।

সমবায় ব্যাঙ্ক

এই সকলের বাহিরে আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিভুক্ত। ইহাদের সংখ্যাও কম নহে। প্রত্যেক আফিসে এইরূপ প্রতিষ্ঠান অল্প বেতনভুক্ মধ্যবিত্তকে এবং শ্রমিককে সাহায্য করিতেছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান

আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দেয়। আর এইরূপ প্রতিষ্ঠান সভ্যগণের আত্মনির্ভরশীলতারই অন্যতম নিদর্শন। ভারতবর্ষের কৃষকের দুঃখ-মোচনের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। নিরক্ষরতাই এই সমবায় আন্দোলনের প্রধান বাধা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাঁচ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ মূলধন আছে এরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চারিটি। ইহার মধ্যে কার্য্যকরী মূলধন কোটি টাকার উপর এরূপ প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে—যথা বেঙ্গল 'নাগপুর রেলওয়ে আরব্যান্ ব্যাঙ্ক। সমবায় আন্দোলনে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যথা, ই, আই, আর এবং জি, আই, পি, ইত্যাদি। এক লাখ হইতে পাঁচ লাখের নিম্ন পর্য্যন্ত মূলধন আছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০৩টি। ইহারও নিম্নস্তরে সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠান ভারতময় ছড়াইয়া আছে। সমবায় আন্দোলন হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষককে নূতন জীবন দিয়াছে, কিন্তু ভারতে শিক্ষার অভাবে ইহার প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হইতেছে।

দেশীয় লেন-দেন প্রতিষ্ঠান

ইহা ব্যতীত বহু লেন-দেন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহারা কোন হিসাবের মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহারা কোম্পানী আইনে সমিতিভুক্ত নহে। ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যথা—মহাজন, সাহুকার, স্রফ, চেট্টি ইত্যাদি। ইহাদেরও ব্যবসা ও প্রসার যে নগণ্য তাহা নহে, তবে ইহাদের কার্য্যাবলী খাঁটি ব্যাঙ্কিংএর বাহিরে দ্রব্যাদির কেনা-বেচাতেও প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে নানা প্রদেশেই জমীহস্তান্তর বিরোধী, উচ্চ সুদ নেওয়ার বিরোধী এবং ঋণ-সালিশী প্রভৃতি আইন পাশ হওয়ায় ইহাদের ব্যবসায়ে

নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের প্রতি দেশের সদাজাগ্রত গণতন্ত্রের নেক্‌নজর নাই। এবং যাহাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাদের স্থান দখল করে সকলেরই এরূপ কামনা। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহাদের কারবার চালাইবার বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু সমবায় বা অপর কোনরূপ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। এজন্য পল্লী অঞ্চলে নূতন আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সমাধান না করিলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর আর্থিক দুঃখ দূর হইবার নহে। ঋণদান প্রভৃতির পদ্ধতি মানিয়া চলিলে এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা অধমর্ণের মঙ্গলকে উপেক্ষা না করিলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভারতের আর্থিক-জীবনে একেবারেই অনাবশ্যক, তাহা নহে। তবে ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ দরকার। নানা প্রকার আইন দ্বারা ইহাদের অন্যায়কে রোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র কিন্তু কি ভাবে ইহাদিগকে দেশের আর্থিক জীবনে কাজে লাগান যায় তাহার ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত দেশে সমবায় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত এই সকল দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে ভারতের পল্লী অঞ্চলের আর্থিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। ইতিমধ্যেই ইহাদের কতকগুলি কোম্পানী আইনের সমিতিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং অনেকগুলি লেন-দেন কার্য্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সস্তায় টাকা না যোগান দিতে পারে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রত্যক্ষ-ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য সমাজের নিম্নস্তরে

পৌঁছান দরকার। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু কবে সমবায় আন্দোলন দেশে দৃঢ় হইবে, ভারতজোড়া কৃষি-হুণ্ডীর প্রচলন হইবে, কে জানে! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম বারো বৎসর অতীত হইল, এখন পর্য্যন্ত সকল কৃষি-সাহায্যই আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালীর ব্যাঙ্কের অগ্রগতি

১৯২৭ সনে যখন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে তখন বাঙালীর মনে এক দারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ ইহাই ছিল বাঙালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু এবং স্বদেশী যুগের প্রথম (১৯০৮ সনে) প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় দেশের গণ্যমান্য অনেকেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাহা হউক বাঙালীর ব্যবসায়-প্রতিভা এবং অধ্যবসায় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনকে পরাজয় বলিয়া স্বীকার করে নাই, পরবর্ত্তী ঘটনা তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে।

১৯৩০ সন হইতে দ্রব্যমূল্যের, বিশেষ করিয়া কৃষিজাত পণ্যের, যে মন্দা দেখা দেয় তাহাতে বংলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তৎকালীন প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট হইতে এই দুর্দ্দশার কথা বিশেষভাবে জানা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন তৎকালীন বাংলার ব্যাঙ্কিং বলিতে লোন আপিস বুঝাইত। এই লোন

আপিসের কার্য্য ছিল বিশেষ করিয়া জমিজমার সম্পর্কে ধার দেওয়া। কৃষিদ্রব্যের দাম কমিয়া যাওয়ায় জমির দাম পড়িয়া যায়। খাজানা আদায় শক্ত হইয়া পড়ে, ফলে এই সকল ব্যাঙ্কের লগ্নি-করা টাকা এরূপভাবে আটকা পড়ে যে, তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। লোন আপিসগুলি অধিকাংশই ছিল মফঃস্বলে অবস্থিত, সুতরাং উহাদের দুরবস্থার দরুণ বাংলার জেলাসমূহে যে আর্থিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল তাহা অবর্ণনীয়। এই দুর্দ্দিনের আঘাত হইতে বাংলায় সমবায় ব্যাঙ্ক, মহাজন কেহই অব্যাহতি পায় নাই। মনে রাখিতে হইবে, বাংলার এই দুর্দ্দিন বিশেষভাবে বাঙালীকে আঘাত করিলেও ইহা ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার এক অংশ মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অব্যবহিত পরে প্রথমে যে মুদ্রাস্ফীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে মুদ্রাসঙ্কোচ দেখা গিয়াছিল এই বিশ্ব-মন্দা উহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য তদানীন্তন জগতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যে আর্থিক পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং মুদ্রা ও শিল্প প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের যে নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বিরাট মন্দা ও বিশ্বব্যাপী বিপর্য্যয় যে উহার ফল নহে এরূপ বলা চলে না।

এখন বিষয়টি আলোচনা করা যাক। এই মন্দার আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাংলার মফঃস্বলের কতকগুলি ব্যাঙ্ক কলিকাতায় আপিস স্থাপন করে। মফঃস্বলের কৃষিকেন্দ্র হইতে কলিকাতায় ব্যবসা-কেন্দ্র তখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল এবং এখানে আমানতের টাকাও, বেশী মূল্যে অর্থাৎ বেশী সুদে, সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। তখন কলিকাতার মত বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্রে বাঙালী ব্যাঙ্কের কোন স্থানই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ নিরাশার আবহাওয়ায় বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের নূতন করিয়া জয়যাত্রা সুরু হয়।

আজিকার সাফল্যের দিনে অতীতের সে কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে। কারণ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত সহিয়াই সকল ব্যবসায়ের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

বর্ত্তমানে বাঙালী পরিচালিত ছোট-বড় সর্ব্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদের সংখ্যা, আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং কর্ম্মকেন্দ্র-গুলির (শাখা-প্রশাখা) হিসাব লওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে উক্ত ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-সম্পর্কীয় তথ্যাদি বৎসর বৎসর প্রকাশিত করিতেছে। ১৯৪৫ সনের পরবর্ত্তী হিসাব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ সন পর্য্যন্ত যে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা লইয়াই বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থার পরিমাপ করা যাক। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ধরা হয় নাই।

(ক) ১৯৪৫ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৫০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ টাকা মূলধনের মোট ১১৪টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৮টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় চার ভাগের এক ভাগ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এই ২৮টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন প্রায় ৬,৫০,০০০ টাকা, রিজার্ভ ১,৮০,০০০ টাকা এবং আমানত ১,২৫,০০,০০০ টাকা। ইহাদের মোট আপিসের সংখ্যা ১২০টি। মাত্র চারিটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে।

(খ) ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে ১,০০,০০০ হইতে ৫,০০,০০০ টাকা মূলধনের মোট ১৭৪টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ৪১টি বাঙালীর ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় এক চতুর্থাংশ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত। এই ৪১টি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ৬৮,১৭,০০০ টাকা, রিজার্ভ প্রায় ১৪,২২,০০০ টাকা এবং আমানত ৮,৫১,৪৪,০০০ টাকার উর্দ্ধে। এই

সকল ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যালয়-সংখ্যা ৩৬৩টি। ইহাদের মধ্যে বারোটি ব্যাঙ্কের দশ বা ততোধিক শাখা আছে। ১৯৪৫ সনের হিসাবের কোন কোন ব্যাঙ্ক ১৯৪৬-৪৭ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৭ সনের ১৬ই আগষ্টের মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরম্ভ হইতে বঙ্গদেশে তথা ভারতে যে ভয়ানক আর্থিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে উহার ফল স্বরূপ বাঙালীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মহাবিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে এবং এখন সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

(গ) এখন যে সকল ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে তন্মধ্যে সবগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে অর্থাৎ এগুলির প্রত্যেকেরই আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ কিন্তু এগুলি ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত তপশীলভুক্ত হয় নাই।

আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ লইয়া যে সকল ব্যাঙ্কের টাকা ৫,০০,০০০ বা তদূর্দ্ধ হইয়াছে, সমস্ত ভারতে তাহাদের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৫টি, অর্থাৎ অর্দ্ধেকের কিছু কম। এই সকল বাঙালী ব্যাঙ্কের সম্মিলিত আদায়ী মূলধন ১,৫৮,২৭,০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ২৮,৯৯,০০০ টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ১৫,০৮,৩৯,০০০ টাকা। এগুলির মোট ৪৪৩টি আপিস আছে। বারোটি ব্যাঙ্কের ১০টি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে ২৫ হইতে ৫০টি শাখাযুক্ত ব্যাঙ্কও রহিয়াছে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'সাদার্ণ ব্যাঙ্ক' এবং 'ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন' পরে তপশীলভুক্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি ব্যাঙ্ক ১৯৪৬।৪৭ সনে ফেল পড়িয়াছে।

(ঘ) এখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের কথা বলা হইবে। ১৯৪৫ সনে এরূপ ব্যাঙ্কের সর্ব্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৭৬টি, তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৫টি, অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ। বাঙালীর ব্যাঙ্কগুলির আদায়ীকৃত

মূলধন ৩,৯৪,৬৮,০০০ টাকা, রিজার্ভ ১,২৭,০০,০০০ টাকা এবং আমানত ৬৫,১১,৩০,০০০ টাকা ছিল। ইহাদের মোট কার্য্যালয়-সংখ্যা ছিল ৪১৭টি। ১৯৪৫ সনের হিসাবে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ও নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক পৃথক ছিল। ১৯৪৬ সনে ইহারা একটি ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। এই ১৫টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে বারোটির ২০টি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক আপিস ছিল।

এইবার (ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) এই চারি শ্রেণীর বাঙালী ব্যাঙ্কসমূহের সম্মিলিত অঙ্কগুলি দেখা যাক্ :—

(১নং তালিকা)

	ভারতের ব্যাঙ্ক সংখ্যা	বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত	বাঙালীর ব্যাঙ্ক আপিসের সংখ্যা
			(০০০ বাদ দেওয়া হইয়াছে)			
(ক)	১১৪	২৮	৬,৫০	১৮০	১,২৫,০০	১২০
(খ)	১৭৪	৪১	৬৮,১৭	১৪,২২	৮,৫১,৪৪	৩৬৩
(গ)	৬৮	২৫	১,৫৮,২৭	২৮,৯৯	১৫,০৮,৩৯	৪৪৩
(ঘ)	৭৬	১৫	৩৯,৪৬,৮	১,২৭,০০	৬৫,১১,৩০	৪১৭
	৪৩২	১০৯	৬,২৭,৬২	১,৭২,০১	৮৯,৯৬,১৩	১৩৪০

১৯৪৫ সনের শেষে ভারতে মোট ৪৩২টি ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে ১০৯টি ছিল বাংলা, আসাম ও বিহারে বাঙালীর ব্যাঙ্ক। অবশ্য বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা বাংলা দেশের বাহিরেও ছিল। সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ে বাঙালীর তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সবগুলিই দাঁড়াইয়া আছে ইহাই দেশবাসীর নিকট আশার ও উৎসাহের সংবাদ।

১৯৪৫ সনের হিসাবে বাঙালীর ১৫টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কটি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত একত্রীভূত হওয়ায়

বর্ত্তমান সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪টি। বাঙালীর তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-গুলির মধ্যে মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ১৯১০ সনে, দিনাজপুর ব্যাঙ্ক ও কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ১৯১৪ সনে, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯১৮ সনে, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২২ সনে, পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সনে, নাথ ব্যাঙ্ক ১৯২৬ সনে, নোয়াখালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯২৯ সনে, ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সনে, ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ১৯৩৫ সনে, এবং ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সনের পরে যে দুইটি ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত হয়, তাহা গত দশ বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্ত ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা (ইউরোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ব্যতীত) বর্ত্তমানে ৭৬টি, ইহাদের মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্ক ১৪টি মাত্র।

১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সনে ও পরের এই কয় মাসে ভারত বিভক্ত হইবার পরে সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ এবং আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার একটি কারণ অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি। তাহা ছাড়াও ব্যাঙ্ক আইনের কঠোরতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এবং যুদ্ধোত্তরকালের পুনর্গঠনে প্রকৃতই সহায়ক বা সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই নিজ নিজ বনিয়াদ শক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অনুকরণে বাংলাদেশে আমরা বাঙালী ব্যাঙ্কের বড় পাঁচটাকে এক কথায় 'বিগ ফাইভ' বলিয়া থাকি। ইহাদের

আর্থিক বনিয়াদের হিসাব নিম্নে ২নং তালিকায় প্রদত্ত হইল।

(২নং তালিকা)

	আদায়ী মূলধন	রিজার্ভ	আমানত
কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	৭৫,৭৩,০০০\	৩০,১৩,০০০\	১৫,০০,০০,০০০\
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৬৪,৭৬,০০০\	১৫,৬৫,০০০\	১০,৫৩,০০,০০০\
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	৬৫,৮১,০০০\	২৫,০০,০০০\	১২,৮০,০০,০০০\
নাথ ব্যাঙ্ক	৪৫,১৯,০০০\	১৫,০০,০০০\	৯,৯৪,০০,০০০\
ক্যাল্‌কাটা স্থাশনাল ব্যাঙ্ক	৩০,০০,০০০\	১১,২৬,০০০\	৪,৮০,০০,০০০\
মোট	২,৮১,৪৯,০০০\	৯৭,০৪,০০০\	৫৩,০৭,০০,০০০\

তালিকায় সংখ্যাগুলি মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, পাঁচটি প্রধান বাঙালী ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ২,৮১ লক্ষ, রিজার্ভ ৯৭ লক্ষ এবং আমানত প্রায় ৫৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ ইহাদের মোট অর্থবল প্রায় ৫৭ কোটি টাকা।

এখন একবার ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের দুই-একটি ব্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কথা ধরা যাউক। এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ মিলিয়া সওয়া পাঁচ কোটির বেশী দাঁড়ায়। ইহার আমানতও ১২০ কোটি ছাড়াইয়াছে। সুতরাং এই একটি ব্যাঙ্কই আমাদের পাঁচটি বড় বাঙালীর ব্যাঙ্ককে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বোম্বাই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। লাহোরের পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এবং মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নামও উল্লেখ যোগ্য। অল্পকাল মধ্যে মাড়োয়ারীগণ ভারতের নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত ব্যাঙ্ক (দিল্লী), হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (কানপুর), ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক,

হিন্দুস্থান মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক, হিন্দ্ ব্যাঙ্কের (কলিকাতা) নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বিড়লাদের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও গোয়েঙ্কাদের হিন্দ্ ব্যাঙ্কে বাঙালীর সহযোগিতাও রহিয়াছে। মাড়োয়ারীরা দেশীয় রাজ্যে জয়পুর ব্যাঙ্ক এবং বিকানীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই বড় ব্যাঙ্ক। এই সকল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত হয় এবং অল্পকাল কার্য্য করিবার পরই বিপুল আমানত সংগ্রহ করে এবং লাভ হইতে বহু লক্ষ টাকা তুলিয়া লইয়া রিজার্ভ গঠন করে। অবশ্য মাড়োয়ারীগণের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা এবং শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ পরিকল্পনা করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং বহুলাংশে সফলও হইয়াছেন। অনেক শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইউরোপীয়ের নিকট হইতে মাড়োয়ারীরা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ও পরিচালনা করিতেছেন। আশা করা যায়, অল্প দিন মধ্যেই ব্যবসাক্ষেত্রে জাতীয়করণ আরও বিপুলভাবে দেখা যাইবে। তবে ইহাও লক্ষ্য করা দরকার, এখনও ব্যাঙ্কের কার্য্য, বিশেষ ভাবে বিদেশী বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য, ভারতীয়েরা উল্লেখযোগ্য ভাবে দখল করিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রে শীঘ্রই দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিযোগিতা বাড়িবে ইহা নিঃসন্দেহ।

যাহা বলা হইল তাহাতে বাঙালীর নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই, তবে অন্যান্য ভারতীয়েরা কিভাবে ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন। নিজেদের অতীত ও বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা হইতে যেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মাড়োয়ারী,

গুজরাটী ও পার্শীদের এবং ইউরোপীয়গণের নিকট হইতেও শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নিজেদের কোথায় দুর্ব্বলতা তাহা জানিতে হইবে ও তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙালীর ব্যাঙ্ক মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান। এজন্য বাঙালীর ব্যাঙ্ক গড়িতে অনেক সময় লাগিয়াছে। আমাদের ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম। অবাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হয়, কারণ তাহারা বেশী মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করে, আর আমাদের ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলতা ও মন্থরগতি সত্ত্বেও আমাদের ব্যাঙ্কের অগ্রগতি হইতেছে। তবে আমাদের কর্ম্মপন্থা ও নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন দরকার বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়েও যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্কপরিচালকগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বনে বাঙালীর ব্যাঙ্ক আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে।

১। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন বৃদ্ধি করা। যুদ্ধের সময় এই বিষয়ে নানা বাধা ছিল, এখন তাহা দূর হওয়ায় অনেক ব্যাঙ্কের সুবিধা হইবে।

২। শাখার সংখ্যা অবাঞ্ছনীয়ভাবে না বাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কর্ম্ম কেন্দ্রীভূত করা ও পরস্পরের মধ্যে অলাভজনক প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লওয়া। সাম্প্রতিক আইনের বিধান অনুযায়ী আর ইচ্ছামত শাখা বাড়াইবার অধিকার ব্যাঙ্কের নাই।

৩। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রীভূত করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা।

৪। ব্যাঙ্কের উন্নতি, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে উপযুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরক্ত কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করে, সুতরাং যাহাতে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণ উপযুক্ত শিক্ষা বেতন ও সুখ-সুবিধা পান ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। সর্ব্বোপরি যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদে খাটে তাহার ব্যবস্থা করা। ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ যতই থাকুক না কেন উহার কার্য্যকরী মূলধনের বিপুল অংশ গ্রাহকগণের আমানত হইতে আসে। সুতরাং যাহাতে সাধারণের অর্থাৎ আমানতকারীদের অর্থের অপচয় না হয় ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই স্থানেই ব্যাঙ্কের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের তফাৎ। অংশীদারের লাভ অপেক্ষা আমানতকারীগণের টাকার নিরাপত্তার দিকে ব্যাঙ্ক-পরিচালকের বেশী নজর রাখিতে হয়।

৬। দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে যথোচিত সাহায্য করা ব্যাঙ্কের অন্যতম কার্য্য। এইরূপ কার্য্যে উভয়েরই মঙ্গল। কারণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইলে ব্যাঙ্কের টাকা বেশী খাটিবে; অংশীদারের বেশী লাভ হইবে। আবার ঠিক সময় উপযুক্তরূপে সাহায্য পাইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কাজেই উভয়ের সহযোগিতায় পরস্পরের মঙ্গল। ব্যাঙ্কিং সুদ-খোরের ব্যবসা নহে, ইহা জনহিতকর ব্যবসায়ের অন্যতম। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। আজ বোম্বাই ও পঞ্জাবের ব্যবসায়ের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল প্রদেশের নিজস্ব বড় বড় ব্যাঙ্ক থাকার দরুণ উহা সম্ভব হইয়াছে।

৭। বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাঙ্ক ব্যবসা তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করিতেছে। এখন প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য হইতেছে, নিজেদের ব্যাঙ্কের

সহিত কারবার করা। এক কালে বাঙালীর বিশ্বাসযোগ্য ভাল ব্যাঙ্ক ছিল না। আজ আর সেকথা বলা চলে না, বাঙালীর ব্যাঙ্কে বাঙালী টাকা রাখিলে তবেই বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহা হইতে সাহায্য পাইবে এবং বাঙালীর অগ্রগতিরও সহায়তা করা হইবে। মনে রাখিতে হইবে, অবাঙালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অর্থই অবাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করা এবং বাঙালীকে সেই সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা। একথা বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সত্য। আমরা এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি।

৮। আর একটি বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে সকল বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক মিলিয়া নিজেদের, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির হিতকর একটি সাধারণ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন ও গ্রহণ করা। বর্ত্তমানের অহিতকর প্রতিযোগিতা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, একথা বাঙালীকে মনে রাখিতে হইবে। ঈর্ষা দ্বারা কাহারও কোন লাভ হয় না, কেবলমাত্র ঈর্ষাকারীর নিজের ক্ষতি হয়; বাঙালীর তাহাই হইয়াছে। অতীত কালের ক্ষতি হইতে আজ আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। ছোট বড় সকল ব্যাঙ্কের কর্ণধারগণ একত্র হইয়া বাঙালীর ব্যাঙ্কের কিসে আরও প্রতিষ্ঠা বাড়ে, ভিত্তি শক্ত হয়, বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কিসে আরও বেশী সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিলে দেখিতে পাইবেন—ব্যবসায়ক্ষেত্রেও বাঙালীর আবার নেতৃত্ব গ্রহণ সম্ভব হইবে।

সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙালীর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ও ব্যাপক করিতে হইলে জাতি হিসাবে বাঙালীকে আজ নূতন করিয়া গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। এ কার্য্যে বাঙালী ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও কর্ণধারগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাঙ্কিং

প্রাচীন যুগ

একালে ব্যাঙ্কিং বলিতে আমরা যাহা বুঝি অতি পুরাতন কালে অবশ্য তাহা ছিল না। কিন্তু মানব সভ্যতার আরম্ভ হইতেই সমাজে লেন-দেন চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে এই লেন-দেনকারী ঋষিদের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত যখন বর্ত্তমান সভ্যতার 'টাকা' বা 'মুদ্রা' আবিষ্কৃত হয় নাই তখন হইতেই এই লেন-দেন ও সুদ আদায় সুরু হইয়াছে। দ্রব্যাদি ব্যতীত গবাদি পশুও 'ধন' বলিয়া পরিগণিত হইত। পশুযুথ দ্বারা মূল্য নিরূপণ হইত এবং মূল্য দেওয়া হইত—যেরূপ আজ টাকাদ্বারা হয়।

হুণ্ডীর প্রচলন মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার সময় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ইহার বহুল ব্যবহার ছিল।

আধুনিক কাল

এদেশে আধুনিক ব্যাঙ্কিং শুরু হয় প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। তখন ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সহিত অন্যান্য ব্যবসা একসঙ্গে করা হইত। ইহার ফল খারাপ হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে কয়েকটা ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাওয়ায় (ইহাদের আবার কাগজীমুদ্রা প্রচলিত ছিল) এই বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুসিয়ার হন ও নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায়

প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। অবশ্য গোড়ায় অংশীদারগণের অসীম দায়িত্ব (unlimited liability) থাকায় ব্যাঙ্ক ফেলের সঙ্গে সঙ্গে অংশীদারগণের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় কিন্তু পরে (১৮৬০) সসীম দায়িত্বের (limited liability) প্রবর্ত্তন হওয়ায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

স্বদেশী যুগ

স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) পর হইতেই অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত নূতন ব্যাঙ্কসমূহও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৯০৬-১৩ সনের মধ্যে পিপ্‌ল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া, সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অব্‌ বরোদা স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল ১৯০৮ সনে। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অবশ্য ইহাদের পূর্ব্বে (১৮৯৪) স্থাপিত হইয়াছিল। স্বদেশী যুগেও বঙ্গদেশে লোন আপিসেরই প্রভাব। পরবর্ত্তীকালে (১৯৩০-৩৯) কৃষিদ্রব্য ও জমির দাম পড়িয়া গিয়া লোন আপিসের ব্যবসা বিপন্ন হইলে বাংলার আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসা সুরু হয়। কিন্তু তাহাও এত ক্ষুদ্রভাবে এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চলিতে থাকে যে আজ পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যাঙ্কের সহিত সংগঠনে ও কার্য্য পদ্ধতিতে তুলনীয় হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই। চিন্তাশীল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মাত্রেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য আজ পর্য্যন্ত ইহার কিছু যথাযথ সমাধান হইতে পারে নাই।

ব্যাঙ্কিং কাহাকে বলে

শুধু কি টাকা জমা নেওয়া ও সুদে খাটান ব্যাঙ্কিং ?—এ প্রশ্ন স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। মহাজনী কারবার বলিতে অবশ্য উহাই

বুঝায়। কিন্তু আধুনিক ব্যাঙ্কিং মহাজনী হইতে পৃথক। মহাজনী কার-বারের কর্জ্জ দেওয়া ও সুদ খাওয়া ব্যতীত কোন উচ্চ উদ্দেশ্য না থাকিতেও পারে। এই জন্যই মহাজনী কারবার ব্যাঙ্কের ইজ্জৎ পায় না। ব্যাঙ্কিং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণস্বরূপ, বাজারে পশার রক্ষার (credit) শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। দেশের এবং জাতির শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্য করা ইহার অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল টাকা খাটাইয়া অংশীদারের জন্য মুনাফা অর্জ্জন করাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য নহে। এই জন্যই ব্যাঙ্কের সাধারণের প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এই জন্যই ব্যাঙ্কব্যবসা নিয়ন্ত্রণের কথা উঠে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উত্থানপতন ও নিয়ন্ত্রণের সহিত জনসাধারণের এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-আমদানি-রপ্তানী প্রভৃতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেণ্টই আজ এই বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে না। এই জন্যই নানা দেশে নানারূপ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায়

অবশ্য ব্যাঙ্ক বলিতে সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান বুঝায়। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বলিতে আমরা বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) বুঝিয়া থাকি। এই সকল ব্যাঙ্কের একটা বিশেষ কার্য্য হইতেছে চল্‌তি হিসাবে টাকা জমা নেওয়া ও চেকের দ্বারা সেই টাকা তুলিতে দেওয়া। ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭-এফ ধারায় এই বিশেষ কর্ত্তব্যের উল্লেখ আছে। ২৭৭-এফ ধারার অন্যান্য ১৭টা উপধারায় ব্যাঙ্কের অন্যান্য কার্য্যের উল্লেখ আছে। এই সকল উপধারার কার্য্যাদি সম্পূর্ণভাবে করিলেও প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইবে না যদি চল্‌তি হিসাবে টাকা গ্রহণ না করে এবং ঐ টাকা

চাহিবামাত্র সর্ত্তে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা (অর্থাৎ চেক্ দ্বারা) না থাকে।

জমা গ্রহণ

চল্‌তি হিসাবে, সেভিংস্ হিসাবে, স্থায়ী ও অন্যান্য হিসাবে জমা গ্রহণ ও সুদ দেওয়া ব্যাঙ্কের খুব সাধারণ কার্য্য। অবশ্য কোন কোন ব্যাঙ্ক যথা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের আইন অনুযায়ী যথাক্রমে চল্‌তি জমায় বা কোন জমায় সুদ দিতে পারে না।

টাকা জমা দিবার বহি, পাশ বহি ও টাকা তুলিবার চেক্ বহি প্রভৃতি ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে সরবরাহ করে।

চেক আদায় ও চেকের টাকা দেওয়া

ব্যাঙ্ক, গ্রাহকের পক্ষে চেক্,'হুণ্ডী প্রভৃতি আদায় করিয়া তাহা হিসাবে জমা দেয়। স্থানীয় চেক্ প্রভৃতির আদায়ে ব্যাঙ্ক কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না কিন্তু দূরের চেক্ হুণ্ডী প্রভৃতি আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক কমিশন লয়। উপস্থাপিত হওয়া মাত্র চেকের টাকা প্রদান (অবশ্য যদি হিসাবে টাকা থাকে এবং চেক নির্ভুল হয়) ব্যাঙ্কের একটা প্রধান দায়িত্ব তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দূরবর্ত্তী স্থানে টাকা প্রেরণ

দূরবর্ত্তী স্থানে টাকা ড্রাফ্‌ট্ দ্বারা বা টেলিগ্রামে (টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্স-ফার T. T.) প্রেরণ করা ব্যাঙ্কের একটী কার্য্য। অবশ্য ইহার জন্য ব্যাঙ্ককে কমিশন দিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই কাজে ব্যাঙ্কগুলির তথা জনসাধারণের অনেক সুবিধা বাড়িয়াছে ও কমিশনের হারও হ্রাস হইয়াছে। কোন গ্রাহকের একই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন স্থানের আপিসে হিসাব থাকিলে এক আপিস হইতে অন্য আপিসে অল্প

কমিশনে টাকা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে মেল ট্রান্সফার বলা হয়।

বীমার চাঁদা প্রভৃতি জমার ব্যবস্থা

অনেক সময় গ্রাহক ব্যাঙ্কের মারফত বীমার চাঁদা, বাড়ীভাড়া, মাসিক সাহায্য প্রভৃতি দিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক, গ্রাহকের স্থায়ী নির্দ্দেশ (Standing instruction) অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে (মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক) উক্ত টাকা দিয়া থাকে এবং এজন্য সামান্য কমিশন আদায় করে। ইহাতে গ্রাহকের খুবই সুবিধা হয় কারণ তাহাকে আর এই সকল বিষয়ের জন্য সজাগ থাকিতে হয় না। ব্যাঙ্ক এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কখনও কার্য্যে অবহেলা করিলে তজ্জন্য গ্রাহকের কোন ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে আইনতঃ বাধ্য হয়।

শেয়ারের কেনা বেচা

গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কের মারফত চল্‌তি কোম্পানীর শেয়ার, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী প্রভৃতির কেনা বেচা করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক এই কার্য্য দালালের সাহায্যে করিয়া থাকে এবং প্রাপ্য কমিশন দালাল ও ব্যাঙ্কের মধ্যে আধাআধি বখ্‌রা হয়। নূতন কোন কোম্পানীর শেয়ার গ্রাহক কিনিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকের পক্ষে আবেদন করিয়া উহা ক্রয় করে।

সুদ ও ডিভিডেণ্ড আদায়

কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর সুদ ব্যাঙ্ক, গ্রাহকের পক্ষে সংগ্রহ করে ও তাহার হিসাবে জমা করিয়া দেয়। এজন্য ব্যাঙ্ক কমিশন পায়।

অনুসন্ধান ও মতামত জ্ঞাপন

গ্রাহক কোন ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য জানিতে চাহিলে ব্যাঙ্ক সেই ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে বা বাজারে খবর লইয়া পশার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং নিজ গ্রাহককে জানাইয়া দেয়। অবশ্য এই কার্য্যের দায়িত্ব খুবই বেশী। কিন্তু মজুরী কিছুই নাই। অপর কোন ব্যাঙ্ক হইতে নিজের গ্রাহক সম্পর্কে মতামত চাহিলে ব্যাঙ্কের তাহাও সরবরাহ করার নিয়ম। এই কাজ অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয় কারণ এই মতামতের দরুণ কোনরূপে গ্রাহকের ক্ষতি হইলে ব্যাঙ্ককে দায়ী করা যাইতে পারে। স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন ভুল সংবাদ দেওয়ার বিপদ অনেক। অনেক ব্যাঙ্ক হইতে সহি না করিয়াই চিঠিতে এরূপ সংবাদ প্রদান করা হয়। আবার কখনো কখনো লিখিত সংবাদ দেখান হয় মাত্র। লিখিত ভাবে কিছু দেওয়া হয় না আবার কখনো কেবলমাত্র সংবাদ মুখে বলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আইনের চোখে এত হুঁসিয়ারীর পরও দায়িত্ব এড়ান কঠিন। কাজে কাজেই খুব সাবধানতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করিতে হয়। কোন ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর কোন প্রতিষ্ঠানের মারফত এরূপ খববাখবরের আদান প্রদান করে না।

এইরূপ কাজের গুরুত্ব ইহা হইতেই বোঝা যাইবে যে ব্যাঙ্কের মতামতের উপরেই অনেক সময় ব্যবসায়ীগণের পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপিত হয় বা ভাঙ্গিয়া যায়। বড় বড় ব্যাঙ্কের এই কাজের জন্য একটী পৃথক বিভাগ থাকে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কে ম্যানেজার নিজেই এই কাজ দেখিয়া থাকেন। খবরাখবর খুব তাজা হওয়ার প্রয়োজন কারণ ব্যবসা-ক্ষেত্রে পুরাতন সংবাদ ভুল সংবাদ অপেক্ষাও মারাত্মক।

হিসাবাদি গোপন রাখা

ব্যাঙ্ক গ্রাহক সম্বন্ধে অপর কাহারো নিকট কখন কোন তথ্য প্রকাশ করিবে না ইহাই ব্যবসায়ের রীতি। গ্রাহকের ইচ্ছা অনুযায়ী, সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের নিমিত্ত, আদালত কর্তৃক বাধ্য হইয়া কিম্বা ব্যাঙ্কের নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইতে পারে। ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর এজন্য সকল খবরাখবর গোপন রাখিবার জন্য চুক্তিপত্রে সই করিয়া দিতে হয়। এই নিয়ম এত কঠোরভাবে পালিত হয় যে গ্রাহকের ইচ্ছা ব্যতীত স্ত্রীর হিসাবের কথা স্বামীকে প্রকাশ করায় দোষ এবং তজ্জন্য লোকসান বা ক্ষতি হইলে ব্যাঙ্ক দায়ী হয়।

আদালতে হিসাব দাখিল

কোন দুই পক্ষের মধ্যে মোকদ্দমার দলিল হিসাবে ব্যাঙ্কের হিসাব দাখিলের আবশ্যক হইলে, পদস্থ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর সার্টিফিকেট যুক্ত হিসাবের নকল দাখিল করিলেই ব্যাঙ্কার্স বুক এভিডেন্স য়্যাক্ট অনুযায়ী তাহা আদালতে গ্রাহ্য হয়। কিন্তু কোন মোকদ্দমায় ব্যাঙ্ক নিজে বাদী বা বিবাদী হইলে ব্যাঙ্কের মূল বই আদালতে উপস্থিত করিতে হয়।

লেটার অব্ ক্রেডিট খোলা

দূরবর্ত্তী স্থানের মাল আমদানী সম্পর্কে ব্যাঙ্ক গ্রাহকের অনুকূলে লেটার অব্ ক্রেডিট্ (Letter of Credit) দিয়া (issue) থাকে। এবং আবশ্যকমত গ্রাহকের হইয়া বিলে (Bill of Exchange) স্বীকৃতি দেয় বা সাকরাই করে (Accept)। অবশ্য এরূপ কার্য্যে ব্যাঙ্কের ঝুঁকি খুব বেশী কারণ বিলের লিখিত টাকার জন্য ব্যাঙ্কই সম্পূর্ণরূপে

দায়ী হয়। গ্রাহক খুব বিশ্বাসী না হইলে বা উপযুক্তরূপে জমা বা বন্ধকী না রাখিলে লেটার অব্ ক্রেডিট্ খোলা হয় না বলাই বাহুল্য। লেটার অব্ ক্রেডিট্ নানা রকমের হইয়া থাকে। এ স্থানে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

উপদেশ

কি ভাবে টাকা খাটাইবেন বা নিয়োজিত করিবেন এই সম্পর্কে গ্রাহকগণ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের উপদেশ (advice) চাহিয়া থাকেন। এ কার্য্যের জন্য ব্যাঙ্ক কোন পারিতোষিক পায় না। কিন্তু ম্যানেজারের উপদেশমত কার্য্য করিয়া গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্যাঙ্কের দায়ী হওয়ার ঝুঁকি আছে।

নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত গ্রহণ

মূল্যবান দ্রব্যাদি ও কোম্পানীর শেয়ার ডিবেঞ্চার ও গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী সাবধানে রাখিবার জন্য গ্রাহকগণ উহা অনেক সময় ব্যাঙ্কের হেপাজতে (safe custody) দিয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্য নিরাপদে রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ক পারিশ্রমিক পায় এবং কোন কারণে দ্রব্য বা দলিলাদি নষ্ট হইলে ব্যাঙ্ক সেজন্য দায়ী হয়। ব্যাঙ্কের নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন লইবে এই সকল গচ্ছিত দ্রব্য জন্য সেরূপ যত্ন লওয়ার প্রয়োজন নতুবা কোন লোকসানের জন্য ব্যাঙ্ক আইনতঃ দায়ী হইবে। ব্যাঙ্কের ষ্ট্রং রুম প্রভৃতি থাকার জন্য গ্রাহক ব্যাঙ্কের হাতে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা নিরাপদ মনে করেন।

ন্যাসী বা অছিরূপে কার্য্য

ব্যাঙ্ক ট্রাষ্ট সম্পত্তির ন্যাসী বা উইল পত্রানুযায়ী সম্পত্তির অছি হিসাবে কখনো কখনো কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যাঙ্ক এইরূপ কার্য্য

পরিচালনার জন্য পৃথক কোম্পানী খুলিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে উহা পরিচালন করিয়া থাকে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ও মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এই দুই প্রতিষ্ঠানে এইভাবে কার্য্য হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ায় এই কার্য্যের জন্য পৃথক বিভাগ রহিয়াছে।

কাগজী মুদ্রা পরিচালন

পূর্ব্বে ইহা ব্যাঙ্কের সাধারণ কার্য্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল দেশেই কাগজী মুদ্রার পরিচালন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে।

দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য রক্ষা

আমদানী রপ্তানীর টান যোগানে প্রধানতঃ দেশের মুদ্রা-বিনিময়ের মূল্য উঠা নামা করে। সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যই হইতেছে এই মুদ্রামূল্যের উঠা-নামা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা। দেশের মধ্যে মুদ্রামূল্যের উত্থানপতন হইলে যেরূপ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়া থাকে। এই বিপর্য্যয় এড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, এখানে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। যাহাতে পৃথিবীর জাতি সমূহ নির্ব্বিঘ্নে পরস্পরের সহিত আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য কায়েম করিতে পারে এজন্য সম্প্রতি পৃথিবীর জাতি সমূহকে লইয়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund) ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development) গঠিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর জাতি সমূহের আর্থিক ও

বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালন এই দুই প্রতিষ্ঠানের সুপরি-চালনের উপর নির্ভর করিবে।

বিলাতী হুণ্ডী—কেনা বেচা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্যের সমতা রক্ষা করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য হইলেও, আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কীয় বিল প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় এক্স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহের দৈনন্দিন কার্য্য। ইহা খুব লাভজনক ব্যবসায় এবং বর্ত্তমানে এই কাজের বৃহৎ অংশটাই বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে।

কর্জ্জ-দাদন

ব্যাঙ্কে কর্জ্জ-দাদন বহু রকমে হইয়া থাকে। চল্‌তি হিসাবে বন্ধকী রাখিয়া বা না রাখিয়া ধার দিলে তাহাকে ওভার ড্রাফ্‌ট্‌ বলা হয়। ব্যাঙ্কের একটা মোটা আয় এই ভাবে হয়।

গুদামের মাল, কলকারখানা প্রভৃতির বন্ধকীতেও কর্জ্জ দেওয়া হয়।

হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের একটা বিশেষ কাজ। বাড়ী বা জমি বাঁধা রাখা ব্যাঙ্কের সাধারণ ব্যবসা নহে তবে এরূপেও কিছু টাকা খাটে।

কোন অবস্থাপন্ন লোকের গ্যারাণ্টির বলে বা তৃতীয় পক্ষের বন্ধকীর উপরে অনেক সময় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কর্জ্জ দেওয়া হয়।

বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক ধার দিয়া থাকে। আবার স্থায়ী জমার রসিদ রাখিয়াও কর্জ্জ দেওয়া হয়।

অনেক সময় গ্যারাণ্টির কার্য্য করিয়া গ্রাহকের নিকট হইতে কমিশন পায়। গ্রাহকের পক্ষ হইয়া তৃতীয় পক্ষকে ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টি দিতে হয়।

আদায়ী কাজ

অনেক ব্যাঙ্ক বাড়ী ভাড়া আদায় প্রভৃতি কার্য্যেও হাত দিয়াছে। ইহাতে মালিকগণের সুবিধা হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কেরও নূতন আয়ের পথ খুলিয়াছে।

অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আবশ্যকমত ওভার ড্রাফ্‌ট্‌ লইয়া থাকে এবং সমস্ত আদায়ী কাজ (যথা—বিল, বাড়ী ভাড়া) ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ব্যাঙ্ক আদায়ী কাজের জন্য কমিশন এবং কর্জ্জের জন্য সুদ পায়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর মাস মাহিনা বা পেন্সান বিল ব্যাঙ্ক মারফতে আদায় হয়। ইহা অবশ্য বিনা কমিশনেই করিতে হয়। অন্যান্য বিল আদায়ও ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাঙ্কের যাহা কর্ত্তব্য নহে

জিনিষপত্রের কেনা-বেচার কারবার ব্যাঙ্কের কার্য্য নহে। ইহা নিছক্ ব্যবসায়ীর কার্য্য। মালপত্র বন্ধকী রাখিয়া ব্যবসায়ীকে কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের কাজ। এমন কি 'ব্যাঙ্কিং' এবং 'ট্রেডিং' এই দুইটি শব্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে যুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় না। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনেও পরিষ্কাররূপে এরূপ বিধান দেওয়া আছে। তবে সোনা রূপা বা কোম্পানীর শেয়ার বা গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কেনা বেচা ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীর অন্তভুক্ত। বাংলা দেশের অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক অতি লোভের আশায় ব্যবসায়ীর কার্য্যের সহিত ব্যাঙ্কের কাজ মিশাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা সত্যই বিপজ্জনক। কেবল আইনের দিক্ দিয়া নহে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক্ দিয়াও বটে। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিল পাশ হইলে ইহা সরাসরি আইনের আওতায় পড়িবে। ইহার পূর্ব্বেই ঐ সকল ব্যাঙ্কের কর্ম্মপদ্ধতির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কর্জ্জের টাকা আদায়ের জন্য যদি ব্যাঙ্ককে বন্ধকী দ্রব্যাদি, মালপত্র, বাড়ীঘর ক্রয় বিক্রয় করিতে হয় কিম্বা সাময়িক ভাবে অন্যান্য ব্যবসা চালাইতে হয় তাহা ব্যাঙ্কের নিজ কার্য্যাবলীর অর্থাৎ ব্যাঙ্কিংএর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাঙ্কের গঠন পদ্ধতি

বিশেষ আইন দ্বারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

বিশেষ আইন দ্বারা কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে। এই বিশেষ আইনকে অনেক সময় চার্টার বলা হয়। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড এইরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য বর্ত্তমানে ইহা রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে (nationalized)। এ দেশে তিনটা প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ও পরে ঐগুলিকে একত্র করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এইরূপে স্থাপিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এইরূপে ১৯৩৪ সনের আইন দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না এবং হংকং স্তাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন প্রভৃতি বিশেষ আইন দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে যদিও ইহাদের অংশীদারগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

প্রাইভেট ব্যাঙ্ক

অনধিক দশজন মিলিয়া অসীম দায়িত্বে অংশীদারী কারবার হিসাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালন করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই। তবে এরূপ কারবার লিখিত চুক্তিমূলক হইলেই ভাল হয়। প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি নানাকারণে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না। প্রধানতঃ ইহারা হিসাবপত্রাদি বাহির করে না এবং গ্রাহকগণকে চেক কাটিবার সুযোগ দেয় না। ইহাদের আর্থিক শক্তিও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মধ্যে জাওলা কোম্পানী যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল কিন্তু ইহাও কোম্পানী আইনে রেজেষ্ট্রী হইয়া রীতিমত ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অনেক মাড়োয়ারী যাহারা এতকাল প্রাইভেট ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাইয়াছিল তাহারা বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রাইভেট অংশীদারী ব্যাঙ্ক লোপ পাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার পুরুষানুক্রমে ব্যাঙ্ক চালাইতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বহু রহিয়াছে।

অবশ্য কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রীকৃত প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বাধা নাই। এইরূপ কোম্পানীর সভ্যসংখ্যা, কর্ম্মচারী সভ্য ব্যতীত, অনধিক পঞ্চাশ জন হইবে। ইহা সাধারণের নিকট শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহার শেয়ার হস্তান্তর ব্যবস্থাও সীমাবদ্ধ। এই সকল বিশেষ বাধা নিষেধ থাকার দরুণ এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া শক্ত। তবে এরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ এই সুবিধা রহিয়াছে।

কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্ক

দশজনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করিলেই কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা চলে না (২৭৭ এইচ)। বর্ত্তমান আইনে (২৭৭ আই) অন্ততঃ ৫০,০০০ টাকা কার্য্যকরী মূলধন না হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা আরম্ভ করিতে দেওয়া হয় না। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে সর্ব্বনিম্ন মূলধন এক লাখ রাখা হইয়াছে, তাহাও আদায়ীকৃত মূলধন হওয়া প্রয়োজন।

লাভ হইতে শতকরা অন্ততঃ কুড়ি টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে বা উদ্বৃত্ত তহবিলে জমা রাখিতে হইবে ইহাও আইনের বিধান (২৭৭-কে ধারা)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি এই ধারার মধ্যে পড়ে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলের বাহিরের প্রত্যেক ব্যাঙ্ক চল্‌তি জমার শতকরা পাঁচ টাকা ও স্থির জমার শতকরা ১॥০ টাকা নগদ তহবিলে জমা রাখিবে ২৭৭-এল ধারায় এরূপ বিধান আছে। মাসের প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারের হিসাব পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবার নিয়ম আছে। এই হিসাব হইতে রেজিষ্ট্রার জানিতে পারেন যে ২৭৭-এল ধারায় বর্ণিত ব্যবস্থা মান্য করা হইয়াছে কিনা।

কোম্পানী আইনের ১৩৬ ধারা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সোমবার এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবার ব্যাঙ্কের যেরূপ আর্থিক অবস্থা থাকে তাহা আইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১ নং ফর্ম্মে প্রকাশ করিতে হইবে ও ব্যাঙ্কের যতগুলি আপিস আছে তাহাতে প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের অবগতির জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা না করিলে আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীতও পরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব কেবল মাত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইলে চলিবে না, ব্যাঙ্ক গৃহে সাধারণের

দৃষ্টিপথে সকলের অবগতির জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। যে কোন গ্রাহক বা অংশীদার অনধিক ॥০ মূল্যে ইহার নকল পাইতে আইনতঃ অধিকারী। ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত পত্র ও লাভ ক্ষতির পরীক্ষিত হিসাবে অন্ততঃ তিনজন ডিরেক্টারের স্বাক্ষর করা প্রয়োজন।

কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানী অনাদায়ী মূলধন দায়বদ্ধ করিতে পারিবে না (২৭৭-জে ধারা)। ধরুন কোন ব্যাঙ্কের প্রতি অংশের দাম ১০০৲, উহার পঞ্চাশ টাকা আদায় হইয়াছে এবং ৫০৲ অনাদায়ী রহিয়াছে। এই অনাদায়ী ৫০৲ টাকা অনাদায়ী মূলধন হিসাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। যদি কখনও ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় তখন দেনা মিটাইবার জন্য ইহা আদায় করিবার নিয়ম। এই অনাদায়ী মূলধন ব্যাঙ্কের একটা সম্পত্তি, সংস্থান বা য়্যাসেট (asset)। ইহা রেহান বদ্ধ করা যাইবে না ইহাই আইনের তাৎপর্য্য।

ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রীকৃত বা অনুমোদিত মূলধন, বিলিকৃত মূলধন, বিক্রীত মূলধন ও আদায়ীকৃত মূলধন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা আছে (২৭৭-আই ধারা)। আদায়ী মূলধন (Paid up capital) বিক্রীত মূলধনের (Subscribed capital) অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক হইবে এবং বিক্রীত মূলধনও অনুমোদিত মূলধনের (Authorized or Registered capital) অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক হইবে। কোন কোন ব্যাঙ্ক ডিবেঞ্চার (Debenture) শেয়ার বিলি করিয়া উহার ক্রেতাগণের ভোটের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, কোম্পানী আইনের সংশোধিত উপরোক্ত ধারায় তাহাদিগকে প্রদত্ত মূলধনের অনুপাতে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

যখন প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিল আইনে পরিণত হইবে তখন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত মোটামুটি আইনগুলি এক স্থানে পাওয়া যাইবে, বর্ত্তমানে উহা কোম্পানী আইনে নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাঙ্ক বিল সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ও গ্রাহক

ব্যাঙ্ক জিনিষটা অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বস্তু। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক বিষয় আছে যাহা সর্ব্বসাধারণ কেন ব্যাঙ্কের গ্রাহকগণও অবগত নহেন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলা চলে যে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক জিনিষ জানা থাকিলে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীর দৈনন্দিন কার্য্যে অনেক সুবিধা হয় এবং কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সত্য কথা বলিতে কি ব্যাঙ্কিং একটা বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বস্তু এবং সত্যকার ভাল ব্যাঙ্কার হইতে হইলে ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অধ্যয়নের এবং বিশেষ করিয়া মানবচরিত্রের জ্ঞান লাভের প্রয়োজন।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, ব্যাঙ্কার টাকা লইয়া কারবার করে। টাকা শব্দ দ্বারা সঙ্কীর্ণ অর্থে 'মুদ্রা' বুঝিলে চলিবে না, টাকা সম্পর্কিত দলিল প্রভৃতি সকলই বুঝিতে হইবে। টাকার প্রতীক্ বিল, হুণ্ডী, হাতচিঠা, চেক্, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার। সহজ কথায় লেনদেন, এবং ক্রেডিট্ অর্থাৎ পশার বা বিশ্বাস সম্পর্কিত সমস্তই ব্যাঙ্কের মুদ্রার আওতায় পড়ে। এই সমস্ত দলিলগুলি টাকার উপর দাবী ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাঙ্কার এই দাবীর কেনাবেচা করে। ইহাকে কর্জ্জগ্রহণ ও কর্জ্জদাদনও বলা চলে। যখন কেহ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তখন ব্যাঙ্ক তাহার নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করে মাত্র এবং যখন কেহ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলে তখন ব্যাঙ্ক গ্রাহককে কর্জ্জ দেয় বা নিজের দেনা

পরিশোধ করে। প্রতিদিনের হাজার হাজার লেনদেনের কাজে ব্যাঙ্ক ও গ্রাহকের ভিতরের এই দেন্‌দার ও পাওনাদারের সম্পর্কটা ভুল বুঝিলে চলিবে না।

ব্যাঙ্কের কাজ

সহজ কথায় বলা চলে ব্যাঙ্কের কাজ প্রধানতঃ তিন রকম—(ক) জমা গ্রহণ, (খ) হুণ্ডী বা বিল বা হ্যাণ্ডনোট ভাঙ্গান এবং (গ) কর্জ্জ দেওয়া। অবশ্য এই তিন রকম কাজ ব্যতীত ব্যাঙ্কের আরও অনেক কাজ আছে তবে এই কাজগুলি প্রধান এবং এইগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য কার্য্য চলে। এককালে কাগজী মুদ্রা বা নোট প্রচলনও ব্যাঙ্কের কাজ ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টই রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ব্যাঙ্ক বা বিশেষ কোন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানকেই এই নোট ছাপিবার অধিকার দিয়া থাকেন এবং তাহাও আবার বিশেষ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কোন স্থানে গভর্ণমেণ্ট নিজেই কাগজী মুদ্রা চালাইয়া থাকেন। আমাদের দেশেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কাগজী মুদ্রার পরিচালন গভর্ণমেণ্টের হাতে ছিল।

রকমারি জমা

জমা স্থায়ীভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করা হইলে তাহাকে স্থায়ী জমা বলে (Fixed Deposit)। সাধারণতঃ এক মাস হইতে এক বৎসর, এমন কি দুই বৎসরের জন্যও সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক স্থায়ী জমা গ্রহণ করে। সাত বা পনের দিনের তাগাদায় (Notice) জমা শোধ দেওয়ার সর্ত্তেও অল্প সুদে ব্যাঙ্ক জমা গ্রহণ করে। ইহাকে স্বল্পকালের জমা (Short Deposit) বলা হয়। আরও কম, প্রায় নামমাত্র সুদে চাহিবামাত্র পরিশোধের সর্ত্তে (deposit at call) ব্যাঙ্ক জমা গ্রহণ

করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে সেভিংস জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল হিসাবে খুব অল্প জমাও গ্রহণ করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত বেশী সুদ দেওয়া হয়। তবে ঘন ঘন জমা দেওয়া বিষয়ে কোন বাধা না থাকিলেও টাকা তোলা সম্বন্ধে নিয়ম একটু কড়া। সাধারণতঃ সপ্তাহে এক দিন ব্যতীত আর টাকা তুলিতে দেওয়া হয় না। যদিও কোন কোন ব্যাঙ্ক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সপ্তাহে দুই দিন টাকা তুলিতে দেয়। আর সুদও এই সকল হিসাবে মাসের সর্ব্বনিম্ন জমার উপরে দেওয়া হয়। চেক কাটিয়াও টাকা তোলা বা অপর কাহাকেও দেওয়া যায় বলিয়া সেভিংস্ হিসাবের সুবিধা খুব কম নয়। ইহা ছাড়াও গভর্ণমেণ্টের অনুকরণে এখন প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া জমা গ্রহণ করে। সাধারণের এই প্রকার জমায় এই সুবিধা হয় যে আবশ্যকমত এই টাকা যখন খুসী তোলা যায় যদিও যত বেশী দিন জমা থাকে ততই বেশী সুদ প্রাপ্য হয়। আবার কোন কোন ব্যাঙ্ক নিজেদের ক্যাস সার্টিফিকেট জমা রাখিয়া কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

চল্‌তি জমা

উপরোক্ত কোন প্রকারের জমাকারীই ব্যাঙ্কের 'গ্রাহক' বা 'মক্কেল' পদবাচ্য নহে। যাহারা ব্যাঙ্কে চল্‌তি হিসাব বা কারেণ্ট একাউণ্ট (Current account) রাখে তাহাদিগকেই ব্যাঙ্ক নিজের গ্রাহক বলিয়া স্বীকার করে এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের সম্বন্ধে অপরের নিকট মতামত জ্ঞাপন করে। এদেশের কোম্পানীর আইনের ২২৭-এফ ধারা মতে চল্‌তি হিসাব না রাখিলে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক পদবাচ্য হয় না।

চল্‌তি হিসাবের কয়েকটী নিয়ম

যে কেহ টাকা লইয়া উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক স্থায়ী জমা গ্রহণ করে' সেভিংস হিসাব খোলে এবং ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় করে। কিন্তু চল্‌তি হিসাব খোলার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কোন পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সুপারিশ চাহিবে। এই সুপারিশ বা introduction ছাড়া চল্‌তি হিসাব খোলা হয় না এবঃ খোলা নিরাপদও নহে। কারণ চল্‌তি হিসাবে টাকা জমা পড়িলেই গ্রাহককে চেক বহি দিতে হইবে এবং চেক বহি অসাধু লোকের হাতে পড়িলে যে কোন অনর্থের সম্ভাবনা। এবং তাহা দ্বারা যে কেবল মাত্র সাধারণ লোক ঠকিবে তাহা নহে ব্যাঙ্কেরও বাজারে বদ্‌নাম হইবে এবং পসার নষ্ট হইবে। কাজে কাজেই কোন ব্যাঙ্কই পরিচিতের সুপারিশ ব্যতীত চল্‌তি হিসাব খোলে না। অপরিচিত লোককে চল্‌তি হিসাব খুলিতে দিয়া ব্যাঙ্ক ঠকিয়াছে এবং লোকসান দিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আইন অনুযায়ী (Negotiable Instruments Act 1881) কোন অচেনা লোকের নামে চল্‌তি হিসাব খুলিলে সেই ব্যক্তির চেক আদায়ের জন্য কাহারও লোকসান হইলে ব্যাঙ্ক নিজেই দায়ী হয়। ভবিষ্যতে গ্রাহকের সহির উপর নির্ভর করিয়া (মিলাইয়া) চেকের টাকা দিতে হয় এজন্য ব্যাঙ্কের খাতায় বা কার্ডে গ্রাহকের সহির নমুনা (Specimen) নেওয়া হয়। কখনও সইএর ব্যতিক্রম হইলে অবশ্য চেক ফিরাইয়া দেওয়া হয় এজন্য গ্রাহককে পূর্ব্বেই জানাইয়া দেওয়া হয় যে ব্যাঙ্কে রক্ষিত সইএর নমুনার মত তাহাকে সর্ব্বদা চেকে সহি করিতে হইবে। যদি গ্রাহক সহি পরিবর্ত্তন করিতে চান তবে ব্যাঙ্কে আসিয়া তাঁহাকে নূতন করিয়া সহির নমুনা দিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে সেই নমুনা অনুযায়ী সহি করিলে তবে চেক্ পাশ হইবে। আর আইনের দিক দিয়াও গ্রাহকের চল্‌তি হিসাবের টাকা

তাহার সহিযুক্ত চেকের নির্দ্দেশ ব্যতীত খরচ করা যায় না। ব্যাঙ্ক ইহার ব্যতিক্রম করিলে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়! এজন্য জাল সহিযুক্ত চেক দ্বারা কোন গ্রাহকের জমার টাকা হইতে খরচ লেখার অধিকার ব্যাঙ্কের নাই। সুতরাং গ্রাহকের সহি সম্পর্কে ব্যাঙ্ককে সকল সময় খুব সাবধান থাকিতে হয়। প্রথম জমার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাহকের নাম, ঠিকানা চল্‌তি হিসাবের বহিতে (লেজারে) লিখিয়া হিসাব খোলা হয়। যে চেক বই তাঁহাকে দেওয়া হইল তাহার নম্বরগুলি হিসাবের মাথায় লিখিয়া রাখা হয়। জাল চেক্ সম্বন্ধে হুসিয়ারীর ইহাও একটী উপায়। হিসাব খোলা হইলে ব্যাঙ্কের খাতার প্রতিলিপি স্বরূপ গ্রাহককে একখানি পাশ বই (Pass Book) দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের খাতার সমস্ত জমাখরচই হুবহু এই পাশ বইএ নকল করিয়া দেওয়া হয় এবং এজন্য গ্রাহককে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কে পাশ বই পাঠাইতে হয়। ইহাতে কোন ভুল পাওয়া গেলে গ্রাহককে তৎক্ষণাৎ তাহা ব্যাঙ্কের নিকট জানাইতে হয় নতুবা ভুলের জন্য ব্যাঙ্ক আইনতঃ দায়ী থাকে না। একজনের জমা বা খরচ অপর একজনের হিসাবে পড়া কিছু অসম্ভব নহে সুতরাং প্রত্যেক গ্রাহকেরই পাশ বই ভাল করিয়া দেখা উচিত। আর আইনের চোখে পাশ বই একখানি প্রমাণযোগ্য দলিলও বটে। আজকাল কোন কোন ব্যাঙ্কে পাশ বইয়ের বদলে সপ্তাহে, পক্ষশেষে বা মাসে একবার হিসাবের নকল (Statement) দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক পরিশ্রমের লাঘব হয়।

রকমারি চল্‌তি হিসাব

নানা উদ্দেশ্যে গ্রাহকেরা চল্‌তি হিসাব খুলিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণের জন্য ব্যাঙ্কের দায়িত্ব লঘু বা গুরু হইয়া থাকে। এই বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্যের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

(ক) **ব্যক্তিগত হিসাব** (Personal Account)—যে কোন ব্যক্তি নিজ নামে হিসাব খুলিতে পারে। এই হিসাবের দেনা-পাওনার জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। কোন গ্রাহকের (ব্যক্তির) পৃথক অংশীদারী (Partnership) হিসাব থাকিলে অংশীদারী হিসাবের দেনার জন্য তাহার ব্যক্তিগত হিসাব হইতে তাহার অমতে টাকা নেওয়া চলে না। এই সম্পর্কে ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা সাবধানে কাজ করিতে হয়।

(খ) **অংশীদারী হিসাব**—দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া এইরূপ হিসাব খোলা চলে। তবে রেজিষ্ট্রী করা অংশীদারী কারবার হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে দলিল দেখিয়া কার্য্য করা সহজ হয়। প্রত্যেক অংশীদারের নিকট হইতেই ব্যাঙ্ক নমুনার সহি গ্রহণ করিবে এবং প্রত্যেক নমুনার সহির নীচেই 'অংশীদার' এই কথাটী লিখাইয়া নিতে হইবে। অবশ্য কেহ দশের অধিক অংশীদার লইয়া ব্যাঙ্কের কারবার ও কুড়ির অধিক অংশীদার লইয়া অন্য কোন প্রকার ব্যবসা করিলে তাহা আইনসঙ্গত হয় না। উক্ত সংখ্যার বেশী অংশীদার হইলে কোম্পানী আইনে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের পক্ষে অংশীদারগণের ভিতরকার সর্ত্তগুলি জানার প্রয়োজন আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী কারবার মৌখিকভাবে হয় বলিয়া ইহা সম্ভব নয়। যদি অন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক অংশীদারই অংশীদারী কারবারের পক্ষে চেক্ কাটা, চেকের পিছ সই, হুণ্ডী কাটা, হুণ্ডী গ্রহণ এবং হাতচিঠা সই ও উহার পিছ সই করিবার অধিকারী। অন্যান্য কাজেও প্রত্যেক অংশীদারের অবাধ ক্ষমতা আছে কিন্তু কোন দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে হইলে সকল অংশীদারকেই এক যোগে কাজ করিতে হইবে।

অংশীদারী হিসাবের চেক্ কাটিয়া কোন একজন অংশীদারের

ব্যক্তিগত হিসাবের ধার শোধ করিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে তাহা সকল সময় নিরাপদ নহে। কোন অংশীদার মারা গেলে বা দেউলিয়া হইলে উক্ত ঘটনার পরবর্ত্তী কালের কারবারের কোন চুক্তির জন্য তাহার এষ্টেট দায়ী থাকে না। অংশীদারগণের মধ্যে কেহ কারবার ছাড়িয়া গেলে সকল পাওনাদারকে তাহা লিখিত ভাবে এবং কাগজে জ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়া দেওয়া উচিত নতুবা অংশীদারী হিসাবে তাহার দায়িত্ব থাকিয়া যায়। কারবারের প্রত্যেক সাধারণ দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদারই ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তবে কোনরূপ বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া কার্য্য করিলে সেই অংশীদারের ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য অপর সকলে দায়ী নাও হইতে পারে।

অংশীদারী কারবার ভাঙ্গিয়া গেলে (dissolve) ব্যাঙ্ক চল্‌তি হিসাব বন্ধ করিয়া দিবে এবং কারবার নূতন করিয়া চালাইলে অংশীদারগণের লিখিত মতে ব্যাঙ্ক আবার নূতন করিয়া হিসাব খুলিবে। পুরাতন হিসাব সম্পর্কিত চেক্ প্রভৃতি বন্দোবস্ত মত নূতন হিসাবে খরচ লেখা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন হিসাব বন্ধ করিতে দেরী করা চলিবে না।

কোন অংশীদার কারবার ত্যাগ করিলে তিনি কারবার হইতে কি পরিমাণ মূলধন তুলিয়া লইলেন ব্যাঙ্কের তাহা জানা প্রয়োজন। এবং এক্ষেত্রেও অনেক সময় পুরাতন হিসাব বন্ধ করিয়া আবার নূতন হিসাব খোলাই সমীচীন। আর যদি হিসাব 'দেনার হিসাব' (overdraft) হয় তবে পুরাতন হিসাব বন্ধ করিয়া অংশীদারগণের লিখিত নির্দ্দেশমত নূতন হিসাবে নূতন করিয়া তাহাতে ধারের অঙ্ক ফেলা তাহতে উচিত। এই নূতন কর্জ্জের হিসাবেই ব্যবস্থামত পুরাতন হিসাবের চেক্ প্রভৃতির খরচ লেখা যাইতে পারে।

(গ) **একজিকিউটর এবং ট্রাষ্টীর হিসাব**—এই সকল হিসাবের

জন্য এত খুঁটিনাটী জানা দরকার যে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ব্যক্তিগত হিসাব খোলাই পছন্দ করে। তবে ইহাদের নামে হিসাব খুলিতে হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি চেক্ ও অন্যান্য দলিল সহি করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া লইতে হইবে। তবে সাধারণতঃ একৃজিউটরের যে কোন একজন অন্যান্য এক্‌-জিকিউটরের তরফে বা এষ্টেটের তরফে সহি করিতে পারে কিন্তু ট্রাষ্ট্রী-গণের সকলে মিলিয়া সহি করিতে হইবে যদি ট্রাষ্ট দলিলে ইহার প্রতিকূলে অপর কোন ব্যবস্থা না থাকে। কোন হিসাবের টাকা ট্রাষ্ট সম্পত্তি কিন্তু ইহা ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নহে, এরূপ অবস্থায় ট্রাষ্ট্রীগণ তহবিল তসরূপ করিলে ব্যাঙ্ক সেজন্য দায়ী হইবে না। আবার কোন একজন এক্‌জিকিউটর এষ্টেটের হিসাব হইতে টাকা তুলিয়া নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে টাকা রাখিলে ব্যাঙ্ক সেজন্য দায়ী হইবে না, যদি না সেই টাকায় তাহার ব্যক্তি-গত ব্যাঙ্কের কর্জ্জ শোধ করা হয়। কোন ট্রাষ্ট্রীর ব্যক্তিগত হিসাবে কর্জ্জ থাকিলে ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টের হিসাব হইতে টাকা কাটিয়া ঐ দেনা শোধ করিতে পারে না। অবশ্য ট্রাষ্টের হিসাবের অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব নাই। কিন্তু ট্রাষ্টের হিসাব হইতে টাকা লইয়া ট্রাষ্ট্রীগণ ঐ ব্যাঙ্কেই তাহাদের ব্যক্তিগত হিসাবের কর্জ্জ পরিশোধ করিলে সেই তসরূপের জন্য ব্যাঙ্ক নিজে দায়ী হইবে।

(ঘ) **যুক্ত হিসাব** (Joint Account)—একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া ব্যাঙ্কে চল্‌তি হিসাব খুলিতে পারে এবং ইহাদের যে কোন একজনের সহিতেই চেক্ কাটা যাইতে পারে। অবশ্য এই যুক্ত হিসাবের ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ের অংশীদার হইলে চলিবে না। এই হিসাবের আরও একটী সুবিধা এই যে, একজনের মৃত্যু হইলে অপর জীবিত ব্যক্তি হিসাবে চেক্ কাটিতে বা হিসাব চালু রাখিতে পারে, অর্থাৎ একজনের মৃত্যুতে হিসাব বন্ধ হইয়া যায় না যেরূপ অংশীদারী হিসাবে হয়। জীবিত ব্যক্তিই

হিসাবের সমস্ত টাকার অধিকারী হয়। এই সুবিধার জন্য অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া এরূপ হিসাব খোলা হয়।

(ঙ) **লিমিটেড্ কোম্পানীর হিসাব**—কোন কোম্পানীর নামে হিসাব খোলার পূর্ব্বে উহার মেমোর‍্যাণ্ডাম ও আর্টিকেল্স্ অব্ এসোসিয়েশন (উদ্দেশ্য ও পরিচালনার পদ্ধতি) দেখার প্রয়োজন। কিরূপে ও কাহাদ্বারা কোম্পানীর হিসাবে চেক্ কাটা হইবে এবং কোম্পানীর নিয়ম অনুযায়ী ধারকর্জ্জ লইবার কি ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাও জানা প্রয়োজন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা হিসাব খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়া উহা সভাপতির ও সেক্রেটারীর সহিযুক্ত হইয়া ব্যাঙ্কে পৌঁছিলে তবে ব্যাঙ্ক এরূপ হিসাব খুলিবে।

(চ) **নাবালকের হিসাব**—ব্যাঙ্কের দিক হইতে নাবালকের নামে হিসাব না খোলাই ভাল; তবে নাবালকের নামে জমার হিসাব (credit balance) থাকিলে ঐ টাকার লেনদেনে লোকসানের কোন ভয় নাই। তবেনাবালককে কর্জ্জ বা ওভারড্রাফ্ট্ দিলে তাহা আইন অনুযায়ী আদায় করা যায় না। নাবালক প্রতিনিধিরূপে (এজেণ্ট হিসাবে) কার্য্য করিতে আইনত কোন দোষ হয় না, তবে মালিকের (Principal) দেওয়া ক্ষমতার মধ্যেই তাহার কাজ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(ছ) **বিবাহিতা স্ত্রীলোকের হিসাব**—বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণও নিজ নামে চল্তি হিসাব খুলিতে পারে। এইরূপ হিসাবের টাকা স্ত্রী-ধন বলিয়াই গণ্য হইবে। অবশ্য এরূপ হিসাবে কর্জ্জ দিলে স্বামীর সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় করা চলে না। বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যবসায়ের অংশীদারও হইতে পারে এবং এই সম্পর্কে নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। ব্যাঙ্কে স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হিসাব থাকিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে এক হিসাবের পাওনা অপর হিসাবের জমা হইতে মিটান চলে না।

কারণ আইনের চোখে দুইটী হিসাব সম্পূর্ণভাবে দুইজন পৃথক ব্যক্তির।

(জ) **উন্মাদের হিসাব**—হঠাৎ যদি খবর পাওয়া যায় কোন গ্রাহক পাগল হইয়াছে তবে তাহার কাটা চেক্ ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। অবশ্য যখন কোর্ট হইতে তাহাকে উন্মাদ সাব্যস্ত করা হয় এবং তাহার সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিযুক্ত করা হয় তখন তাহার কাটা চেক্ অগ্রাহ্য করিতে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মাদ গ্রাহকের কোন আত্মীয় নিজে দায়িত্ব লইলে এবং দুইজন ডাক্তার উক্ত ব্যক্তি পাগল হইয়াছে বলিয়া আইনসম্মতভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করিলে কোর্টের আদেশ ব্যতীতই ব্যাঙ্ক কার্য্য করিতে পারে। তবে এই বিষয়ে উন্মাদের আত্মীয়কে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত গ্যারান্টি দিতে হইবে।

(ঝ) **এজেণ্টের হিসাব**—মালিকের নির্দ্দেশ মত ব্যাঙ্ক তাহার চল্‌তি হিসাবে এজেণ্টের স্বাক্ষরিত চেক্ গ্রহণ করিতে পারে, তবে স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলে ওভারড্রাফ্‌ট্ (কর্জ্জ) দেওয়া উচিত নহে এবং দিলে মালিককে দায়ী করা যায় না। অনেক সময় এজেণ্ট 'পার প্রো' (per procuration) অর্থাৎ অর্পিত ক্ষমতার বলে মালিকের পক্ষে সহি করে, যথা—

P. P. John Co.
Thomas Smith.

কিন্তু মালিকের লিখিত এবং স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলে এজেণ্ট (মালিকের কাজের জন্য) অপরকে তাহার পক্ষে এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারে না। তবে এজেণ্টের এরূপ ক্ষমতা থাকিলে সে তাহার এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারে, যথা—

Per Pro Bholanath Dutta & Sons Ltd
Per Pro S. N. Ghosh
Robin Law

অবশ্য মালিকের মৃত্যু হইলে অথবা মালিক দেউলিয়া বা উন্মাদ হইলে এজেণ্টের ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল হয়। উন্মাদ সম্পর্কে কোর্টের নির্দ্দেশ থাকা দরকার। অনেক সময় মালিক দূরদেশে গেলে অন্য কোন কারণে পাওয়ার-অব্-এটর্ণী (Power-of-attorney) দ্বারা এজেণ্ট নিযুক্ত হয় এবং এজেণ্ট মালিকের পক্ষে চেক্ সই প্রভৃতি নানা কার্য্য করে। এসকল ক্ষেত্রে এজেণ্ট এই ভাবে সই করে, যথা—

—Rammohan Ghosh By his attorney
Harihar Paul

কিন্তু বন্দোবস্ত থাকিলে এজেণ্ট মালিকের নামও সহি করিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে হরিহর পাল নিজের নাম সহি না করিয়া 'রামমোহন ঘোষ' সহি করিবে।

(এও) **দেউলিয়ার হিসাব**—ব্যাঙ্ক যখনই জানিতে পারিবে গ্রাহক দেউলিয়া হইয়াছে তখনই তাহার কাটা চেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিবে (must not honour cheques)। দেউলিয়ার সম্পত্তিতে তাহার পাওনাদারগণের অধিকার—তাহার নিজের নহে। এই জন্যই আইনের এরূপ ব্যবস্থা। গ্রাহককে দেউলিয়া জানিয়াও যদি ব্যাঙ্ক নিজের হাতের গ্রাহকের টাকা অপর কাহাকেও দেয় তবে ব্যাঙ্কের নিজের পাওনার দাবীও পরে নষ্ট হয়। সমস্ত ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী হয়।

জমা করিবার বহি

ব্যাঙ্ক গ্রাহকগণকে টাকা ও চেক জমা করিবার জন্য বিনামূল্যে বহি (paying in-slip) দিয়া থাকে। নোট ও নগদ টাকা প্রভৃতি জমা দিতে হইলে উহাদের সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হয়। প্রত্যেক পাতায় দুইটি অংশ আছে—এক অংশে ছাপ দিয়া সহি করিয়া

ব্যাঙ্ক-ক্যাশিয়ার বই ফেরত দেয় ; ইহাই গ্রাহকের রসিদ (কাঁচা) বলিয়া গণ্য হয় এবং পাতার অপর অংশ ছিঁড়িয়া রাখা হয় ও ইহা হইতে মূল বই 'লেজারে' জমার অঙ্কে উঠে। ক্যাশ্ এবং চেক্ জমাবইএর পৃথক পৃথক পাতায় লিখিয়া জমা দিতে হয়। কোন কোন ব্যাঙ্কে এই উদ্দেশ্যে পৃথক বইয়ের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপর চেক্ জমা দিলে বিভিন্ন পাতা ব্যবহার করা উচিত। ভিন্ন স্থানের উপর (যথা মফঃস্বল) চেক্ জমা দিলেও পৃথক পৃথক পাতা ব্যবহার করার নিয়ম। নগদ জমা দিলে তখনই হিসাবে জমা পড়ে। স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক্ জমা দিলে উক্ত চেক্ আদায়ের পরে (আর ক্লিয়ারিং চেক্ হইলে ক্লিয়ারিং আদায়ের পরে) এবং ভিন্ন স্থানের চেক জমা দিলে উক্ত চেক আদায় হওয়ার খবর (advice) আসিলে তবে হিসাবে জমা পড়ে।

চেক্ বই

জমা পুস্তকের স্লিপের সাহায্যে যেরূপ টাকা জমা দিতে হয় সেইরূপ আবার চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে হয় বা অপরকে দিতে হয়। চেক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, পরে বলা যাইবে। চেক বহি ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে গ্রাহকগণকে সরবরাহ করিয়া থাকে।

চলতি হিসাবের সুদ ইত্যাদি

অধিকাংশ বড় ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে সুদ দেওয়া হয় না বা নামমাত্র দেওয়া হয়, তাহাও আবার দৈনিক জমা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উর্দ্ধে হইলে। ছোট ব্যাঙ্কগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদ কমাইতে থাকে। তাহা ছাড়া প্রতি ছয় মাসে ব্যাঙ্কের হাত খরচা (incidental charges) আদায়ের জন্য দুই-এক টাকা কাটিয়া লইবার প্রথাও আছে। কোন কোন ব্যাঙ্ক আবার প্রতিদিনের জমার টাকা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার

নীচে গেলে (যথা ৫০০৲ বা ৩০০৲) সেই মাসের জন্য বেশী খরচা (incidental charges) আদায় করে। ইহা সত্ত্বেও চল্‌তি হিসাব রাখিবার সুবিধা অনেক। চেক্ দ্বারা পাওনাদারকে টাকা দেওয়া, দেনদারের চেক্ আদায়, হুণ্ডী আদায়, মফঃস্বলের হুণ্ডী, বিল প্রভৃতি আদায়, কোম্পানীর কাগজের সুদ, শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় প্রভৃতি এত সুবিধা থাকার দরুণ সাধারণ লোক হইতে বড় বড় ব্যবসায়ী সকলেরই এইরূপ হিসাব রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন। একালের ব্যবসায় চল্‌তি হিসাব ও চেক্ ছাড়া চলে না। চল্‌তি হিসাবের চেকের আদান-প্রদানের ক্লিয়ারিং এর সাহায্যে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোটী কোটী টাকার লেনদেন হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চেক্

গ্রাহক ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া চল্‌তি হিসাব খুলিবার জন্য প্রথমে পায় একখানি জমা দিবার বহি (paying-in-book), দ্বিতীয়তঃ টাকা জমা পড়িলে একখানি পাস বই দেওয়া হয়। গ্রাহকের যে হিসাব ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় (Ledger) রাখে পাস বই তাহারই নকল মাত্র। তৃতীয়তঃ গ্রাহককে দেওয়া হয় একখানি চেক্ বই যাহা দ্বারা তাহাকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে হয় অথবা যাহার সাহায্যে তাহার অপর কাহাকেও টাকা দেওয়া চলে। চেকের প্রত্যেক পাতায় একখানা

IMPERIAL BANK OF INDIA
CONSTITUTED 1921 AMALGAMATING THE THREE PRESIDENCY BANKS

No. 1091 Calcutta 15th aug. 1947

Imperial Bank of India.

CALCUTTA

Pay to Mr. R. C. Ghose or Order

Rupees One hundred annas eight only

Rs. 100=8=0

M.N.Basu

[ব্যাঙ্কের কথা—৫১ পৃষ্ঠা]

কাউণ্টার ফয়েল থাকে যাহাতে চেকে লিখিত বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে টুকিয়া রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে তাহা হইতে কাহাকে, কবে, কত দেওয়া হইয়াছে জানা যায়।

ব্যাঙ্ক নিজেদের ছাপা চেক্ ব্যতীত টাকা তুলিতে দেয় না যদিও আইনমতে ব্যাঙ্কের ছাপা চেক্ ফর্ম্ম ব্যতীত অন্য কাগজে চেক্ কাটা যাইতে পারে। তবে এইরূপ প্রথা বিপজ্জনক বলিয়া গ্রাহকগণ ব্যাঙ্কের চেকই ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান নিজেদের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের সহিত পূর্ব্ববন্দোবস্ত মত নিজেদের ছাপা চেক্ বই ব্যবহার করে। ব্যাঙ্কগুলি চেক্ ছাপাইবার সময় আকারে ও রংএ নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। এজন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের চেক্ দেখিতে প্রায়ই বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে যদিও ছক্ (form) একই প্রকারের। সাধারণেরও ইহাতে সুবিধাই হইয়া থাকে।

এককালে চেকে এক আনার টিকিট লাগিত ১৯২৭ সালের ভারতীয় ফাইনান্স আইনের ৫ম ধারা অনুযায়ী ইহা উঠিয়া গিয়াছে, এখন আর ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। ভারতবর্ষে চেকের বহুল প্রচলনের ইহাও অন্যতম কারণ।

এইবার ছবিতে চেক্‌খানি দেখুন। চেক্ কাটিয়াছেন এম্ এন্ বসু। ইনি হইলেন 'আদেষ্টা' বা ড্রয়ার (Drawer) অর্থাৎ ইনিই ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে আদেশ করিতেছেন। ব্যাঙ্ক এস্থলে 'আদিষ্ট' বা 'ড্রয়ী' (Drawee) অর্থাৎ কিনা ইহার উপর টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হইতেছে। টাকা দিতে বলা হইয়াছে আর, সি, ঘোষকে সুতরাং ইনি হইতেছেন 'প্রাপক' বা 'পেয়ী' (Payee)। চেকে লেখা হইয়াছে 'পে আর, সি, ঘোষ অর্ অর্ডার' সুতরাং আর, সি, ঘোষের পিছসই (Endorsement) ব্যতীত এই চেকের টাকা দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। যখন আর, সি, ঘোষ

চেকের পিছনে নিজের নাম সহি করিবেন তখন তিনি 'পিছসইকারী' (Endorser) হইবেন। প্রাপকের নামের পর যদি 'অর্ অর্ডার' না থাকিয়া 'অর্ বেয়ারার' থাকিত তাহা হইলে যে কোন লোকই বাহক হিসাবে উপস্থিত হইয়া চেকের লিখিত টাকা পাইবার অধিকারী হইত এবং চেক্‌খানিকে 'বেয়ারার্ চেক্' বা 'বাহক দেয়' চেক্ বলা হইত। যদি ভুয়া কোন নামের প্রাপক হয় যথা 'গবুচন্দ্র' বা 'হবুচন্দ্র' বা 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' তাহা হইলে চেক্‌খানিকে 'বাহক দেয়' চেক বলিয়া ধরা হয়। আবার 'রেণ্ট', 'গুড্‌স্', 'ওয়েজেস্' ইত্যাদি শব্দ প্রাপকের স্থানে থাকিলেও চেক্‌কে 'বাহক দেয়' ধরা হয়। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাঙ্ক আদেষ্টাকেই প্রাপক ধরিয়া লইয়া তাহার পিছসই গ্রহণ করে। আবার 'Income Tax', 'Municipal Rate'-এর নামে চেক্ থাকিলে উহা অর্ডারি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং উপযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পিছসহি থাকিলে চেকের টাকা দেওয়া হয়। চেকের 'অর বেয়ারার' কাটিয়া দিলেও উহাকে 'অর্ডারি' চেক্ বলিয়া ধরা হয় আর 'অর্ডার' লেখার প্রয়োজন হয় না। যে কেহ বেয়ারার চেক্‌কে অর্ডারি করিতে পারে কিন্তু অর্ডারি চেক্‌কে বেয়ারার করিবার অধিকার কেবলমাত্র আদেষ্টার। এস্থলে আদেষ্টাকে অর্ডার কাটিয়া 'বেয়ারার' লিখিয়া নমুনা অনুযায়ী সহি দিতে হয় তবে ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য হয়।

চেকের তারিখ

চেকের তারিখ দেওয়ার প্রয়োজন আছে, তবে ছুটির দিনের তারিখ পড়িলে ক্ষতি নাই। ভবিষ্যতের কোন এক তারিখও থাকিতে পারে তবে ঐ তারিখের পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া যায় না, ঐ তারিখের পূর্ব্বে চেক্ ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলে ব্যাঙ্ক "post dated" বলিয়া উহা

ফিরাইয়া দিবে। যদি ভুলক্রমে ব্যাঙ্ক ঐ চেকে টাকা দেয় তাহা হইলেও গ্রাহকের হিসাবে চেকে লিখিত তারিখের পূর্ব্বে খরচ লিখিবার আইনতঃ অধিকার ব্যাঙ্কের নাই। যদি আদেষ্টা তারিখ না দিয়াই চেক্ হস্তান্তরিত করে তবে যাহার হাতে আইনগ্রাহ্যভাবে চেক্ পড়িয়াছে এরূপ যে-কেহ তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্যিকার তারিখ বসাইতে পারে এবং তাহা আইনতঃ সিদ্ধ। চেকের তারিখের পর ছয় মাস অতীত হইলে সে চেক্ অচল বা out of date।

পিছসই

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্ডারি চেকে পিছসই-এর প্রয়োজন। কিন্তু আইন এ সম্বন্ধে আর কিছু বলে না। পিছসই কিরূপ হইবে এ সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক কতগুলি রীতি মানিয়া চলে এবং ঐ সকলের ব্যতিক্রম হইলে চেক্ ফেরত দেয়। কোন অর্ডারি চেকের পিছনে প্রাপক সহি দেওয়ার পর উহাকে বেয়ারার চেক্ বিবেচনা করা হয় এবং পিছসইকে endorsement in blank বলা হয়। কিন্তু যাহার হাতে চেক্ পড়ে সে ব্যক্তি পিছসই-এর উপরে কোন নাম লিখিয়া তাহার পর 'অর্ অর্ডার' যোগ করিয়া দিলেই আবার চেক অর্ডারি হইয়া গেল। ইহাকে বলা হয় special endorsement। অতঃপর দ্বিতীয় প্রাপকের পিছসই ব্যতীত চেকের টাকা দেওয়া হয় না। এইরূপে অর্ডারি চেকের একাধিক প্রাপক থাকিতে পারে এবং একাধিক পিছসই-এর প্রয়োজন হয়। চেকের পিছনে যে কেহ সই দেয় সে-ই চেকের পরবর্ত্তী প্রাপক-মালিকের বা ধারকের (Holder) নিকট চেকের টাকার জন্য আইনতঃ দায়ী থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত দায়িত্বও এড়াইয়া চলা সম্ভব, যদি পিছসইকারী সই-এর পর "without recourse" কথা লিখিয়া দেয়।

অবশ্য এরূপ পিছসই প্রায়ই দেখা যায় না। যে ক্ষেত্রে পিছসইকারী অপর কাহারও এজেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী পিছসইকারীর পক্ষ হইয়া পরবর্ত্তী প্রাপকের নামে চেক্ সহি করিয়া দেয় সেই স্থলেই এইরূপ পিছসই দিতে দেখা যায়। এরূপ পিছসই-এর বেলাও যদি কোন পূর্ব্ব পিছসই না থাকে তবে দায়িত্ব এড়ান যায় না।

আবার কোন নূতন প্রাপকের নামের শেষে only কথা লিখিলে আর সে চেক্ হস্তান্তরিত হইতে পারে না, ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র সেই প্রাপককে চেকের টাকা দিতেই বাধ্য হয়। ইহাকে restrictive endorsement বলা হয়।

পেন্সিলে পিছসই আইনতঃ অশুদ্ধ হয় না কিন্তু পেন্সিলের দাগ উঠিয়া যাইতে পারে বলিয়া কোন ব্যাঙ্ক এরূপ সহি স্বীকার করে না।

রকমারি পিছসই

পিছসই-এর নিয়মগুলি জনসাধারণ ও ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সকলেরই বিশেষ ভাবে জানার প্রয়োজন কারণ ইহা জানা না থাকিলে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়। পিছসই-এর খুব সাধারণ নিয়ম এই যে প্রাপকের নাম যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়া (spelling) লেখা হইবে সেইরূপ পিছসই দিতে হইবে। এরূপ না করিলে ব্যাঙ্ক পিছসই ভুল (irregular) বলিয়া চেক্ ফেরত দিবে। যথা—যদি প্রাপকের নাম লেখা থাকে J. N. Ghosh তবে J.N. Ghose পিছসই করা চলিবে না, 'Ghosh' এইরূপ লিখিতে হইবে। তবে প্রাপক যদি সাধারণতঃ 'e' দ্বারা ঘোষ লেখেন তবে চেকের লেখা অনুযায়ী পিছসই করিয়া তাহার নীচে 'J. N. Ghose লিখিতে পারেন। কিন্তু প্রাপকের নাম 'ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ বসু' লেখা থাকিলে হুবহু ঐরূপ পিছসই দিলে তাহা অশুদ্ধ হইবে। অক্ষর মিলাইয়া কেবলমাত্র দেবেন্দ্র নাথ বসু সই

করিতে হইবে তবে নাম সই-এর পরে ডাক্তারী উপাধি যোগ করিলে চলিবে—যথা দেবেন্দ্র নাথ বসু 'এম, বি'। ক্যাপ্টেন এন্ সরকার হুবহু এরূপ সহি করিলে অচল কিন্তু এন্ সরকার নিজ নাম সই-এর পরে 'ক্যাপ্টেন' যোগ করিলে তাহা গ্রাহ্য হয়। ইংরেজি নামের খাতির একটু বেশী। প্রাপকের নাম R. H. White হইলে পিছসই Richard H. White বা R. Henry White বা Richard Henry White যে-কোনটাই চলিবে। রবার ষ্ট্যাম্প দ্বারা পিছসই গ্রাহ্য হয় না কারণ ষ্ট্যাম্প আসল লোক দিয়াছে কি না তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে যে ব্যাঙ্ক আদায়কারী হিসাবে অপর ব্যাঙ্কে চেক্ উপস্থাপিত করে সেই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিলে চেকের টাকা দেওয়া হয়। নিরক্ষর লোক পিছসই-এর বদলে × এইরূপ একটা দাগ কাটিলে এবং উহাতে ব্যাঙ্কের বা উহার জানিত লোক সাক্ষী হইলে তবে টাকা পাওয়া যায়। কোন মৃত ব্যক্তির নামে চেক্ কাটা হইলে তাহার ষ্টেটের একজিকিউটরগণ (অছি) পিছসই দিয়া চেকের টাকা পাইতে পারে। একজিকিউটরগণের যে কেহ সকল একজিকিউটরের পক্ষ হইয়া পিছসই দিতে আইনতঃ অধিকারী এবং এইরূপ পিছসই ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু ট্রাষ্টিগণের বেলা সকল ট্রাষ্টি মিলিয়া পিছসই দিতে হয় নতুবা চেকের টাকা দেওয়া হয় না।

কোন লিমিটেড কোম্পানী চেকের প্রাপক হইলে সেই কোম্পানীর উপযুক্ত কোন কর্ম্মচারী কোম্পানীর পক্ষে পিছসই দিলে তাহা গ্রহণীয়, যথা প্রাপকের নাম New India Book Co. Ltd. সই হইবে

For New India Book Co. Ltd.
R. Smith.
Manager.

দুইজন প্রাপক হইলে উভয়কেই সই দিতে হইবে। যথা—প্রাপকের নাম Messrs Bose পিছসই হইবে S. Bose and M. Bose (এক হাতের লেখায়) অথবা S. Bose M. Bose (বিভিন্ন হাতের লেখায়)।

কোন ক্লাবের বা স্কুলের নাম প্রাপকের স্থানে থাকিলে লিমিটেড কোম্পানীর যেরূপ উপযুক্ত কর্ম্মচারীর পিছসই হয় সেইরূপই হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের নামে সই হইলে এইরূপ হইবে। প্রাপক Mrs. Sen হইলে পিছসই হইবে Lina Sen (wife of M. Sen)। প্রাপক Miss Hena Biswas বিবাহিত হওয়ার পর কুমারী নামে চেক্ পাইলে পিছসই দিবেন Hena Roy (*nee* Biswas)।

কোন লিমিটেড্ কোম্পানী লিকুইডেসনে গেলে কোম্পানীর নামের চেক্ উহার লিকুইডেটর কোম্পানীর পক্ষে পিছসই দিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। যথা—

For Oriental Trading Co. Ltd.
(in liquidation)
M. K. Sen
Liquidator.

কোন প্রাপকের পক্ষে কেহ procuration পিছসই দিলে ব্যাঙ্ক দলিল না দেখিয়া তাহা গ্রাহ্য করিতে চাহে না। অপর কোন ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিলে এইরূপ পিছসই গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্টের বেলা যাহার নামে ওয়ারেণ্ট তাহাকেই সই করিতে হইবে, অপরের সই চলিবে না। তবে একাধিক নামে ওয়ারেণ্ট থাকিলে প্রথম ব্যক্তির সইএ চলিবে।

দেশীয় ভাষায় পিছসই

আমরা পরাধীন জাতি ছিলাম বলিয়া ব্যবসাক্ষেত্রেও আমাদের অনেক অসুবিধা ছিল এবং এখনও আছে। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ায়

এবং দেশীয় লোকের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি বাড়ায় এ অসুবিধা অদূর ভবিষ্যতে দূর হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কোন চেকে দেশী ভাষায় 'শ্রী' বা 'শ্রীযুক্তের' সহিত নাম লেখা থাকিলে নামের সই 'শ্রী' বা 'শ্রীযুক্ত' বা স্ত্রীলোকের বেলা 'শ্রীমতী' সই করা চলিবে না। স্ত্রীলোকের বাংলা পিছসই কোন বিলাতি ব্যাঙ্ক এমন কি বড় দেশী ব্যাঙ্কও কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের মোহর দিয়া সাক্ষী না হইলে গ্রহণ করে না, অথচ বাঙ্গালী মেয়েরা ইংরেজিতে পিছসই দিলে তাহা নিরাপত্তিতে গ্রাহ্য হয়। আজকাল অনেক বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক প্রাপকের হইয়া পরিচিত মেয়ে গ্রাহকের পিছসই গ্যারাণ্টি দিয়া থাকে এবং টাকা আদায়ে সাহায্য করে কিন্তু ইহাতেও প্রমাণ হয় না যে বাঙ্গালী মেয়ের বাংলা সই-এর কোন মান বাড়িয়াছে। যাহা হউক ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং চেকেও মেয়েদের ইংরেজি সই-এর বহুল প্রচলন দরুণ বাংলানবীশ মেয়েদের যে অদূর ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে এরূপ মনে হয় না। তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করার দরুণ এবং সরকারী কাগজপত্রে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হওয়ায় সকল দিকের হাওয়া বদলাইয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

দেশী ভাষায় পিছসই সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, ইংরেজিতে প্রাপকের নাম লেখা থাকিলে উহা অক্ষর ধরিয়া ভাষান্তরিত করিলে যে বর্ণবিন্যাস দাঁড়ায় সেইরূপ পিছসই গ্রাহ্য হইবে। অবশ্য যদি অজ্ঞাত কোন ভাষায় পিছসই হয় (যথা চীনা, জাপানী) তবে ব্যাঙ্ক "পিছসই পড়া যায় না" (Illegible) বলিয়া চেক্ ফেরত দিবে।

চেকের টাকার অঙ্ক

চেকের দেয় টাকা দুইবার লিখিত হয় একবার অক্ষরে ও একবার অঙ্কে। যদি এই দুই লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকে তবে ব্যাঙ্ক আইনতঃ অক্ষরে লিখিত টাকা প্রাপককে দিতে পারে, তবে ব্যাঙ্কের সাধারণ চলতি নিয়ম অনুযায়ী টাকা অক্ষর ও অঙ্কে দুই রকম লিখিত হইয়াছে বলিয়া চেক্ ফেরত দেওয়া হয়।

চেকের ক্রসিং

চেকের উপরের দিকে যে কোন স্থানে দুইটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া দিলেই ইহাকে 'ক্রস' করা হইল। অনেক সময় দুই লাইনের মধ্যে '& Co' কথাটা লেখা হয় কিন্তু ইহা না থাকিলেও সমান্তরাল লাইন দুইটিই ক্রসিং-এর পক্ষে যথেষ্ট।

ব্যাঙ্ক ক্রস-করা চেকের টাকা প্রাপককে নগদ দেয় না, ইহা কোন ব্যাঙ্কের মারফত পাইতে হয় অর্থাৎ ক্রস-করা চেকের টাকা এক ব্যাঙ্ক অন্য এক ব্যাঙ্ককে প্রদান করে। এইরূপ কোন চেকের টাকা কোন প্রাপককে নগদ দিলে তজ্জনিত লোকসানের জন্য ব্যাঙ্ক আইনতঃ দায়ী হয়। তবে এক ব্যাঙ্ক অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রাপকের পক্ষে ব্যাঙ্কার হিসাবে নগদ টাকা গ্রহণ করিলে তাহা রীতিসঙ্গত হইবে। ক্রস-করা চেক্ 'বাহক দেয়' হইলে পিছসই-এর দরকার হয় না কিন্তু অর্ডারি হইলে পিছসই-এর প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ক্রসিং-এর মধ্যে a/c Payee only অর্থাৎ 'কেবল প্রাপকের হিসাবে দেয়' এই কথাটী লেখা থাকে। এরূপ স্থলে আদিষ্ট ব্যাঙ্ক ঐ টাকা দিবার পূর্ব্বে দেখিতে চায় যে আদায়কারী ব্যাঙ্ক

প্রাপকের হিসাবে টাকা জমা করিয়াছে। আদায়কারী ব্যাঙ্ক 'Credited Payee's account' অর্থাৎ 'প্রাপকের হিসাবে জমা পড়িয়াছে' এরূপ গ্যারাণ্টি দিলে তবে চেক্ পাস হয়।

কোন কোন সময় ক্রসিং-এর ভিতরে 'Not Negotiable' অর্থাৎ 'অসম্প্রদেয়' এই কথাটী লিখিয়া দেওয়া হয়। ইহার অর্থ এই যে চেক্ হস্তান্তরিত হইবে না তাহা নহে কিন্তু 'সম্প্রদেয় থাকিবে না' অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে চেক্ অন্য হাতে যাইবে তিনি হস্তান্তরকারীর স্বত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বত্বের অধিকারী হইবেন না। এই জন্যই এইরূপ চেকের চলাচলের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ। পরিচিত লোকের নিকট হইতেই এইরূপ চেক্ গ্রহণ করিতে হয়। ব্যাঙ্কও এই সকল চেকের টাকা আদায় করিবার পূর্ব্বে হুসিয়ার হইয়া থাকে।

আবার ক্রসিং-এর মধ্যে কোন একটী ব্যাঙ্কের নাম লিখিয়া দিলে সেই ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর কোন ব্যাঙ্ক সেই চেকের টাকা আদায় করিতে পারে না। গ্রাহক ব্যাঙ্কে চেক্ জমা দিলে টাকা আদায়ের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের প্রথম কার্য্যই হইল নিজ নামে ক্রস করা। যদি কোন কারণে চেক্ দুইটি ব্যাঙ্ক দ্বারা ক্রস করা হয় তবে উহার টাকা দেওয়া হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা ক্রসিং রীতিমত লিখিত ভাবে বাতিল না করা হয়। তবে যদি দুইটি ব্যাঙ্কের মধ্যে একটী অপর ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে কার্য্য করে তবে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ককে টাকা দেওয়া হয়।

আদেষ্টা নিজে নমুনামত সহি করিয়া ক্রসিং বাতিল করিলে ব্যাঙ্ক ঐ চেকের টাকা প্রাপককে নগদ দিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে চেক্ অপহরণকারী আদেষ্টার নাম জাল করিয়া ক্রসিং বাতিল করিয়া টাকা নগদ লইয়া গিয়াছে। সুতরাং একবার ক্রস করা চেক্ আবার ক্রস-শূন্য করার পর নগদ টাকা দেওয়ার ব্যাপারেও

ব্যাঙ্কের বিপদের সম্ভাবনা আছে। ক্রসিং বাতিল করার অধিকার এক-মাত্র আদেষ্টার আছে, আর কাহারও নাই। ব্যাঙ্ক নিজ নামে চেক্ ক্রস করিলে তাহা বাতিল করার অধিকার সেই ব্যাঙ্কের, অপর কাহারও নহে।

চেক্ প্রত্যাহার

চেক্ রীতিমতভাবে লিখিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দিলে সেই স্থান হইতে ইহা কেহ চুরি করিয়া লইলে চোরের আইনতঃ সেই চেকে কোন ন্যায্য অধিকার জন্মে না। চেক্ চুরি হইলে বা হারাইয়া গেলে আদেষ্টার প্রথম কার্য্যই হইতেছে, চেকের টাকা যাহাতে না দেওয়া হয়, আদিষ্ট ব্যাঙ্কে লিখিয়া তাহার ব্যবস্থা করা। এইরূপ প্রত্যাহার-পত্রে চেকের টাকার পরিমাণ, প্রাপকের নাম. চেক্ নম্বর প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যাঙ্ককে জানাইতে হয়। এইরূপ চিঠি পাইলেই ব্যাঙ্ক গ্রাহকের হিসাবের পাতায় 'stop payment' শীর্ষক রঙীন্ কাগজে সমস্ত জ্ঞাতব্য লিখিয়া রাখিয়া যাহাতে ঐ চেক্ না ভাঙ্গান যায় সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে। গ্রাহকের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও অসাবধানতায় প্রত্যাহৃত চেকের টাকা প্রদান করিলে ব্যাঙ্ককে লোকসান দিতে হয়। বলা বাহুল্য একমাত্র গ্রাহকই (আদেষ্টা) চেক্ প্রত্যাহার করিতে পারে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপক চেক্ হারাইয়া ফেলিলে এবং ঐ সংবাদ ব্যাঙ্কে প্রদান করিলে ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দেওয়া স্থগিত রাখে এবং এই বিষয়ে আদেষ্টার নিকট হইতে শীঘ্র 'চেক্ প্রত্যাহার পত্র' আনিতে বলে। অবস্থাবিশেষে আদেষ্টার টেলিফোন বা টেলিগ্রাফিক নির্দ্দেশের উপরেও চেকের টাকা দেওয়া বন্ধ করা হয়; তবে যত শীঘ্র সম্ভব এই নির্দ্দেশ আদেষ্টা কর্ত্তৃক লিখিতভাবে সমর্থিত হওয়ার প্রয়োজন।

হারান চেক্

কোন চেক্ হারাইয়া গেলে উহার যে কোন প্রাপক্ আদেষ্টার নিকট হইতে উহার 'ডুপ্লিকেট' দাবী করিতে পারে। এক্ষেত্রে আদেষ্টা প্রাপকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের লিখিত অঙ্গীকার (letter of indemnity) চাহিলে তাহা দিতে হইবে। যদি কোন চেক্ সত্যসত্যই চুরি যায় এবং কেহ মূল্য দিয়া (for consideration) সেই চেকের প্রাপক-স্থানীয় হয় (holder in due course) এবং এরূপ চেকে যদি 'অসম্প্রদেয়' বা Not Negotiable কথা লিখিয়া ক্রস করা না হইয়া থাকে তবে শেষোক্ত প্রাপক আদেষ্টাকে চেকের টাকা দেওয়া সম্পর্কে রদ্ করার আদেশকে বাতিলের জন্য বাধ্য করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আদেষ্টা দ্বিতীয় বার (duplicate) চেক্ দিয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ পত্রের বলে টাকা উদ্ধার করিবে অথবা চোরকে খুঁজিয়া বাহির করিবে কিন্তু সত্যিকার প্রাপকের অধিকার আইনতঃ অস্বীকার করিতে বা এড়াইয়া চলিতে পারিবে না।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, চেক্ সম্পর্কে অসম্প্রদেয় ক্রসিং-এর (Not negotiable crossing) মূল্য ও সাবধানতার প্রয়োজন কত বেশী।

চেক্ সম্প্রদেয় পত্র (Negotiable Instrument)

কোন প্রাপক বা ধারক (holder) সততার সহিত, সরল বিশ্বাসে এবং অসাধুভাবে হস্তগত হইয়াছে ইহা না জানিয়া, মূল্য দিয়া কোন পত্রের (Instrument) অধিকার প্রাপ্ত হইলে ঐ পত্র তাহার সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এইরূপ পত্রকে সম্প্রদেয় পত্র বলা হয়।

একটা উপমা দেওয়া যাউক। একজন চোর কয়েকখানি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেক্ ও পোষ্টাল অর্ডার চুরি করিয়া এক দোকানদারের নিকট

বেচিয়াছে। কিছুদিন পরে চোরাই চেক্‌গুলি ও পোষ্টাল অর্ডারগুলি ধরা পড়িল। ব্যাঙ্কের চেক্‌গুলি 'সম্প্রদেয়' বলিয়া, সরল বিশ্বাসে, মূল্যদ্বারা এবং চোরাই মাল না জানিয়া গ্রহণ করার জন্য এগুলিতে দোকানদারের অধিকার বজায় থাকিবে; কিন্তু পোষ্টাল অর্ডারগুলি 'সম্প্রদেয়' নহে বলিয়া চোরের হাত হইতে প্রাপ্ত এগুলির উপর দোকানদারের কোনই স্বত্ব জন্মাইবে না। কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে নির্দ্দোষ ধারক (holder) 'সম্প্রদেয়' পত্রের বেলা চোরের নিকট হইতে পাইয়াও ন্যায্য অধিকারী, অথচ 'অসম্প্রদেয়' পত্রের বেলা নির্দ্দোষ ধারক হইয়াও সে অনধিকারী।

চেক্ সম্প্রদেয় পত্র বলিয়া ইহাতে অসম্প্রদেয় (Not Negotiable) ক্রস না মারিলে নানা বিপদের সম্ভাবনা।

ফেরত (Dishonoured) চেক্

চেক্ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রীতিমতভাবে লেখা বা কাটা না হইলে কিম্বা হিসাবের অন্য কোন গলদ থাকিলে ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দিতে বাধ্য নয়, দিবেও না। ফেরত দিবার সময় ব্যাঙ্ক হইতে ফেরত চেকের গায়ে একটা 'মেমো' বা স্মারক আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই মেমোতে যত কারণে চেক্ ফেরত হইতে পারে সব কারণগুলি ছাপান থাকে। যে কারণে চেকখানি ফেরত দেওয়া হইল সেই সংখ্যক কারণে কালির দাগ দিয়া দেখান হয় কেন ফেরত দেওয়া হইল। মেমোর নীচে অবশ্য ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর সহি থাকে এবং কারণ নির্দ্দেশক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়।

এইবার দেখা যাউক কি কি কারণে চেক্ ফেরত দেওয়া হয় :—

(১) Effects not cleared—অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের নিকট

হইতে চেক্ প্রভৃতি পাইয়া গ্রাহক নিজের হিসাবে জমা দেয়। অবশ্য এক্ষেত্রে চেকের টাকা আদায় হইয়া হিসাবে জমা হইতে কিছু সময় দরকার হয়। আবার সকল ক্ষেত্রে যে এইরূপ চেক্ প্রভৃতি আদায় হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং আদায়ের পূর্ব্বে গ্রাহক নিজের হিসাবে চেক্ কাটিলে উপরোক্তভাবে অর্থাৎ "এখনও আদায় জমা পড়ে নাই" এই বলিয়া চেক্ ফেরত দেওয়া হয়। অবশ্য কোন কোন ব্যাঙ্ক উক্ত কথার পরে গ্রাহকের মান বাঁচাইবার জন্য please present again অর্থাৎ 'আবার চেক্ পাঠাইবেন' এরূপ লেখেন; কিন্তু ইহা ব্যাঙ্কিং আইন এবং রীতিবিরুদ্ধ। কারণ ব্যাঙ্ক এইরূপ লিখিলেও দ্বিতীয় বার চেক্ আসিলেই যে ঐ চেকের টাকা দেওয়া হইবে এরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া নানা কারণে সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া চেকের টাকা আইনতঃ চাহিবামাত্র বা on demand দেয়—এইরূপ ওয়াদা করা চলে না।

(২) Drawer's signature differs – আদেষ্টার সই মিলিতেছে না। সই না মিলিলে চেক্ আইনতঃ অচল, এবং বিপজ্জনকও হইতে পারে যদি জাল হয়।

(৩) Payee's endorsement required—প্রাপকের পিছসই দরকার। অর্ডারি চেকে প্রাপকের সই না দিলে আইনতঃ অচল।

(৪) Payee's endorsement irregular, incomplete, illegible—প্রাপকের পিছসই-এ ভুল থাকিলে এই কারণ দেওয়া হয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টি দিয়া চেক্ পুনরায় পাঠাইলে উহা গ্রাহ্য হয়।

(৫) Alteration in figures / date / words requires drawer's usual signature—চেকের টাকার অঙ্কে, তারিখে বা অন্যান্য

লেখায় কোন কাটাকুটি করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে তাহাতে আদেষ্টাকে ব্যাঙ্কে রক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সই দিতে হয় নতুবা চেক্ ফেরত হয়।

(৬) Refer to drawer—টাকা না থাকিলে প্রাপককে আদেষ্টার নিকট যাইতে বলা হয়। ফেরতের কারণ দেওয়া নাই বলিয়া ইহার অর্থ সন্ধানী লোক ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রকৃতই ব্যাঙ্কের ভাষা সুরুচিপূর্ণ ও ভদ্র।

(৭) Crossed cheque must be presented through a Bank—ক্রস্ করা চেকে ব্যাঙ্ক মারফত টাকা দেওয়া হয়, নগদ দেওয়া হয় না।

(৮) Amount in words and figures differs—টাকা অক্ষর ও সংখ্যা দ্বারা বিভিন্নভাবে লিখিলে চেক্ ফেরত হয়।

(৯) Cheque is post-dated / mutilated / out of date—যেদিন ব্যাঙ্কে চেক্ উপস্থাপিত করা হয় তাহার পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ ভবিষ্যতের তারিখ (Post-dated) অথবা ছয়মাস আগেকার তারিখ থাকিলে (out of date) কিম্বা চেক্ ছেঁড়া হইলে চেকের টাকা দেওয়া হয় না।

(১০) Not arranged for—হিসাবে টাকা না থাকিলে বা পূর্ব্ব হইতে কর্জ্জ লইবার ব্যবস্থা না করিয়া বেশী টাকার চেক্ কাটিলে এই বলিয়া ফেরৎ দেওয়া হয়।

(১১) Exceeds arrangement—যখন কর্জ্জের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন চেক্ ফেরত দেওয়া হয়।

(১২) Per Pro endorsements require Bank's guarantee—এইরূপ পিছসই-এর জন্য আদায়কারী ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিলে তবে টাকা দেওয়া হয়।

(১৩) Crossed by two Banks—দুই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক দ্বারা চেক্ ক্রস হইলে উহা ফেরত যায়। অবশ্য এক ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের এজেণ্ট হিসাবে কার্য্য করিলে এই কারণে চেক্ ফেরত দেওয়া হয় না।

(১৪) Full cover not received—হিসাবে টাকা কম পড়িলে এই বলিয়া ফেরত যায়, কারণ চেকের আংশিক টাকা দেওয়ার রীতি নাই।

(১৫) Payment stopped by the drawer—আদেষ্টা চেকের টাকা দিতে নিষেধ করিলে এই বলিয়া ফেরত দিতে হয়।

(১৬) Drawers' signature required/incomplete—অনেক সময় আদেষ্টার সই থাকে না বা অসম্পূর্ণ থাকে, তখন এই বলিয়া ফেরত দেওয়া হয়।

(১৭) Cheque should not contain Extraneous Matter—চেকের মধ্যে অনাবশ্যক বা অবান্তর কথা লেখা থাকিলে এই বলিয়া ফেরত দেওয়াই সমীচীন।

(১৮) No advice—কোন শাখা বা এজেণ্টের উপর ড্রাফ্ট্ কাটিলে বা টেলিগ্রাফিক্ ট্রান্সফার পাঠাইলে সঙ্গে সঙ্গে আদিষ্টকে লিখিয়া জানায়। এইরূপ লিখিতভাবে জানানকে Advice বলে। উক্ত পত্র আসিয়া না পৌছিলে এবং পূর্ব্বেই D/D বা T/T টাকার জন্য উপস্থাপিত হইলে এই বলিয়া ফেরত দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত কারণ ঘটিলে ব্যাঙ্ক চেকের টাকা দেওয়া বন্ধ করিবে:—

(ক) আদেষ্টা (Drawer of the Cheque) চেকের টাকা দিতে বারণ করিলে।

(খ) গ্রাহকের মৃত্যু হইলে।

(গ) গ্রাহক দেউলিয়া হইলে।

(ঘ) আইন-সম্মত উপায়ে গ্রাহক উন্মাদ বলিয়া ঘোষিত হইলে।

(ঙ) কোর্ট হইতে গ্রাহকের হিসাবের উপর গার্ণিসি অর্ডার জারি হইলে। কোন পাওনাদার তাহার দাবী টাকার জন্য কোর্টের সাহায্যে এইরূপ হুকুম জারি করাইতে পারে। গ্রাহকের হিসাবে দেনার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী টাকা জমা থাকিলেও ব্যাঙ্ক গার্ণিসি অর্ডার পাওয়া মাত্র হিসাব বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু দুই জনের নামে হিসাব থাকিলে (যথা স্বামী ও স্ত্রী) যদি এক জনের নামের উপর আদালত গার্ণিসি অর্ডার জারি করে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক যুক্ত হিসাব বন্ধ করিতে বাধ্য নয়।

এ সকল ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী গ্রাহকের নামের সকল হিসাব (অবশ্য যে সকল জমার টাকা সেই সময় দেয় হইবে, পরে দেয় হইলে চলিবে না) একটী হিসাব মনে করিয়া ঐগুলির আবশ্যক মত জমা খরচ করিয়া, নিজের পাওনা শোধ করিয়া লইয়া বাকী টাকা কোর্টে জমা দিবে।

চেক্ ফিরাইবার বিপদ

অবশ্য ন্যায্য কারণ থাকিলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকের চেক্ ফিরাইয়া দিতে পারে এবং এ সম্বন্ধে গ্রাহকের কিছু আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু টাকা জমা থাকা সত্ত্বেও বা টাকা জমা দেওয়ার পরে বা চুক্তিমত কর্জ্জ পাইবার সীমার মধ্যে চেক্ কাটিলে অসাবধানতায় গ্রাহকের চেক্ ফিরাইলে ব্যাঙ্ককে মানহানির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইতে পারে। গ্রাহকের পসার রক্ষা বিষয়ে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব খুব বেশী; এজন্য চেক্ ফেরত দিবার ব্যাপারে অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হয় এবং সম্ভব হইলে অনেক সময় গ্রাহককে এই বিষয় জানাইয়া কার্য্য করা হয়।

চেকে জাল সই সন্দেহ হইলে গ্রাহককে প্রায়ই টেলিফোন দ্বারা জানান হয় এবং যাহাতে দোষী ধরা পড়ে সেই বিষয়ে সাহায্য করা হয়। একদিকে গ্রাহকের পসার বা ক্রেডিট্ অন্য দিকে ব্যাঙ্কের নিজের ক্ষতি, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে নিজের কর্ত্তব্য পালন করা সব সময় কিছু সহজ নহে। এই সকল ক্ষেত্রে ভুল করার অর্থই ব্যাঙ্কের নিজের লোকসান। জাল সই-এ টাকা দিলে লোকসান, আবার আসল সইকে সন্দেহে জাল বলিয়া ফেরত দিলে গ্রাহকের মানহানি হয়। জাল পিছসই সম্পর্কেও ব্যাঙ্কের দায়িত্ব কম নহে। চেকের পিছসই-এ ভুল থাকিলেও তাহা ব্যাঙ্কের চোখে না পড়িলে ব্যাঙ্ক কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী হয়। অবশ্য সরল বিশ্বাসে কাজ করার জন্য আইন ব্যাঙ্কের পক্ষে।

চেকের টাকা আদায়

ব্যাঙ্কের একটী সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্য হইতেছে চেকের টাকা আদায় করিয়া গ্রাহকের হিসাবে জমা করা। এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে চেক্ আদায়ের দায়িত্ব কিছু কম নয় যদি তাহাতে জালিয়াতি বা চুরির ব্যাপার থাকে। এই সকল হুসিয়ারির জন্যই অচেনা লোকের নামে চল্‌তি হিসাব খোলা হয় না এবং হিসাব খোলার সময় Introduction বা সুপারিশ-পত্র লওয়া হয়।

সরল বিশ্বাসে (in good faith), কোন গ্রাহকের পক্ষে (on behalf of a customer) এবং কোনরূপ অসাবধান না হইয়া ক্রস্ করা চেকের টাকা আদায় করিলে ব্যাঙ্ক আইনতঃ অনেক বিপদ এড়াইতে পারে। তবে 'ক্রস করা' অবস্থায় চেক্ ব্যাঙ্কে জমা পড়া দরকার।

অবাঞ্ছিত হিসাব

ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে অবাঞ্ছিত হিসাব বন্ধ করিয়া দিতে পারে। অবশ্য গ্রাহককে জানাইয়া দিয়া হিসাব বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কোন কোন ব্যাঙ্ক একেবারে হিসাব বন্ধ করিয়া দিয়া জমা তুলিয়া লইবার জন্য Pay order (পে অর্ডার) পাঠাইয়া দেয় এবং সেই সঙ্গে গ্রাহকের হাতের চেকগুলি ফেরত্ চাহিয়া পাঠায়। আবার কোন কোন ব্যাঙ্ক নূতন জমা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া হিসাবের টাকা তুলিয়া লইতে কিছু সময় দেয়। অবশ্য যে সকল গ্রাহক চেকের অপব্যবহার করে তাহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা হয়; কারণ এই সকল হিসাব চলিতে দেওয়ার অর্থ সাধারণকে প্রতারণা করার সুবিধা দেওয়া। গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করিয়া দিলে তাহাতে গ্রাহকের মানহানি হইবে না, ইহা ১৯৩৭ সালের ২০শে আগষ্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

গ্রাহক ও চেক বই

যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে সেই জন্য চেক্ বই খুব নিরাপদ স্থানে এমন কি বাক্সের মধ্যে তালাচাবি দিয়া রাখা উচিত। চেক্ নিজের হাতেই পূরণ করা উচিত, আর ফাঁকা (blank) চেক্ সই করা বিপজ্জনক। যদি নগদ টাকা দিবার দরকার না থাকে তবে চেক্ ক্রস করিয়া দেওয়া উচিত। ক্রস করা চেকের দেয় টাকা যাহার পকেটেই যাউক হিসাবের সূত্র ধরিয়া বাহির করা চলে, কারণ ব্যাঙ্কের মারফত ব্যতীত টাকা পাইবার উপায় নাই। আবার চেকের ক্রসের মধ্যে not negotiable কথা দুইটা লিখিয়া দিলে কাজ আরও পাকা হয় কারণ এরূপ চেক্ চুরি করিলে চেকের টাকায় চোরের কোন ন্যায্য অধিকার জন্মে না। চোরের নিকট হইতে পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তিও এই চেক্

লইলে ন্যায্য (legal) অধিকারী হয় না। ক্রস করা চেকের বেলা ব্যাঙ্ক হুসিয়ার ত নিশ্চয়ই থাকে, not negotiable হইলে ব্যাঙ্ক আরও হুসিয়ার হইয়া চেকের টাকা আদায় করে বা দেয়। গ্রাহকের অসাবধানভাবে চেক্ লেখার জন্য চেকের টাকা জাল করিয়া কেহ বাড়াইলে সে ক্ষতির জন্য গ্রাহক নিজেই দায়ী হয়, ব্যাঙ্ক দায়ী হয় না—আইনের এরূপ নজীর আছে। সুতরাং চেক্ ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রাহকের দায়িত্বও কিছু কম নহে।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ও চেক্ আদায়

চেকের ক্রস্ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ১৮৮১ সনের নিগোসিয়েব্‌ল্ ইনস্ট্রুমেণ্টস্ আইনের ১২৩ হইতে ১৩১ ধারায় ক্রস্ করা চেক্ সম্বন্ধে অনেক বিধান' আছে। ব্যাঙ্ককর্ম্মচারীর বিশেষভাবে এই সকল জানিবার প্রয়োজন আছে। উক্ত আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন চেকের উপরে কেবলমাত্র দুইটী সমান্তরাল লেখা টানা থাকিলেই উহা ক্রস্ করা হইল। উক্ত দুইটী লাইনের মধ্যে 'য়্যাণ্ড কোং', 'য়্যাণ্ড কোম্পানী' বা 'নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্' লেখা থাকিলে ক্ষতি নাই কিন্তু এরূপ লেখা না থাকিলেও কেবলমাত্র সমান্তরাল দুইটী লাইন দ্বারাই আইনতঃ ক্রস্-চেক্ বলিয়া গণ্য হইবে। কেবলমাত্র দুইটী লাইনের সরল ক্রস্ বা উল্লিখিত কথা সম্বলিত ক্রস্ করা চেক্‌কে 'সাধারণভাবে ক্রস্' (crossed

generally) করা চেক্ বলা হয়। **কেবলমাত্র 'নট নিগোসিয়েব্‌ল্' লিখিলে চেক্ ক্রস্ করা হয় না।**

কিন্তু যদি চেকের উপর কোন ব্যাঙ্কের নাম লেখা হয় তবে এইরূপ ক্রস্‌কে 'বিশেষভাবে ক্রস্' (crossed specially) করা বলা হয়। বিশেষভাবে ক্রস্ করা চেকে 'নট নিগোসিয়েব্‌ল্' কথা লেখা থাকিতে বা না থাকিতেও পারে। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কেবল মাত্র **কোন ব্যাঙ্কের নাম লেখা হইলেই চেক্‌কে ক্রস্ করা (বিশেষভাবে) হইল, আর দুইটী সমান্তরাল লাইন্ টানিবার দরকার নাই।**

নিম্নে নানারূপ ক্রসিং-এর নমুনা দেওয়া গেল—

১

২ য়্যাণ্ড কোম্পানী

৩ য়্যাণ্ড কোং

৪ নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্

৫ নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্
য়্যাণ্ড কোং

৬ নিউ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৭ নিউ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮ নিউ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্

৯ নিউ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্

১০ আদায়ের জন্য
সোনার বাংলা ব্যাঙ্ক কর্তৃক
দক্ষিণ বাংলা ব্যাঙ্কে পাঠান হইল

(১) হইতে (৫) নম্বর পর্য্যন্ত 'সাধারণ ক্রসের' নিদর্শন, (৬) হইতে

(১০) পর্য্যন্ত সবগুলি 'বিশেষ ক্রসের' নমুনা, (৬) এবং (৯) নম্বরের ক্রসে সমান্তরাল লাইন নাই। যেখানে 'নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্' কথা দুইটী লাইনের ভিতরে থাকিবে না সেখানে বাহিরে লাইনের খুব কাছে থাকার প্রয়োজন। (১০) নম্বরের নমুনা হইতে বুঝা যায় যে একটী ব্যাঙ্ক অপর একটী ব্যাঙ্কের মারফত চেক্ আদায়ের জন্য পাঠাইয়াছে। উল্লিখিত নমুনায় কথাগুলি বাংলায় লেখা হইয়াছে কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ইংরেজী কথার প্রচলন তাহা বলাই বাহুল্য।

অনেক সময় চেকের ক্রসে 'a/c Payee', 'a/c Richard John', 'under Rs. 50/-' প্রভৃতি কথা লেখা থাকে। এই সকল কথা ব্যাঙ্কের উপর নির্দ্দেশ বলিয়া গণ্য হয় যদিও ক্রস্ সংক্রান্ত আইনে ইহাদের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই সকল নির্দ্দেশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের লেন-দেন করা উচিত। এই নির্দ্দেশ অমান্য করার দরুণ গ্রাহকের কোন লোকসান হইলে ব্যাঙ্ক আইনের চোখে তজ্জন্য দায়ী হইবে।

ক্রস্ করিবার অধিকারী কে

যিনি চেকের আদেষ্টা (drawer) তিনি অবশ্য সাধারণ বা বিশেষ যে কোন ভাবে চেক্ ক্রস্ করিবার অধিকারী। কিন্তু চেক্ ক্রস্ না করিয়া কাহাকে দিলেও চেকের ধারক বা হোল্ডার সাধারণ বা বিশেষ ভাবে ক্রস্ করিতে পারেন। যে চেক্ সাধারণভাবে ক্রস্ করা থাকে ধারক তাহাও বিশেষভাবে ক্রস্ করিবার অধিকারী। আর চেক্ সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্রস্ করা থাকিলে ধারক 'নট্ নিগোসিয়েব্‌ল্' কথা যোগ করিতে পারেন। চেক্ কোন ব্যাঙ্কের নামে বিশেষভাবে ক্রস করিয়া দিলেও সেই ব্যাঙ্ক তাহার এজেন্ট-ব্যাঙ্কের নামে আদায়ের জন্য আবার বিশেষভাবে ক্রস্ করিয়া দিতে পারে (১২৫ ধারা)।

আদেষ্টা (drawer) ব্যতীত 'ক্রস্' বাতিল করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কেহ ঐরূপ করিলে তাহা আইনতঃ অসিদ্ধ। যে চেকে 'ক্রস্' নষ্ট করা হইয়াছে বা 'নট্ নিগোসিয়েব্ল্' কথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বুঝা যাইবে ব্যাঙ্ক সেইরূপ চেকের টাকা না দিয়া উহা ফেরত দিবে।

ক্রস্ চেকে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব

'সাধারণ' ক্রস্ চেকের টাকা ব্যাঙ্ক অপর এক ব্যাঙ্কের মারফত প্রাপককে দিবে, প্রাপককে সরাসরি নগদ টাকা দিবে না। 'বিশেষ' ক্রস্ চেকের টাকা যে ব্যাঙ্কের নামে চেক ক্রস্ করা হইয়াছে তাহাকে বা তাহার আদায়কারী এজেণ্ট ব্যাঙ্ককে দিবে অপর কাহাকেও নহে (১২৬ ধারা)। যদি একই ব্যাঙ্কে দুইজন গ্রাহকের চল্তি হিসাব থাকে এবং উহাদের একজন অপরকে 'ক্রস্' চেক্ দেয় তাহা হইলেও ঐ চেকের টাকা প্রাপককে (payee) নগদ দেওয়া যায় না। প্রথমে আদেষ্টার হিসাবে খরচ লিখিয়া চেকের টাকার অঙ্ক প্রাপকের হিসাবে জমা করিতে হইবে, পরে প্রাপক আদেষ্টারূপে চেক্ কাটিয়া নিজের হিসাব হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারিবে।

যদি কোন চেক্ দুই ব্যাঙ্কের নামে ক্রস্ করা হয়, এবং উহাদের একটি অপরের আদায়কারী এজেণ্ট না হয়, তাহা হইলে আদিষ্ট (drawee) ব্যাঙ্ক চেকের টাকা ঐ দুই ব্যাঙ্কের কাহাকেও দিবে না (১২৭ ধারা)।

সুতরাং ক্রস চেকের টাকা দেওয়া সম্পর্কে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব যথেষ্ট এবং আইনের বাহিরে কোন কার্য্য করিলে যে কোন প্রকারের ক্ষতি ব্যাঙ্ককে বহন করিতে হয়। অবশ্য আইনে এই বিষয়ে ব্যাঙ্ককে ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবারও বিধান আছে নতুবা ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যবসা চালান সম্ভব হইত না।

ক্রস্ চেকের টাকা দেওয়া সম্পর্কে আইনের কবচ

যদি ব্যাঙ্ক ক্রস করা চেকের টাকা ক্রসের আইন অনুযায়ী অপর ব্যাঙ্কে দেয় এবং ক্রসের মধ্যে কোন নির্দ্দেশ থাকিলে তাহা মানিয়া চলে তবে আইন অনুযায়ী কোন ক্ষতি তাহাতে বর্ত্তায় না। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের কার্য্য সরল বিশ্বাসে (in good faith) এবং সর্ব্বপ্রকার অসাবধানতা-শূন্য হওয়ার প্রয়োজন (without negligence) (১৩১ ধারা)।

ক্রস্ চেকের টাকা আদায়ের দায়িত্ব

ক্রস্ চেক আদায়ের বেলাতেও আইন ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট রক্ষা করে। কিন্তু এই সম্পর্কে ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত হওয়া প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের কার্য্য সরল বিশ্বাসে ও অসাবধানতা-শূন্য হইবে, নতুবা আইন তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না। কেবলমাত্র গ্রাহকের (customer) ক্রস্ চেক আদায়ে ব্যাঙ্ক আইনের সহায়তা পাইবে। **এইজন্য চেক্ ক্রস্ করা অবস্থায় ব্যাঙ্কে পৌঁছান প্রয়োজন;** অবশ্য অচেনা লোকের চেক্ আদায়ের জন্য কোন লোকসান হইলে ব্যাঙ্কের নিজেরই তাহা বহন করিতে হইবে। এইজন্যই ব্যাঙ্ক সেভিংস ব্যাঙ্কের গ্রাহকের হিসাবে নিতান্ত তাহার নিজের নামের চেক্ না হইলে টাকা আদায় করিতে অস্বীকার করে, কারণ চল্‌তি হিসাবের গ্রাহক না হইলে ব্যাঙ্কের মতে কোন ব্যক্তি 'গ্রাহক' পদবাচ্য নহে। কিন্তু আইনের চোখে ব্যাঙ্কের এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় কিনা সন্দেহ, কারণ যে কেহ ব্যাঙ্কে সচরাচর লেন-দেন করে সেই গ্রাহক পদবাচ্য। অবশ্য কোন্ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অসাবধানতা দেখাইয়াছে তাহা ঘটনা বিশেষ না জানিয়া বলা চলে না। এজন্য আদালত বিশেষ অবস্থা বিচার করিয়াই ব্যাঙ্কের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিয়া থাকে।

অসম্প্রদেয় (Not negotiable) ক্রস্‌যুক্ত চেকের টাকা আদায় সম্পর্কেও ব্যাঙ্কের দায়িত্ব কম নহে, কারণ এইরূপ চেক্ সম্পর্কে পরবর্ত্তী কোন প্রাপকই পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাপক অপেক্ষা অতিরিক্ত অধিকার পান না। এইরূপ চেক্ চুরি করিলেও চোরের কোন অধিকার জন্মে না এবং চোরের নিকট হইতে কেহ টাকা দিয়া উহা গ্রহণ করিলেও সে আইনের চোখে প্রকৃত অধিকারী হয় না। **অবশ্য অসম্প্রদেয় চেক সম্প্রদেয় থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাপকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে।**

কিন্তু যেখানে চেকের সম্প্রদেয়ত্ব সঙ্কুচিত করা হয় সেখানে ব্যাঙ্কের আরও সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। **'a/c payee only' বা 'not transferable' লেখা থাকিলে ঐরূপ ক্রস্ চেক হস্তান্তরিত হইবে না** এবং এই নির্দ্দেশ না মানিলে ব্যাঙ্ক নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে a/c payee চেক্ ক্রস করা হয় সেখানে ব্যাঙ্ক ক্রসের নির্দ্দেশমত আদায়ী টাকা কেবলমাত্র প্রাপকের হিসাবে জমা করিতে বাধ্য। অবশ্য এইভাবে জমা করিবার দায়িত্ব আদায়কারী ব্যাঙ্কের, কারণ আদিষ্ট ব্যাঙ্কের (drawee) পক্ষে চেকের টাকা ঠিক মত প্রাপকের হিসাবে জমা হইতেছে কি না বা টাকা ঠিক যায়গায় পৌঁছিতেছে কি না তাহা জানা সম্ভব নহে। আদায়ী টাকা যথাযথভাবে প্রাপকের হিসাবে জমা দেওয়া আদায়কারী (collecting) ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

ক্রস চেকের ক্রস বাতিল করা হইলে সে সম্বন্ধেও ব্যাঙ্কের হুসিয়ার হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন পাকা জালিয়াৎ চেক্ হাতে পাইয়া বা চুরি করিয়া আদেষ্টার জাল সহি দ্বারা চেকের ক্রস্ বাতিল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে নগদ টাকা লইবার চেষ্টা করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে

লোকসান ব্যাঙ্কের ঘাড়ে পড়িবে। এই সমস্ত বিপদ এড়াইবার জন্যই লণ্ডনের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলি ১৯১২ সনে এক মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছে যে ক্রস চেকের ক্রস বাতিল করা হইলে (অবশ্য একমাত্র আদেষ্টার পূর্ণ সহি দ্বারাই এরূপ হইতে পারে) উক্ত চেকের নগদ টাকা কেবলমাত্র চেকের আদেষ্টা (drawer) বা তাহার পরিচিত এজেণ্টকেই দেওয়া যাইবে, অন্যথা এইরূপ চেক্ গ্রাহ্য হইবে না। ভারতেও এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য হইয়া থাকে।

চেক্ আদায় সম্পর্কে দুইটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক এজেণ্টরূপে গ্রাহক বা মক্কেলের চেক্ আদায় করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আদায়ী চেকের টাকা পূর্ব্বেই মক্কেলকে দেওয়া হয় (তাহার হিসাবে আদায়ের পূর্ব্বেই জমা হয়) এবং ব্যাঙ্ক পরে চেকের টাকা আদায় করিয়া লয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাঙ্ক চেকের মালিক হিসাবে চেক আদায় করে (holder of value অথবা holder in due course)। এজন্য আইনের চোখে উভয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অবস্থা এক নহে। অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক সত্য সত্যই এজেণ্টরূপে কাজ করে মাত্র এবং গতানুগতিকভাবে হিসাবে আদায়ী চেকের টাকা জমা করে। অবশ্য গতানুগতিকভাবে এইরূপে আদায়ী জমার চেক্ আদায়ের পূর্ব্বে গ্রাহকের হিসাবে জমা করিয়া ব্যাঙ্ক পরে খরচার চেক্ আসিলে 'চেক্ আদায় হয় নাই' (effects not cleared) বলিয়া উহা ফেরত দিতে পারে না।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গ্রাহকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্ককে সকল প্রকার চেষ্টা ও যত্ন সহকারে চেকের টাকা আদায় করিতে ও গ্রাহকের হিসাবে জমা দিতে হয়। ব্যাঙ্কের ত্রুটীতে বা অসাবধানতায় কোন লোকসান হইলে সে ক্ষতি ব্যাঙ্কের। এই বিষয়ে আইনের ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ পরিষ্কার।

যদি কোন চেকের টাকা আদায় করিতে গিয়া ব্যাঙ্ক ঐ চেকের পিছসইয়ের কোন গলতি না দেখে এবং পিছসই জাল হয়, তবে আইন ব্যাঙ্ককে উহার দায়িত্ব হইতে রেহাই দিবে না। অর্থাৎ লোকসান ব্যাঙ্কের ঘাড়ে পড়িবে। আবার কোন per pro পিছসই থাকিলে চেক্ আদায়ের জন্য পাঠাইবার পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কের নিশ্চিত হওয়া দরকার যে প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তিই পিছসই করিয়াছে। কারণ এক্ষেত্রেও কোন জুয়াচুরি বা গলতি থাকিলে তাহার দায়িত্ব ও লোকসান সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্কের এবং কোন ত্রুটী ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্যে গাফিলি বলিয়া গণ্য হইবে। এই জন্যই কোন তৃতীয় ব্যক্তির নামের চেক্ কেবলমাত্র তাহার পিছসই থাকিলেই (blank endorsement বা ফাঁকা পিছসই) উক্ত চেক্ আদায়ের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়; ঐ চেকে গ্রাহকেরও পিছসই থাকা প্রয়োজন, কারণ চেকে পিছসই না দিলে গ্রাহককে প্রত্যক্ষভাবে চেকের টাকা সম্পর্কে দায়ী করা যায় না, যদিও কোন লোকসানের কারণ ঘটিলে ব্যাঙ্ক নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চেকে পিছসই দিলে পিছসইকারী আইনতঃ চেক্ সম্পর্কে দায়ী হয়।

চেক্ আদায় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের খুব সাধারণ কর্ত্তব্য হইতেছে বিলম্ব না করিয়া খুব শীঘ্র চেকের টাকা আদায় করা। অবশ্য যে-কোন প্রাপক বা চেক্ গ্রহীতার পক্ষেই ইহাই আইনতঃ করণীয়। কারণ চেক্ আদায়ের কার্য্যে দেরী করিলে এবং সেই কারণে চেকের আদেষ্টার কোন লোকসান হইলে সে লোকসান আদায়কারী ব্যাঙ্ককে বহন করিতে হইবে। সহর অঞ্চলে চেক্ প্রাপ্তির দিনের পরদিনই চেকের টাকা আদায় করা প্রয়োজন। দেরী করিলেই অনাদায়ের দায়িত্ব আইনতঃ ব্যাঙ্কের হইবে। কলিকাতার মত সহরে চেক্ পাওয়া মাত্রই, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি পরবর্ত্তী ক্লিয়ারিংএ পাঠাইয়া দেয় এবং টাকা আদায় করিয়া লয়। ক্লিয়ারিং

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অপর ব্যাঙ্কের উপর চেক্ হইলে, সময় থাকিলে, চেক্ প্রাপ্তির দিনই আদায়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের উপরে চেক্ হইলেও পরবর্ত্তী ডাকে আদায়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া দরকার। সহজ কথায় চেক্ আদায় সম্পর্কে ব্যাঙ্কের কাজ খুব শীঘ্র হওয়ার প্রয়োজন। ধরুন হিসাবে টাকা থাকা সত্ত্বেও, কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া চেক্ উহার প্রাপক এজেণ্ট-ব্যাঙ্ক উপযুক্ত সময়ে আদায়ের জন্য উপস্থাপিত করিল না, ইতিমধ্যে আদিষ্ট ব্যাঙ্ক (drawee) বা চেকের আদেষ্টা (drawer) দেউলিয়া হইয়া গেল। অবশ্য টাকা আর পাওয়া যাইবে না কিন্তু দেনদার (debtor) আইন অনুযায়ী দায়মুক্ত হইয়া যাইবে এবং লোকসানের অঙ্ক পড়িবে চেকের আদায়কারী ব্যাঙ্কের উপর। এজন্য কোন চেক্ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কে পাঠাইলে, উহা লইবার সময় ব্যাঙ্ক চেক্ কোন্ সময় পাওয়া গেল এবং কখন আদায়ের জন্য clearing পাঠান হইবে বা হইতেছে মোহর দ্বারা রসিদের উপর তাহার ইঙ্গিত দেয়। যথা "For first clearing" (প্রথম ক্লিয়ারিং-এ যাইবে)। 'Too late for clearing' (আজিকার ক্লিয়ারিং-এর জন্য দেরীতে পৌঁছিয়াছে) ইত্যাদি। আর যে চেক্গুলি ব্যাঙ্কে আদায়ের জন্য প্রেরিত হয় পূর্ব্ব হইতে গ্রাহকগণের তাহা দুইটী লাইন টানিয়া সাধারণ ভাবে ক্রস করিয়া দেওয়া উচিত। ইহা গ্রাহক ও ব্যাঙ্ক উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক।

চেকের ধারক বা হোল্ডাররূপে ব্যাঙ্ক

(১) যখন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর কাটা হইয়াছে এরূপ চেকের বদলে নগদ টাকা দেয় অথবা (২) অপর ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক্ পাইয়া টাকা আদায়ের পূর্ব্বেই গ্রাহকের হিসাবে টাকা জমা করিয়া দেয় অথবা

(৩) যখন কোন চেক্ চল্‌তি হিসাবের কর্জ্জের পরিমাণ (overdraft) কমাইবার জন্য গ্রহণ করে, এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক ঐ চেকের ধারক বা হোল্ডার বলিয়া গণ্য হইবে। চেকের ধারক অর্থ এই যে, ঐ চেক্ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক আদায়কারী এজেণ্ট নহে, ব্যাঙ্ক নিজেই চেকের মালিক হিসাবে টাকা আদায়ের অধিকারী।

ব্যাঙ্ক যখন কোন চেকের ধারক হয় (holder in due course) তখন চেকের টাকার উপর অধিকার নিতান্তই নিজের এবং এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সুবিধা ও অসুবিধা চেকের মালিক হিসাবে। কিন্তু যেস্থলে ব্যাঙ্ক এজেণ্টরূপে চেক্ আদায় করে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অধিকার নিতান্তই উহার গ্রাহকের স্বত্বের উপর নির্ভর করে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বে-আইনী ভাবে বা জাল পিছসই দ্বারা লেন-দেন পত্রে কাহারও ন্যায্য অধিকার বর্ত্তায় না এবং কেহই এরূপ পত্রের ধারক বা হোল্ডার হইতে পারে না। ব্যাঙ্ক এইরূপ কোন পত্রের (instruments) ধারক হইলে তাহাকে প্রকৃত মালিকের নিকট দায়ী হইতে হয় এবং এরূপ চেকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পক্ষকেই লোকসানের জন্য দায়ী করা চলে না। কেবলমাত্র যে সকল ব্যক্তি জালিয়াতির পরে পিছসই দিয়াছে তাহারাই দায়ী থাকে।

সুতরাং চেকের বদলে নগদ টাকা দেওয়ায় ব্যাঙ্কের আইনতঃ বাধা না থাকিলেও এজেণ্ট হিসাবে চেকের আদায়কারীর যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এক্ষেত্রে নিগোসিয়েব্‌ল্ ইনষ্ট্রুমেণ্টস্ আইনের ১৩১ ধারার সুবিধা ব্যাঙ্ক পাইতে পারে না।

চেক্ আদায়ের এজেণ্টরূপে ব্যাঙ্ক

১৩১ ধারার বিধানে বলা হইয়াছে গ্রাহকের এজেণ্টরূপে ব্যাঙ্ক সরল বিশ্বাসে, অসাবধানতা না দেখাইয়া কোন সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্রস

করা চেকের টাকা আদায় করিলে ভবিষ্যতে সেই চেকের স্বত্বে কোন গলদ বাহির হইলেও ব্যাঙ্ক চেকের প্রকৃত মালিকের নিকট দায়ী হইবে না। কিন্তু আইনের এই ধারার সুযোগ পাইতে হইলে ব্যাঙ্ককে এজেণ্ট-রূপে কার্য্য করিতে হইবে, চেকের ধারক বা হোল্ডার বা মালিক হইলে চলিবে না। এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আইনের ১৩০ ধারার বিধানমতে অসম্প্রদেয় (Not negotiable) ক্রস চেকের বেলাতে চেকের পরবর্ত্তী কোন গ্রাহক পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রাহক অপেক্ষা অধিক স্বত্ববান্ হইতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রাহকের চেকে কোন অধিকার না থাকিলে ও সীমাবদ্ধ অধিকার থাকিলে পরবর্ত্তী গ্রাহকও সেইরূপই স্বত্ববান হয় মাত্র। এজেণ্ট হিসাবে ব্যাঙ্কের অধিকার উহার মক্কেলের স্বত্বের উপর নির্ভর করে এবং চেকে অসম্প্রদেয় ক্রস থাকিলে ১৩১ ধারার সুবিধা পাইবার জন্য ব্যাঙ্ককে সাবধান হইয়া এইরূপ চেকের টাকা আদায় করিতে হয় এবং ঐরূপ ক্রসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রাহকের অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হয়।

চেকের আদায়ে ও টাকা দেওয়ায় হুসিয়ারী

সকল সময় মনে রাখিতে হইবে যে মক্কেলের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করাই ব্যাঙ্কের একটী প্রধান কাজ। চেক্ আদায় ও চেকের টাকা দেওয়া ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্য্য এবং খুব হুসিয়ারীর সহিত এই কাজ করা উচিত। কারণ এই বিষয়ে মক্কেলের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে আইন খুব সজাগ। অবশ্য ব্যাঙ্ককে বাঁচাইবার জন্যও আইনের ধারা রহিয়াছে।

চেক্ হাতে পড়িলেই প্রথম পরীক্ষার বিষয় হইবে আদেষ্টার সহি, চেকের তারিখ, অক্ষরে ও অঙ্কে টাকার মিল আছে কি না, এই চেক ফর্ম্ম মক্কেলকে ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হইয়াছে কি না নম্বর মিলাইয়া তাহাও

দেখিতে হইবে। অর্ডারি চেক্ হইলে প্রাপকের পিছসই ঠিক আছে কি না। একাধিক প্রাপক থাকিলে সকলের পিছসই আছে কি না এবং ঠিক্ আছে কি না। চেক্ ক্রস্ করা কি না, ক্রস্ না থাকিলে প্রথম কর্ত্তব্য ক্রস্ করা। 'বিশেষ ক্রস' না 'সাধারণ ক্রস্'। 'বিশেষ ক্রস্' হইলে. যে ব্যাঙ্কের নামে ক্রস্ রহিয়াছে, আগত চেক্ সেই ব্যাঙ্ক হইতে আসিয়াছে কি না। চেক্ 'অসম্প্রদেয় ক্রস্' কি না। Per pro সই থাকিলে তাহা ঠিক লোকের কি না। a/c payee হইলে জমা ঠিক ভাবে হইতেছে কি না এ বিষয় দেখা দরকার। গ্রাহকের হিসাবে টাকা আছে কি না অথবা কর্জ্জের সীমার মধ্যে চেকের অঙ্ক আছে কি না। গ্রাহকের চেকের টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিলে তাহাও মানিতে হইবে। চেকের টাকা 'না দিবার' কোন নির্দ্দেশ আছে কি না, চেক্ ফেরত দিবার পূর্ব্বে গ্রাহকের সেদিন কোন নগদ জমা বা চেক্ জমা পড়িয়াছে কি না ও অন্যান্য বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে। কোন বিষয়ে কোন সন্দেহ হইলে বা উপদেশের প্রয়োজন হইলে উচ্চ কর্ম্মচারী এমন কি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার স্বয়ং চেকের টাকা দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কারণ এই সম্পর্কে কোনপ্রকার সাবধানতাই অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য নহে।

ব্যাঙ্কের পক্ষে চেক্ আদায় যেরূপ শীঘ্র করা কর্ত্তব্য, চেক্ উপস্থিত করিলে তাহার টাকাও যথাসম্ভব শীঘ্র দেওয়া প্রয়োজন। কোন কারণে ফেরত দিতে হইলে শীঘ্রই চেক্ ফেরত দেওয়া উচিত। ক্লিয়ারিং-এর মারফত চেক্ আসিলে ঠিক সময় ফেরত না দিলে চেক্ গৃহীত বলিয়া ধরা হয় এবং ব্যাঙ্কের লোকসান হয়।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যাঙ্কের কর্জ্জ ও জামিন

(Security)

টাকা লইয়াই ব্যাঙ্কের কাজ। এক হাতে ব্যাঙ্ক ধার করে, অপর হাতে ধার দেয়। ব্যাঙ্ক সুদ দিয়া টাকা ধার করে এবং সুদে টাকা খাটায়। যে সুদে ব্যাঙ্ক টাকা ধার করে এবং যে সুদে টাকা লগ্নি করে এই উভয়ের পার্থক্য হইতেই ব্যাঙ্কের লাভ হয়। অবশ্য ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা ধার করার ব্যাপার তেমন শক্ত না হইলেও কর্জ্জ দেওয়ার ব্যাপার কেবল জটিল নহে, খুবই দায়িত্বপূর্ণ। লাভের অঙ্ক এই পথে আসে, আবার লোকসানও ইহা হইতেই।

টাকা খাটাইবার পথ এক প্রকার নহে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নানাভাবে টাকা ধার দেয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে যেভাবে টাকা খাটে, সুদূর মফঃস্বলের সহরে টাকা খাটাইবার পন্থা তাহা হইতে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া সমুদ্র উপকূলের বন্দরে বিদেশী আমদানী রপ্তানী হয় বলিয়া এই সকল স্থানে বিলাতী হুণ্ডীর কাজ খুব বেশী হয় এবং তাহাতে টাকা খাটান অনেক সময় নিরাপদ ও লাভজনক। এখন পর্য্যন্ত এই লাভজনক ব্যবসায় বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির প্রায় একচেটিয়া, যদিও তাহাদের কার্য্যকরী পুঁজি এদেশের লোকের গচ্ছিত টাকা হইতেই বেশ ভালভাবে পুষ্ট। আবার কোন ব্যাঙ্কই কেবল একই রকমে টাকা ধার দেয় না, এক প্রকারের ব্যবসায়ে ত নয়ই। ব্যাঙ্ক টাকা লইয়া বসিয়া আছে, কেহ হয়ত বাজারচলন কোম্পানীগুলির অংশ

(শেয়ার) জমা দিয়া কর্জ্জ লইতে আসিল, কেহ হয়ত কোন মাতব্বর জামিন দাঁড় করাইয়া ধার চায়, কেহ বাড়ী ও জমির পাটা জমা দিয়া, কেহ জীবনবীমাপত্র বন্ধক দিয়া, কেহ দেশী কেহ বিলাতী হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া, কেহ হ্যাণ্ড নোট কাটিয়া, কেহ দোকানের বা গুদামের মালপত্র বন্ধক দিয়া কর্জ্জ লইতে আসে। আবার কেহ কয়লার খনি, কাপড়ের কল, ইটখোলা, মজুত মাল, ধান, পাট ও তূলার গুদাম বাঁধা রাখিয়া কর্জ্জ চায়। আবার প্রথমবার মর্টগেজ করিয়া যাহার টাকায় কুলায় নাই এহেন অধমর্ণ, অথবা দ্বিতীয় মর্টগেজ দিয়াও যে হালে পানি পায় নাই এমন দেনদারও যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কর্জ্জের মর্টগেজ জন্য ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় না তাহাও নহে। সুতরাং কর্জ্জ দাদন একটা বড় জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছু দানছত্র খুলিয়া বসেন নাই একথা তিনি যতটা জানেন তাঁহার মক্কেলগণ আরও বেশী করিয়া জানে। তবে ঋণপ্রার্থী নিজের বন্ধকীদ্রব্য (সিকিউরিটি) যতটা মূল্যবান বা নিরাপদ ভাবিয়া উপস্থাপিত করেন অনেক সময়ই ব্যাঙ্কের নিকট তাহা অন্যভাবে—মূল্য ও নিরাপত্তা উভয় দিক দিয়া—বিবেচিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই, কারণ উভয়েই নিজের দিক্‌টাই বড় করিয়া দেখে। অবশ্য মতের অমিল সুদের কম বেশী লইয়া হয় না, কতটা কর্জ্জ পাওয়া বা দেওয়া যাইবে বা যাইবে না অথবা একেবারেই দেওয়া যাইবে কিনা ইহা লইয়াই হয়। মক্কেল নিজের মূলধনের আবশ্যকতার দিক দিয়া জিনিষটাকে দেখে আর ব্যাঙ্ক সুদ বা লাভের অঙ্কের দিক ছাড়াও লগ্নির নিরাপত্তা ও কর্জ্জ আটকপড়া প্রভৃতি নানা দিক দিয়া জিনিষটাকে বিচার করে। যে কোন বন্ধকী দ্রব্য উপস্থাপিত করিলেই ব্যাঙ্ক দেখে উহার বাজার মূল্য, বাজার দরের উঠা-নামা, বা হঠাৎ বিক্রয় করিলে কি লোকসানের অঙ্ক দাঁড়ায়, ইহাই ব্যাঙ্কের বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কাজেকাজেই বন্ধকীদ্রব্যের

বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মূল্য ও যে পরিমাণ কর্জ্জ দেওয়া হইবে, ইহার মধ্যে বেশ একটা মোটা ব্যবধান রাখাতেই ব্যাঙ্কের স্বার্থ, অথচ এই ব্যবধান যত কম হয় তাতেই অধমর্ণের সুবিধা।

যখনই কোন জামিন বা বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ লইবার প্রস্তাব আসে তখন ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ তিন উপায়ে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া কর্জ্জ দিতে সক্ষম হয়, যথা—(১) লিয়েন (lien) (২) বন্ধক (pledge) এবং মর্টগেজ (mortgage)। অবশ্য এই তিন উপায়েই ব্যাঙ্ক বন্ধকী দ্রব্যে সরাসরি মালিকানা লাভ করে না, কর্জ্জ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধকী সম্পত্তির উপর নিজের অধিকার (rights) রাখিতে সমর্থ হয় মাত্র।

লিয়েন

খাতক দেনা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত তাহার সম্পত্তি হাতে রাখিবার অধিকারকে লিয়েন বলা হয়। লিয়েন দুই প্রকার (ক) বিশেষ (particular) অথবা (খ) সাধারণ (general)। যখন কোন একটি দেনার সম্পর্কে জিনিষের উপরে লিয়েন বর্ত্তে তখন তাহাকে 'বিশেষ লিয়েন' বলা চলে। কিন্তু দুই পক্ষের (উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ) মধ্যে যখন সাধারণভাবে একই প্রকারের বহু লেন-দেন হয় এবং সেই সম্পর্কে হস্তস্থিত দ্রব্যের উপর পাওনাদারের যে লিয়েন বর্ত্তায় তাহাকে সাধারণ লিয়েন বলা হয়। ব্যাঙ্কারের লিয়েন (Banker's Lien) জিনিষটীতে একটু বিশেষত্ব আছে। ব্যাঙ্কের লিয়েন বলিতে 'সাধারণ লিয়েন' বুঝায়। অর্থাৎ গ্রাহক বা মক্কেল ব্যাঙ্কের নিকট যে কোন দ্রব্যই জমা রাখে বা যাহাই সাধারণ কার্য্যগতিকে গ্রাহকের নিকট হইতে ব্যাঙ্কের হাতে আসে, উহাদের সকলের উপরই ব্যাঙ্ক সাধারণ লিয়েনের অধিকারী হয়। অবশ্য অপর কোন বিশেষ চুক্তি থাকিলে বা ঘটনা দ্বারা কোন চুক্তি আছে

বুঝাইলে এই 'ব্যাঙ্কার্স লিয়েন' ব্যাহত হয়। যথা কেবলমাত্র নিরাপত্তার জন্য (Safe custody) কোন দ্রব্যাদি ব্যাঙ্কে রাখিলে তাহার উপর ব্যাঙ্কের লিয়েন বর্ত্তায় না। লিয়েন-যোগ্য হইতে হইলে দ্রব্য বা টাকা গ্রাহকের নিকট হইতে ব্যবসায় সম্পর্কে সাধারণভাবে ব্যাঙ্কে আসা প্রয়োজন। দেশী বা বিলাতী হুণ্ডী, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, সুদের কুপন প্রভৃতি এজন্য ব্যাঙ্কের লিয়েনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য ইহার কোনটা ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক সাধারণ লিয়েন প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ধরুন, কোন গ্রাহক নতুন করিয়া কর্জ্জ লইবার জন্য কতকগুলি সিকিউরিটী জমা দিতে আসিয়াছে, কোন কারণে সে কর্জ্জ পাইল না এবং যাইবার সময় সিকিউরিটীর দলিলগুলি ভুলে ফেলিয়া গেল। এক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্ব দেনার জন্য ব্যাঙ্ক উক্ত সিকিউরিটী দলিলগুলি লিয়েন প্রয়োগে আটক করিতে পারিবে না। কিন্তু গ্রাহক তাহার হিসাবে খরচ লিখিয়া তাহা দ্বারা কতকগুলি শেয়ার খরিদ করিতে বলিলে ব্যাঙ্ক উক্ত হিসাবের দেনার জন্য ঐ শেয়ারগুলি লিয়েন-বলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু কোন বিশেষ দেনার (advance অথবা loan) জন্য ব্যাঙ্কের নিকট কোন কিছু জমা রাখিলে অপর দেনার জন্য তাহাতে লিয়েন প্রয়োগ হয় না।

যতটা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে. ব্যাঙ্কারের 'লিয়েন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় ততটা জটিলতাশূন্য নহে। তবে বিশেষ কোন চুক্তি বা ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণতঃ গ্রাহক আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কে যে বিল, হুণ্ডী, চেক্ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া টাকা জমা রাখে, তাহার উপর ব্যাঙ্কের লিয়েন বর্ত্তায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'লিয়েন' ব্যাঙ্ককে হস্তস্থিত সম্পত্তির মালিক করে না, দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি দখলে রাখিবার অধিকারী করে মাত্র।

বন্ধক (Pledge)

কর্জ্জ লইবার জন্য কোন সম্পত্তি জামিন রাখিলে তাহাকে বন্ধক রাখা বলে এবং যাহা জামিন রাখা হয় তাহাকে বন্ধকী সম্পত্তি বলা চলে। অবশ্য পোদ্দারের দোকানে সোনা-গয়না হইতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সম্প্রদেয় বিল দলিল সমস্তই বন্ধকের সামগ্রী হইতে পারে। বন্ধক ব্যাপারটা লিয়েনের একধাপ অগ্রবর্ত্তী। কেহ কেহ এজন্য ব্যাঙ্কের লিয়েনকে অপ্রত্যক্ষ বন্ধক (implied lien) বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের লিয়েন ও সরাসরি বন্ধক রাখার মধ্যে আইনতঃ তফাৎ থাকিলেও কার্য্যতঃ পার্থক্য খুবই কম। কেবলমাত্র লিয়েন থাকিলে হস্তস্থিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার বুঝায় না, যদিও বন্ধক রাখার অধিকার হইতেই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার বর্ত্তায়। অবশ্য ইহা খুব যুক্তিসঙ্গত যে ব্যাঙ্ক তাহার হাতের লিয়েনের সামগ্রী দেনা মিটাইবার জন্য বিক্রয় করিবে। এবং কার্য্যতঃও গ্রাহককে যথারীতি জানাইয়া (after due notice) ব্যাঙ্ক বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ করিয়া লয় এবং দেনা মিটাইবার পরে গ্রাহককে সম্পত্তি বিক্রয়ের হিসাব পাঠায় ও ঐ সঙ্গে দেনা শোধের পরে কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা প্রত্যর্পণ করে। অবশ্য বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় দ্বারাও দেনা না মিটিলে বাকী টাকাও অধমর্ণকে পরিশোধ করিতে হয়।

কোম্পানীর শেয়ার (বয়নামা বা Blank Transfer Deed সহিত) প্রভৃতি বন্ধক রাখিবার সময় ব্যাঙ্ক একখানি 'স্মারক লিপি' (Memorandum) লিখাইয়া লয়. ইহাতে কি উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ কর্জ্জের জন্য ইত্যাদি) ইহা জমা রাখা হইল তাহা ও অন্যান্য বিষয় যথা—আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ করিবার কথা. কর্জ্জ শোধ না করিলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা, কতদিনে দেনা শোধ করিবে ইত্যাদির উল্লেখ

থাকে। অনেক সময় তৃতীয় এক পক্ষ দেনদারের স্বপক্ষে শেয়ার ইত্যাদি জমা রাখে। তাহার নিকট হইতেও ব্যাঙ্কের স্বপক্ষে বিক্রয় ইত্যাদি করিবার স্বীকৃতি লিখাইয়া রাখা হয়। দেনদার যাহাতে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ শোধ করা সম্পর্কে মেয়াদ বৃদ্ধি প্রভৃতি সুবিধা পায় সেই সম্পর্কে এই তৃতীয় পক্ষ ব্যাঙ্ককে অন্যান্য স্বীকৃতিও লিখিতভাবে দিয়া থাকে। সুতরাং কোন কারণে চুক্তি অনুযায়ী অধমর্ণ দেনা শোধ করিতে অসমর্থ হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকা আদায়ের অসুবিধা হয় না। অবশ্য এই 'স্মারক' ব্যতীতও যে বন্ধক হয় না তাহা নহে তবে স্মারক থাকিলে পরে বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া মামলা মোকদ্দমা বাধিবার কোন কারণ হয় না। কারণ এই স্মারকই লিখিত প্রমাণের কার্য্য করে।

আইনমতে যে সকল দলিল দ্বারা মাল খালাস হয়, যথা 'বিল অব লেডিং' প্রভৃতি তাহা বন্ধক দেওয়ার অর্থই হইতেছে মাল বন্ধক দেওয়ার সামিল। কারণ এই সকল দলিলের উপর অধিকারের অর্থই হইতেছে দলিলোক্ত মালের উপর অধিকার।

মর্টগেজ (mortgage)

অস্থাবর সম্পত্তি (জমি, বাড়ী প্রভৃতি) বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ করার নাম মর্টগেজ। যে পক্ষ মর্টগেজ দেয় (কর্জ্জ করে) তাহার নাম মর্টগেজ-দাতা (মর্টগেজর)। আর যে পক্ষ মর্টগেজ রাখে (কর্জ্জ দিয়া) তাহার নাম মর্টগেজ-গৃহীতা (মর্টগেজী)। আর যে দলিল দ্বারা এই মর্টগেজ করা হয় তাহাকে 'মর্টগেজ ডিড' বা দলিল বলা হয়।

সাধারণ মর্টগেজে কখন ঋণ পরিশোধ হইবে, কত সুদ দিতে হইবে প্রভৃতি সমস্তের উল্লেখ থাকে এবং এই সকল ব্যত্যয় হইলে মর্টগেজী সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকারী হয়। অবশ্য দেনা শোধ করিয়া দিলে আর মর্টগেজ-গৃহীতার কোন অধিকার থাকে না। সম্পত্তি তাহার হাতে

থাকিলে তাহা ও মর্টগেজ-দলিল তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হয়। সকল ক্ষেত্রেই মর্টগেজী সম্পত্তি মর্টগেজ-গৃহীতার হাতে দেওয়া হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলাইয়া মর্টগেজ দেওয়া হয়।

একরূপ মর্টগেজ আছে যাহাতে মর্টগেজ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেনা শোধ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে মর্টগেজ-দাতা মর্টগেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মর্টগেজী সম্পত্তি মর্টগেজ-গৃহীতার হাতে দেয় এবং দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা তাহার হাতে থাকে। সেই সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ভাড়া ও অন্যান্য লাভ মর্টগেজ-গৃহীতার প্রাপ্য হয়—অবশ্য এই টাকা হইতে সুদ ও আসল ব্যবস্থা মত পরিশোধ হইতে থাকে। ইহাকে খালাসী-মর্টগেজ (Usufructuary mortgage) বলা চলে। আমাদের দেশের 'খাই-খালাসী জমি বন্ধক' অনেকটা এই ধরণের; তবে তাহার ব্যবস্থা অতি কঠোর ও অযৌক্তিক; কারণ এই ব্যবস্থায় জমির সমস্ত ফসল উত্তমর্ণ সুদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

আর এক প্রকার মর্টগেজ আছে যাহাকে বলা হয় 'ইংলিশ মর্টগেজ'। ১৮৮২ সনের ভারতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (১৯২৯ সনে সংশোধিত) মতে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি সহরে যে কোন ব্যক্তি অস্থাবর সম্পত্তির দলিল উত্তমর্ণের নিকট জমা দিলেই তাহা দ্বারা 'ইকুইটেবল্' মর্টগেজ করা হইল। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ধার দেয় না বা খুব কমই ধার দেয়। কারণ ইহাতে টাকা আটকা পড়িবার সম্ভাবনা ও অন্যান্য অসুবিধা আছে।

যখন কর্জ্জের পরিমাণ ১০০৲ বা তদূর্দ্ধ এবং অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয় তখন মর্টগেজ রেজিষ্ট্রি করিতে হয়। এইরূপ দলিলে মর্টগেজ-দাতার ও অন্যূন দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষরের প্রয়োজন।

লিয়েন বনাম বন্ধক

ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিবার সময় তিন উপায়ে যথা (ক) লিয়েন, (খ) বন্ধক বা (গ) মর্টগেজ দ্বারা নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। অবশ্য ইহার যে কোন একটি বা আবশ্যকমত তিনটীর প্রয়োগ হইতে পারে। প্রথম দুইটিতে জামিন বা সিকিউরিটীর স্বামীত্ব অধমর্ণের থাকে। তৃতীয় ক্ষেত্রে যদি ইকুইটেবল্ মর্টগেজ হয় তাহা হইলে স্বামীত্ব অবশ্য অধমর্ণেরই থাকে। লিয়েন ও বন্ধক (pledge) এর মধ্যে একটী প্রধান ব্যবধান এই যে, উভয় ক্ষেত্রে সম্পত্তি উত্তমর্ণের হাতে থাকিলেও 'লিয়েনের' বেলায় সম্পত্তিতে অধমর্ণের পূর্ণ স্বামীত্ব থাকে। 'বন্ধকের' (pledge) বেলা সম্পত্তি কেবলমাত্র উত্তমর্ণের হাতে নহে, যথারীতি বিজ্ঞাপিত করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা ঋণ শোধ করিবার অধিকারও উত্তমর্ণের আছে। লিয়েনের বেলা সরাসরি এতটা অধিকার উত্তমর্ণের নাই। অবশ্য লিয়েন থাকিলে আদালতের মারফত ডিক্রী করাইয়া লইয়া সম্পত্তি বিক্রয় করা চলে। বন্ধকী সম্পত্তির (pledge) বেলা আর আদালতে যাইবার প্রয়োজন হয় না। ১৮৭২ সনের ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৭৬ ধারা অনুযায়ী (Indian Contract Act) উত্তমর্ণ রীতিমত বিজ্ঞপ্তি (Notice) দিয়া বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা কর্জ্জ শোধ করিবার অধিকারী এবং ঐরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা কর্জ্জ শোধ না হইলে বাকী টাকার জন্যও অধমর্ণ দায়ী থাকে। অবশ্য বন্ধকী দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য বেশী হইলে পাওনা টাকা বাদে বাকী অর্থ অধমর্ণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

অতিরিক্ত বন্ধকী জামিন

(Collateral Securities)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অধমর্ণের হইয়া কোন তৃতীয় পক্ষ সম্পত্তি জামিন দিতে পারে। ইহাকে অতিরিক্ত বন্ধকী জামিন (additional) বলা যাইতে পারে। এইরূপ বন্ধকী লইলে ইহার একটা সুবিধা আছে। ধরা যাউক অধমর্ণ দেউলিয়া হইল। তাহার দেনার পরিমাণ ১০,০০০৲। অফিসিয়াল এসাইনির নিকট দাবী দাখিল করিয়া দেউলিয়ার সম্পত্তি হইতে ব্যাঙ্ক ৫০০০৲ অর্থাৎ প্রতি টাকায় ॥৹ আনা হিসাবে পাইল। যদি অতিরিক্ত বন্ধকীতে ১০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি জামিন থাকে ব্যাঙ্ক তাহাও বিক্রয় করিতে পারিবে। ধরা যাউক উহা বিক্রয় করিয়া ৫০০০৲ পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে মোট ১০,০০০৲ই আদায় হইল। এইবার ধরা যাউক কোন অতিরিক্ত বন্ধকী সম্পত্তি জামিন নাই। অধমর্ণের নিজের ১০,০০০৲ টাকার গচ্ছিত সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের লিয়েন আছে। উহা বেচিয়া ব্যাঙ্ক ৫০০০৲ টাকা পাইল ও বাকী ৫০০০৲ জন্য দেউলিয়া সম্পত্তিতে দাবী দিল। কিন্তু উহা হইলে মাত্র ২৫০০৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি টাকায় ॥৹ আনা পাইল অর্থাৎ মোট ৭,৫০০৲ টাকা পাইল। ইহাতে ব্যাঙ্কের ২,৫০০৲ ঘাটতি পড়িল।

উপরোক্ত দুইটী উদাহরণ হইতে ইহাই স্পষ্ট হয় যে, ক্ষেত্র-বিশেষে অতিরিক্ত বন্ধকী সম্পত্তি জামিন রাখিলে ব্যাঙ্ক অধমর্ণের সম্পত্তি বন্ধক রাখা অপেক্ষাও নিরাপদ।

নবম অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং

অনেকে কোন চেক্ পাইয়াই প্রথমে জানিতে চাহেন ইহা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের চেক্ কি না। ইহার অর্থ এই যে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের চেক্ হইলে ব্যাঙ্কের মারফত উহার আদায় নির্দ্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যায়, কিছু মাত্র দেরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের ইজ্জতও কম নহে।

ক্লিয়ারিং প্রথার উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের কেরাণীরা চেকের তাড়া লইয়া এ-ব্যাঙ্ক ও-ব্যাঙ্ক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ও পরস্পরের পাওনা টাকা আদায় করিত। লণ্ডনের ফুলার ব্যাঙ্কের আরভিং নামক এক কর্ম্মচারী মাথা খাটাইয়া বাহির করিল যে সকল ব্যাঙ্কের কেরাণীরা এক স্থানে জড় হইয়া পরস্পরের চেক্ আদান প্রদান করিয়া বাকী দেনা পাওনা নগদে মিটাইলে কাজ সহজ হয়। এইরূপ কাজের পত্তন হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে। ব্যাঙ্ক কেরাণীরা নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া ছোট একটী ঘরে বসিয়া এইভাবে কাজ চালাইলেও ইহাতে ব্যাঙ্কের মঞ্জুরী ছিলনা। ইহা ছিল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী-দের ঘরোয়া ব্যাপার। ক্রমে ছোট ঘরে যখন আর কাজ চালান সম্ভব হইল না, তখন ১৮০৫ সনে লম্বার্ড ষ্ট্রীটে এক বড় ঘর ভাড়া করা হইল। নয় বৎসর পরে আরও বড় ঘরদরকার হইল। ১৮৫৪ সনে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলি ক্লিয়ারিং হাউসে যোগ দিল। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড ১৮৬৪ সনে ইহাতে যোগদান করিল। ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত নগদ

টাকায় দেনা-পাওনা মিটান হইত। ঐ বৎসর হইতেই পরস্পরের লেনদেন ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের উপর চেক কাটিয়া মিটান সুরু হয়।

ভারতবর্ষে কলিকাতা ব্যতীত বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, করাচী,* দিল্লী, লাহোর* প্রভৃতি স্থানে ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংএর ব্যবস্থা আছে। কোন বৎসর কলিকাতায় বা এদেশের অন্য সহরে ক্লিয়ারিংএর সুরু হয়, তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় নাই।

ক্লিয়ারিংএর পদ্ধতি

ক্লিয়ারিং হাউস্ মারফত যে বিরাট টাকার লেন দেন হয় তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নগদ টাকা ব্যতীতই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি লক্ষ লক্ষ এবং প্রতি সপ্তাহে বহু কোটী টাকা লেন দেন করে। অথচ ব্যাপারটা খাতাপত্রের জমা খরচ ছাড়া আর কিছুই নহে। হিসাব বিজ্ঞানের জমা (ক্রেডিট্) ও খরচ (ডেবিট্) পদ্ধতির বিরাট ক্রম-পরিণতি এই ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিংএর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জমা খরচ পদ্ধতির জন্য সকল ব্যাঙ্ককেই (অর্থাৎ যাহারা ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য) একটা বিশেষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে হিসাব রাখিতে হয় এবং প্রতিদিনের চেক্ আদান প্রদানের পর মোট যে দেনা বা পাওনা তাহা নিজ নিজ হিসাবের খরচ ও জমা দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থার জন্য যে ব্যাঙ্কে সকল ব্যাঙ্কের হিসাব থাকে (কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া) তাহাতে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কার্স য়্যাকাউণ্ট নামে একটী হিসাব খাড়া করিতে হয় এবং ইহাতে জমা খরচ দ্বারাই প্রত্যেকের হিসাবের দেনা পাওনা নির্ব্বাহ হয়।

*বর্ত্তমানে পাকিস্থানে

একটা সহজ নমুনা দেখা যাউক। ব্যাঙ্কগুলির নাম যথাক্রমে ক, খ, গ এবং ঘ

দেনা	ক-ব্যাঙ্ক	পাওনা
৪০,০০০৲	খ-ব্যাঙ্ক	
	গ-ব্যাঙ্ক	১,০০,০০০৲
৮০,০০০৲	ঘ-ব্যাঙ্ক	
	ক্লিয়ারিং-এর পাওনা	২০,০০০৲
১,২০,০০০৲		১,২০,০০০৲

ইহা হইতে দেখা যায় ক-এর দেনা খ-এর নিকট ৪০,০০০৲ এবং ঘ-এর নিকট ৮০,০০০৲ কিন্তু গ-এর নিকট পাওনা ১,০০,০০০৲ অর্থাৎ দেনা পাওনা কাটাকাটি করিয়া তাহার মোট পাওনা ২০,০০০৲ টাকা।

দেনা	খ-ব্যাঙ্ক	পাওনা
	ক-ব্যাঙ্ক	৪০,০০০৲
৬০,০০০৲	গ-ব্যাঙ্ক	
২০,০০০৲	ক্লিয়ারিং এর পাওনা	৪০,০০০৲
৮০,০০০৲	ঘ-ব্যাঙ্ক	৮০,০০০৲

ইহা হইতে দেখা যায় দেনা পাওনা কাটাকাটি করিয়া খ-এর মোট পাওনা দাঁড়ায় ৪০,০০০৲

দেনা	গ-ব্যাঙ্ক	পাওনা
১,০০,০	ক-ব্যাঙ্ক	
	খ- „	৬০,০০০৲
	ঘ- „	২০,০০০৲
	ক্লিয়ারিংএর পাওনা	২০,০০০৲
১,০০,০০০৲		১,০০,০০০৲

এক্ষেত্রে গ-এর পাওনা মোট দাঁড়ায় ২০,০০০৲

দেনা	ঘ-ব্যাঙ্ক	পাওনা
	ক- „	৮০,০০০৲
	খ- „	২০,০০০৲
২০,০০০৲	গ- „	
৮০,০০০৲	ক্লিয়ারিংএর দেনা	
১,০০,০০০৲		১,০০,০০০৲

ঘ-এর ক্লিয়ারিংএর দেনা ৮০,০০০৲ টাকা।

অর্থাৎ দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যায় যে ক্লিয়ারিংএর হিসাবে ক, খ, গএর যথাক্রমে পাওনা দাঁড়ায় ২০,০০০৲, ৪০,০০০৲, ২০,০০০৲ টাকা এবং ঘ-এর ঘাটতি বা দেনা দাঁড়ায় ৮০,০০০৲ টাকা। অতঃপর ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কার্স একাউণ্ট-এ জমা খরচ করিয়া লইলেই সে দিনের হিসাব মিটিয়া গেল, কোন নগদ টাকার লেন-দেনের প্রয়োজন হইল না। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পাওনা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা পড়িল আর দেনার টাকা হিসাব হইতে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। এইরূপে দ্বিগুণাত্মক হিসাব-নীতির (Theory of Double Entry) নিয়ম রক্ষিত হইল।

কলিকাতার ক্লিয়ারিং হাউস

কত বৎসর হইতে কলিকাতা ব্যাঙ্কগুলির ক্লিয়ারিং চলিতেছে তাহা এখনও গবেষণার বস্তু। তবে মনে হয় যে লণ্ডনে ক্লিয়ারিং পদ্ধতি ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবার কিছু পরেই এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই হিসাবে কলিকাতার ক্লিয়ারিং হাউসের বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন এক শত বৎসর হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার কিছু পর হইতেই ক্লিয়ারিংএর জমা খরচ উক্ত ব্যাঙ্কে রক্ষিত হিসাবের মারফতে হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী [৪২ (১) ধারা] তপশীলভুক্ত (সিডিউল্ড্) ব্যাঙ্ককেই উক্ত ব্যাঙ্কে চল্‌তি জমার শতকরা পাঁচভাগ এবং স্থায়ী বা স্থির জমার শতকরা দুইভাগ রাখিতে হয়। এই জমা টাকার উপর কোন সুদ দেওয়া হয় না। ক্লিয়ারিংএর লেন দেন মিটাইবার জন্য এই জমার হিসাবে আরও যথেষ্ট টাকা রাখিতে হয়। অবশ্য এরূপ টাকা রাখায় সুবিধা ছাড়া অসুবিধা কিছুই নাই, কারণ এই টাকা নিজ হাতে গচ্ছিত নগদ টাকারমতই কার্য্যকরী। হঠাৎ টাকায় টান পড়িলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া ধার লইবার অসুবিধা আছে এবং কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষও বটে। এজন্য প্রত্যেক ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যথেষ্ট পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি জমা রাখে এবং দরকার পড়িলেই ঐ স্থানে কর্জ্জ করিয়া ক্লিয়ারিংএর ঘাট্‌তি পূরণের ব্যবস্থা করে। ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের দুইদিকে নজর রাখিতে হয়—দেখিতে হয় যে আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে জমা রাখা প্রয়োজন তাহাতে কম না পড়ে এবং প্রতি দিনের ক্লিয়ারিং হিসাব যথাযথ মিটিয়া যায়। আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যত টাকা রাখা দরকার তাহাতে ঘাট্‌তি পড়িলে প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিনের ঘাট্‌তির জন্য ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট সুদের হারের (ব্যাঙ্ক রেট) উপর শতকরা তিন টাকা এবং

দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতি দিনের ঘাট্‌তির উপর ব্যাঙ্ক রেটের উপরে শতকরা [৪২ (৩) ধারা] আরও পাঁচটাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়। ৪০ (৩) ধারা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ (৪) ও (৫) ধারায় আরও কঠোর ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এই বিষয়ে প্রত্যেক সিডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয় এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক হইলে আরও বেশী সাবধানতা দরকার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যথেষ্ট জামিন রাখিয়া সরাসরি কর্জ্জ দেয়। এজন্য প্রত্যেক সিডিউল্‌ড্‌ এবং ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের পক্ষে ইম্পিরিয়াল্‌ ব্যাঙ্কের সহিত 'কল লোন' বা 'ওভার ড্রাফট্‌' লইবার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হয়। সামান্য একটী টেলিফোনের খবরেই কয়েক মিনিটের মধ্যে এইরূপ কর্জ্জের ব্যবস্থা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনতঃ গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও 'কল লোন' দিতে পারে না। অবশ্য সম্প্রতি সকল ব্যাঙ্ককে কর্জ্জ দেওয়া সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফত ক্লিয়ারিং হিসাব মেটে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনের ৫৮ (পি) ধারামতে উক্ত ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং বিষয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত বা আইন প্রণয়ন করিতে সক্ষম কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিছুই করিতে হয় নাই এবং পূর্ব্বের মতই ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্যগণ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেছিল এবং ইহাতে কার্য্যের সুবিধাই হইতেছিল। এদেশের প্রত্যেক ক্লিয়ারিং হাউসের নিজ নিজ আইন আছে। কিরূপে সভ্য বা সহকারী সভ্য (সাব-মেম্বার) নির্ব্বাচিত হইবে, ক্লিয়ারিং এর নির্দ্দিষ্ট সময়, স্থান, দেনা পাওনা মিটান সম্বন্ধে প্রত্যেকের নিয়ম আছে।

ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন অবণ্টনীয় তহবিল (রিজার্ভ) প্রভৃতি দেখিয়া ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য নির্ব্বাচন করা হয়। তবে নূতন সভ্য নির্ব্বাচনে সভ্যগণের (সাব-মেম্বার নহে) তিন চতুর্থাংশের সম্মতির প্রয়োজন হয়। কলিকাতার ক্লিয়ারিং সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজ হাতে লইয়াছে। কানপুর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, লাহোর ও করাচীতে * রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজেই ইহা পরিচালন করে। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত স্থান সমূহেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন কোন নিয়ম বা পদ্ধতি প্রণয়ন করিতে হয় নাই, পূর্ব্বের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত চলিতেছে এবং ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্যেরা পূর্ব্বের মতই স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেছে। এজন্য প্রত্যেক ক্লিয়ারিং হাউসের জন্য একটী ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন নামে প্রতিষ্ঠান আছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রত্যেক সভ্যের বার্ষিক চাঁদা ৩০০৲ এবং সহকারী-সভ্যের চাঁদা বার্ষিক ১০০৲ ধার্য্য আছে। ইহাদের প্রত্যেককেই সভ্য হইবার সময় ১০০৲ প্রবেশিকা (Admission fee) দিতে হয়। বর্ত্তমানে (জুন-১৯৪৬) কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য সংখ্যা ৪৮, ইহাদের মধ্যে ৩৯ জন সভ্য এবং ৯ জন সহকারী-সভ্য (সাব-মেম্বার)। ৩৯ জন সভ্যের মধ্যে ২৩ জন ভারতীয়। ৯ জন সহকারী-সভ্যের মধ্যে ৮ জন ভারতীয় এবং একজন অভারতীয়। ১৯২১ সনে যখন ক্লিয়ারিং হাউস দেখিবার সুযোগ হয় তখন ইহাতে মাত্র দুইজন ভারতীয় সভ্য দেখিয়াছিলাম, আর সমস্তই ছিল অভারতীয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে ক্লিয়ারিং হাউসের বাহিরে ছোট বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় এক শত। অনেকের ধারণা যে সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক হইলেই তাহা ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য হইবে,

*বর্ত্তমানে পাকিস্থানে

ইহা ভুল। কারণ সিডিউল্ড্ ব্যাঙ্কের পক্ষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আইনের বাধ্যতাহেতু চল্‌তি হিসাব থাকার দরুণ ক্লিয়ারিং-এ যোগদান করিবার সুবিধা থাকিলেও ক্লিয়ারিং-এ যোগদানের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। আবার যে সকল ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড্ নহে অথবা সিডিউল্ড্ হইয়াও সরাসরি ক্লিয়ারিং-এর ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক নহে তাহারা সাব মেম্বররূপে ক্লিয়ারিং-এর সুবিধা পাইতে পারে। বলা প্রয়োজন যে, সাব-মেম্বরের ক্লিয়ারিং-এর হিসাব নিকাশ হয় সেই ব্যাঙ্কের মূল-সভ্যের হিসাবের মারফত। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই সভ্যের হিসাবেই লেন-দেন হয়, সাব-মেম্বরের দেনা-পাওনা উহার মূল-সভ্যের দেনা-পাওনা বলিয়াই ধরা হয়।

ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কার্স এসোসিয়েশনে সহকারী-সভ্য বা সাব-মেম্বরের ভোট দিবার কোন অধিকার নাই। সাব-মেম্বর সিডিউল্ড্ ব্যাঙ্ক হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাহার আইনানুগ জমার জন্য (statutory deposits) চল্‌তি হিসাব নিশ্চয়ই রাখিতে হয় কিন্তু ক্লিয়ারিং সম্পর্কে এই হিসাবে লেন-দেন হয় না।

ক্লিয়ারিং-এর কার্য্যক্রম

প্রত্যেক ব্যাঙ্কই গ্রাহকগণকে জানাইয়া রাখে যে, ক্লিয়ারিং চেক্ আদায় করিতে হইলে কোন্ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে চেক্ পৌঁছা দরকার। ঐ সময়ের পরে আসিলে নির্দ্দিষ্ট ক্লিয়ারিং-এ বা ঐদিনের ক্লিয়ারিং-এ চেকের টাকা আদায় হয় না। চেক্ জমা লইবার সময় ব্যাঙ্ক ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিয়া জানায় যে, কোন্ ক্লিয়ারিং-এ চেক্ আদায় হইবে বা সেদিনের ক্লিয়ারিং-এ যাইবে না।

চেক্ জমা লইবার সময় অবশ্য দেখা হয় চেক্ ঠিক আছে কিনা (অর্থাৎ পেছনে সহি প্রভৃতি) এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের ছাপ দিয়া বিশেষ ভাবে ক্রস করা হয়। ইহার পর কার্য্য হইতেছে খাতায় লেখা। খাতার

নাম হইতেছে Out-Clearing Register। যে সমস্ত চেক্ ক্লিয়ারিং-এ আদায় হইতে যায়, এই খাতায় তাহারই জ্ঞাতব্য লেখা হয়, যথা— গ্রাহকের (পার্টির) নাম, ব্যাঙ্কের নাম, চেক্ নম্বর, চেকের টাকা ইত্যাদি। চেকের সংখ্যার পরিমাণ বুঝিয়া একাধিক খাতা রাখিতে হয় এবং এই কার্য্য খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ করিতে হয়। আবার অপর ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং আদায়ের জন্য যে চেক্ পাঠায় তাহাও ব্যাঙ্কে পৌছা মাত্র খাতায় লিখিতে হয়। এই খাতার নাম In-Clearing Register। অতঃপর সেই সকল আগত (in-clearing) চেক্ ঠিক আছে কিনা দেখা হয় এবং গ্রাহকগণের হিসাবে খরচ লেখা হয়।

এক একটা ব্যাঙ্কের নির্গত (out-clearing) চেক্ একস্থানে লেখা হয় এবং সংখ্যাগুলি যোগ দিয়া 'মোট' (total) ফেলা হয়। পরে প্রতি ব্যাঙ্কের চেক্ এক একটী পৃথক গোছায় বাঁধা হয় ও একখানি চিরকুটে (slip) ব্যাঙ্কের নাম, তারিখ ও মোট পাওনার অঙ্ক লেখা হয়। গোছাগুলি প্রস্তুত হইলে উহা লইয়া ক্লিয়ারিং-এর কর্ম্মচারী Summary Sheet বা 'সংক্ষিপ্ত পত্র' লিখিতে আরম্ভ করে। এই সংক্ষিপ্ত পত্রে ক্লিয়ারিং ও সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের নামগুলি ছাপা থাকে, এবং ক্লিয়ারিং মারফতে কত সংখ্যক চেক্ পাওয়া গেল (received) তাহার জন্য 'ঘর' থাকে। গোছাগুলি হইতে টাকার অঙ্ক এই পত্রে লিখিয়া উহার 'মোট' দেওয়াই তখন প্রধান কার্য্য। সময় খুব কমই থাকে, ইহার পরেই ছুটিতে হয় একেবারে ক্লিয়ারিং হাউসে। গাড়ী প্রস্তুত থাকে, দূরের ব্যাঙ্কের লোককে গাড়ীতে যাইতে হয়। অনেক সময় টাকার সংখ্যাগুলি লেখা হইলে আর যোগ দিবার সময় থাকে না, তখন ঐ অবস্থায় ছুটিতে হয়, পরে ক্লিয়ারিং হাউসে গিয়া 'মোট' দেওয়ার কাজ শেষ করিতে হয়। কোন কোন ব্যাঙ্কে এই যোগ বা মোট দেওয়ার কার্য্যের জন্য কল (adding machine) ব্যবহার হয়।

ক্লিয়ারিং হাউসে পৌঁছিয়া প্রথম কার্য্যই হইল সেই তাড়া-বাঁধা চেক্‌গুলি অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের হাতে বিলি করা। এখানে প্রত্যেক ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের জন্য বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সেই সেই স্থানে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে নিজ নিজ ব্যাঙ্কের চেক্ দেওয়া হয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের ক্লিয়ারিং কর্ম্মচারী অপর সকল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নিজ ব্যাঙ্কের উপরে অপর সকল ব্যাঙ্ক আদায়ের জন্য যে চেক্‌গুলি পাঠাইয়াছে তাহা পায়।

এখানে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর কার্য্য হইতেছে অপর ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া চেক্‌গুলির 'মোট' টাকার সংখ্যা প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নামে যথাযথ লিখিয়া লওয়া এবং যোগ দেওয়া। এইগুলির বড় যোগফলই হইতেছে সকল ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত চেক্‌গুলির মোট পাওনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক হইতে কতখানা চেক্ (নিজ ব্যাঙ্কের উপর) পাওয়া গেল তাহাও Summary Sheet বা সংক্ষিপ্ত পত্রে লিখিতে হয় এবং ইহা হইতেই ধরা পড়ে মোট কতখানি চেক্ ক্লিয়ারিং-এ হাত বদল করিল।

সংক্ষিপ্ত পত্রের (Summary Sheet) নমুনা এইরূপ :—

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক	চেক্ দেওয়া হইল (টাকা) (Delivered)	প্রাপ্ত চেকের সংখ্যা (No.)	চেক্ পাওয়া গেল (টাকা) (Received)
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	৫,০০,০০০	১০০	৬,৫০,০০০
হিন্দ্ ব্যাঙ্ক	২০,০০০	৫০	৫০,০০০
বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৫৫,০০০	১০	১০,০০০

ক্লিয়ারিং-এ প্রাপ্ত চেকের বাণ্ডিলগুলি হইতে টাকার সংখ্যা লইয়া সংক্ষিপ্ত-পত্র পূরণ করিয়াই চেক্‌গুলি লোক মারফৎ প্রত্যেকে নিজ ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেয় কারণ, চেকের টাকা দেওয়া যায় কিনা তাহা একমাত্র ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কে বসিয়া খাতাপত্র দেখিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে। ক্লিয়ারিং-এর চেক্ ব্যাঙ্কে পৌছিলে প্রথম কার্য্য হইল In-Clearing Register-এ তাহা লিখিয়া প্রত্যেক খাতা-রক্ষকের (Ledger Keeper) নিকট বণ্টন করিয়া দেওয়া। ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্য প্রত্যেক চেক্ পরীক্ষা করিয়া দেখা যে, উহা ঠিক আছে কিনা এবং টাকা দিবার যোগ্য কিনা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লিয়ারিং-এ প্রাপ্ত চেক্ যে ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত, সেখানে বা ক্লিয়ারিং হাউসে কারণ দর্শাইয়া ফেরত পাঠাইতে হয়, নতুবা চেক্ গ্রাহ্য হইয়াছে (honoured) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবাঞ্ছিত চেক্ ঠিক সময় ফেরৎ না দিলে আদিষ্ট (drawee) ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্ত্তমান নিয়ম অনুযায়ী কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসে দিনে একটী মাত্র ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা আছে। তবে তিন দফায় চেকের লেন-দেন হয়, এই দফায় দফায় চেকের লেন-দেনের নাম 'ডেলিভারী' অর্থাৎ তিনবার চেক্ ডেলিভারী বা লেন-দেন হয়।

এগারটার সময় যে চেক ডেলিভারী দেওয়া বা নেওয়া হয়, সেই চেক্ ফেরত দেওয়ার সময় বেলা ১টা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক যে চেক্ বেলা ১টার সময় ক্লিয়ারিং হাউসে পাইল তাহা কোন কারণে ফেরত দিতে হইলে ১টার মধ্যে যে ব্যাঙ্ক হইতে চেক্ পাইয়াছে যেখানে সরাসরি ফিরাইয়া দিবে। ১টার পর আর ফেরত চেক্ গ্রাহ্য হয় না, এবং যে গ্রাহক ব্যাঙ্কে আদায়ের জন্য চেক জমা দিয়াছে, সে মনে করিতে পারে যে তাহার চেক্ গ্রাহ্য হইয়াছে (honoured) এবং ঐ ক্লিয়ারিং-এ তাহার

হিসাবে জমা হইয়াছে ধরিয়া লইয়া টাকা তুলিতে পারে। এইজন্যই ক্লিয়ারিং-এর চেক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই খুব সাবধান ও সময়নিষ্ঠ হইতে হয়। চেক্ ফেরত দেওয়ার সময় একটা খাতায় ঐ চেকের জ্ঞাতব্য ও কি কারণে ফেরত হইল তাহা লেখা হয়। এই খাতার নাম Register of Cheques Returned।

ক্লিয়ারিং মারফৎ চেক্ পাঠাইয়া ব্যাঙ্ক নিজ হিসাবে ক্লিয়ারিং-এর পাওনা বাবদ জমা পায়, সুতরাং সেই চেক্ কোন কারণে ফেরত হইলে সেই জমার টাকা বাতিল হওয়া দরকার অথবা উক্ত জমা ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজন। এজন্য কোন ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরত দিলে সেই ব্যাঙ্কের স্বপক্ষে একখানি 'ডেবিট্ নোট' দেওয়া হয় এবং ইহার সাহায্যে প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক পরবর্ত্তী ক্লিয়ারিং-এ হিসাব মিটাইয়া লয়। ডেবিট নোটের সারমর্ম্ম এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ক্লিয়ারিং-এ ব্যাঙ্ক চেক্ ফেরত পাওয়ার দরুণ পরবর্ত্তী ক্লিয়ারিং-এ তাহার অতিরিক্ত প্রাপ্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতেছে। 'ডেবিট নোট' খানি পরবর্ত্তী ক্লিয়ারিং-এ একখানি চেকের মতই উপস্থাপিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত পত্র বা Summary Sheet-এর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার একদিকে লেখা হয় যে-চেক্ ডেলিভারী দেওয়া হইল সেই টাকার অঙ্ক আর একদিকে লেখা হয় যে-চেক্ পাওয়া গেল সেই টাকার অঙ্ক। যে চেক্ দেওয়া হইল তাহাই পাওনার ও যে চেক্ পাওয়া গেল তাহাই দেনার অঙ্ক। এই দেনা-পাওনা বাদ হইয়া যাহা দাঁড়ায় তাহাই হইল আসল দেনা বা পাওনা। কখনো দেনা কখনো পাওনা দাঁড়ায়। এবং প্রতিদিন যে তিনবার ডেলিভারী হয় এই তিনবারই এই দেনা-পাওনার অদল বদল হয়। মোট দেওয়া চেক্ হইতে মোট পাওয়া চেকের অঙ্ক বাদ দিয়া এই হিসাব করিতে হয়। দেওয়া চেকের মোট অঙ্ক বড় হইলে

হয় পাওনা এবং ইহার অন্যথা হইলে হয় দেনা! ইহাই হইল ক্লিয়ারিং-এর পাওনা বা দেনা।

ক্লিয়ারিং হাউসের প্রত্যেক কর্ম্মচারী এইরূপে সংক্ষিপ্ত পত্রে নিজ নিজ ব্যাঙ্কের দেনা পাওনার হিসাব তৈরি করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ক্লিয়ারিং পরিচালনের জন্য একজন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকেন, তিনি তাঁহার খাতায় প্রত্যেক ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে ডেলিভারী দেওয়া ও পাওয়া চেকের মোট টাকার অঙ্ক, চেকের সংখ্যা এবং নিট্ পাওনা বা দেনার অঙ্ক নিজ খাতায় লিখিয়া নেন।

ইহার খাতাখানি আকারে সংক্ষিপ্ত পত্রগুলি হইতে বেশ একটু বড় এবং ঘরগুলি এইরূপ—

Clearing House Balances
(ক্লিয়ারিং হাউসের লেন-দেন)

(১) To Pay	(২) Delivered	(৩) Clearing Banks	(৪) No. of Cheques	(৫) Received	(৬) To receive
(দেয়)	(চেক দেওয়া হইল)	(ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের নাম)	(চেকের সংখ্যা)	(চেক পাওয়া গেল)	(প্রাপ্য)
Rs. | A. | P	Rs. | A. | P.			Rs | A. | P.	Rs. | A | P.

বাম দিক হইতে ধরিলে ঘরগুলির অর্থ এইরূপ :—

(১) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের দেনা হইলে তাহার অঙ্ক।

(২) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক যে চেক ডেলিভারী দিয়াছে তাহার মোট অঙ্ক।

(৩) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলির নাম (প্রত্যেক ব্যাঙ্কের সম্পর্কিত অঙ্ক এই লাইনে লেখা হয়)।

(৪) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক নিজের উপরে যে চেক পাইয়াছে উহার সংখ্যা।

(৫) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক যে চেক্ ডেলিভারী পাইল তাহার মোট টাকার অঙ্ক।

(৬) ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের পাওনা হইলে তাহার মোট টাকার অঙ্ক।

ক্লিয়ারিং হাউসের এই ব্যালান্স বই হইতেই কত সংখ্যক চেকের এবং কত টাকার লেন-দেন হইল প্রতি সপ্তাহে তাহা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতি সপ্তাহেই এইরূপে বহু লক্ষ চেক্ হাত বদল হয় এবং বহু কোটী টাকার আদান-প্রদান হয়।

এখন কথা হইতেছে যে, এই বিরাট লেন-দেনের হিসাবের নির্ভুলতা সম্বন্ধে। দ্বিগুণাত্মক হিসাব পদ্ধতি (Theory of double entry) মতে এই জটিল অঙ্কের সমষ্টিগুলি পরস্পর আপনি মিলিয়া যায় এবং কোন কিছুমাত্র ভুল থাকিলে আর মেলে না। কারণ শেষ পর্য্যন্ত সকল ব্যাঙ্কের মোট পাওনা ও দেনা মিলিবেই এবং যে পরিমাণ চেকের ডেলিভারী দেওয়া ও নেওয়া হইয়াছে তাহার টাকার অঙ্ক সমান হইবেই। কারণ একজনের দেনাই অপরের পাওনা এবং একজন যাহা ডেলিভারি দিয়াছে অপর কেহ তাহা ডেলিভারি পাইয়াছে। এজন্য ক্লিয়ারিং হাউসের ব্যালান্স বই-এর দেয় (To pay) এবং প্রাপ্য (To receive) এই দুইই শেষ পর্য্যন্ত একে অপরের সমান হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই বিরাট হিসাব প্রণালী স্বতঃপ্রমাণিত হয় বলিয়া কোন ভুল থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১১টার কিস্তিতে যে চেকের লেন-দেন হয় তাহার ফেরত-ফিতিবেলা একটার মধ্যে অবশ্যই করিতে হইবে। বেলা ১২টা ও ১॥০ টার সময় আর দুইবার চেক্ লেন-দেনের কিস্তিও ঐভাবেই হয়। এই তিনবারের চেক্ লেন-দেনের দেনা-পাওনার হিসাব পর পর চলিতে থাকে। প্রথম ডেলিভারিতে কোন ব্যাঙ্কের হয়ত পাওনা হইল

আবার দ্বিতীয় বারের হইল দেনা, এরূপ অদল বদল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আসল এবং দিনের শেষ হিসাব তৃতীয় বা ১৷৷০টায় ডেলিভারির পর হইয়া থাকে। প্রতিবারেই প্রত্যেক ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত পত্র বা সামারি-শিট এবং ক্লিয়ারিং হাউস ব্যালান্স বই লেখা হয় এবং হিসাব মিলাইয়া তবে ছাড়া হয় তাহা বলাই বাহুল্য। সামান্য কয়েক আনা বা কয়েক পাইয়ের ভুল হইলে আর রক্ষা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী হয়ত বলিয়া উঠিবেন "তিনশত বায়ান্ন টাকা তের আনা সাত পাই ভুল" ইত্যাদি। অমনি যে যাহার টাকার যোগ ফল, সংক্ষিপ্ত-পত্রে কিছু টুকিতে ভুল হইয়াছে কিনা, আদৌ কোন ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত চেক্ বাদ পড়িয়াছে কিনা ইত্যাদি দেখিতে লাগিয়া যায়। একে অন্যের খাতা মিলায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া একে অন্যের টেবিলে যায় এবং ভুল বাহির করিয়া তবে ছাড়ে এবং ক্লিয়ারিং হাউসের ব্যালান্স বই-এর অঙ্ক সংশোধন করে। অনেক সময় খুব সহজেই ভুল ধরা পড়ে আবার কখনো কখনো একটা ভুল বাহির করিতে একাধিক ভুল বাহির হয় ও পরে মিলিয়া যায়। ভুল বাহির হওয়া মাত্রই তাহা যথাস্থানে (অর্থাৎ সামারি সিটে) এবং ক্লিয়ারিং হাউস ব্যালান্স খাতায় সংশোধন করা হয়।

প্রতি ডেলিভারির শেষে এইরূপে হিসাব হয় এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের দেনা বা পাওনা স্থির করা হয়।

তৃতীয় ডেলিভারি অর্থাৎ ১৷৷০টার পর প্রত্যেক ব্যাঙ্কের সেই দিনের মোট দেনা বা পাওনার চরম হিসাব হয়। কাহারও দেনা বা কাহারও পাওনা হয় এবং সেই অনুযায়ী ক্লিয়ারিং হাউসের হিসাব নিকাশের জন্য 'ক্রেডিট্' (জমা) বা 'ডেবিট' (খরচ) ভাউচার তৈরি হয়।

ক্রেডিট বা ডেবিট ভাউচার এইরূপ—

CREDIT

Settlement at the Clearing House 1st Clearing

Calcutta… · ……… 1948

The Reserve Bank of India

Please credit to our account the sum of Rupees ………………… ………………………out of the money at the credit of the account of the Clearing Banks.

For (ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের নাম) (সহি)

Supervisor,

কর্ম্মচারীর সহি Calcutta Clearing House

Rs.……………………

DEBIT

Settlement of Clearing House 1st Clearing

Calcutta……· 1948

The Reserve Bank of India

Please transfer from (ব্যাঙ্কের নাম) the sum of Rupees…· and place it to the Credit of the account of the Clearing Banks, to be drawn against by the banks.

For (ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের নাম) Countersigned…………

কর্ম্মচারীর সহি Supervisor,

Calcutta Clearing House

যাহাতে কোন ভুল না হয় এজন্য ক্রেডিট্ ভাউচারের রং সবুজ এবং ডেবিট্ ভাউচারের রং সাদা অর্থাৎ দুই বিভিন্ন রং করা হইয়া থাকে। ভাউচারে ব্যাঙ্ককর্ম্মচারী সহি করিলে ক্লিয়ারিং হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সহি দেন এবং পরে উহা ক্লিয়ারিং হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা সহি হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যায় এবং সেখানে যথারীতি ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কারের হিসাবের মারফৎ প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা বা খরচ লেখা হয়। পরদিন সকালে প্রত্যেক ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এই জমা বা খরচের সংবাদ সরকারীভাবে পায়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং কর্ম্মচারীর সংবাদ মত হিসাবে জমা-খরচ করিয়া রাখে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রথম কিস্তির চেক্ ডেলিভারির সময় ১১টা এবং চেক্ ফিরাইয়া দিবার সময় বেলা ১টা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির অর্থাৎ ১২ টা ও ১॥০টার সময় যে চেকের লেন-দেন হয় তাহা ফিরাইয়া দিবার সময় বেলা ৩-১৫ মিনিট। ঘড়িতে ৩-১৫ বাজিলে ক্লিয়ারিং হাউসের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং আর কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হয় না। জানা প্রয়োজন যে ক্লিয়ারিং-এর সময় আবশ্যক-মত অদল বদল হইয়া থাকে।

অপর ব্যাঙ্কের উপর ফেরৎ চেক্‌গুলির জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পাওনা হয় এবং অপর ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত চেক্‌গুলির জন্য দেনা হয়। চেক্ ফেরৎ দিবার সময় আবার আর একবার সংক্ষিপ্তপত্র বা সামারি সিট লেখা হয় এবং ফেরৎ প্রাপ্ত চেক্‌গুলিও সংক্ষিপ্ত পত্রে স্থান পায়। ইহাও একটা ক্লিয়ারিং সন্দেহ নাই। এইরূপ ফেরৎ চেকের লেন-দেনের পরে আবার যে একটী দেনা বা পাওনার সম্পর্ক দাঁড়ায় তাহাও আবার পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে মিটান হয় এবং দেনা বা পাওনার ভাউচারও তৈরি হয়। এই ক্লিয়ারিংএর নাম 'স্পেসাল ক্লিয়ারিং' (Special Clearing)।

এইরূপে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য হইয়া থাকে এবং ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে নিজেদের দেনা-পাওনা মিটিয়া যায়।

শনিবার একটী ক্লিয়ারিং কিন্তু ১১টা ও ১২টায় দুইটী ডেলিভারি হয়। ১টার সময় স্পেসাল ক্লিয়ারিং হইয়া ব্যাঙ্কগুলির হিসাব মিটিয়া থাকে।

চেক্, ব্যাঙ্ক ড্রাফট্, পে-অর্ডার, ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্ট, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার প্রভৃতির লেন-দেনও এইরূপে ক্লিয়ারিং মারফৎ হয়।

যে চেকের ক্লিয়ারিং হয় না

এক ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখার গ্রাহকের চেকের লেন-দেন বা ব্যাঙ্কের একই সহরের বিভিন্ন শাখার গ্রাহকের চেকের লেন-দেন ক্লিয়ারিং মারফৎ হয় না, সেই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন হিসাবে জমাখরচ দ্বারা হয়।

নগদ টাকার জন্য চেক্ কাটিলে তাহাও ক্লিয়ারিং হাউসে যায় না এবং কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ক হইতে নগদ চাহিলে সে চেক্‌ও ক্লিয়ারিং-এর মারফৎ উপস্থিত করা হয় না। মফঃস্বলের চেক্, প্রোনোট, হুণ্ডী, স্থায়ী জমার রসিদ্, বিল প্রভৃতি ক্লিয়ারিং-এ যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কারগণ কোন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের মারফৎ তাহাদের লেন-দেন মিটাইয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় তাহাদের প্রতিদিনের ক্লিয়ারি-এর লেন-দেনের অঙ্ক পড়ে না। প্রতিদিনের ক্লিয়ারিং লেন-দেন তাহাদের পক্ষের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের সভ্যের খাতায় হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের পক্ষ হইয়া চেক্ ডেলিভারি দেয় এবং গ্রহণ করে সভ্য-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক নিজে। তবে তাহাদের সহকারী-সভ্য হিসাবে কতক সুবিধা আছে যথা ক্লিয়ারিং হাউসে তাহাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহারা পৃথক তাড়া বাঁধিয়া চেক্ পাঠাইতে পারে এবং তাহাদিগের চেক্ পৃথক্ ভাবে (delivery) দেওয়া হয়। বড় বড় মেম্বর

ব্যাঙ্কের সঙ্ঘের শাখা-আপিসগুলির জন্যও চেকের পৃথক পৃথক গোছা বাঁধিয়া আসে, এজন্য ইহারা এবং সাব-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলি ক্লিয়ারিং হাউসের কার্য্য পরিচালনের জন্য কর্ম্মচারী রাখে। যে সকল ব্যাঙ্কের শাখা আছে এবং যাহারা অপরের হইয়া চেক্ ক্লিয়ার করে অর্থাৎ যাহাদের সাব-মেম্বর আছে তাহাদিগকে আবার নিজেদের ঘরোয়া হিসাব মিটাইবার জন্য পৃথক সংক্ষিপ্ত পত্র বা সামারি সিট লিখিতে হয় এবং উহার সাহায্যেই, যেরূপ ক্লিয়ারিং হাউসে হয়, সেই ভাবেই দেনাপাওনা মিটাইতে হয়; অর্থাৎ নিজের গণ্ডীতে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই তাহার শাখা ও সাব-মেম্বরের জন্য ক্লিয়ারিং হাউস্। সাব-মেম্বরের ক্লিয়ারিং দেনাপাওনার জন্য মেম্বর ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে দায়ী, এজন্য সাব-মেম্বর মেম্বর-ব্যাঙ্কের তহবিলে যথেষ্ট টাকা জমা রাখে। মেম্বর ব্যাঙ্কের আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে কেবল মাত্র ক্লিয়ারিংএর লেন-দেনের জন্যই মোটা টাকা জমা রাখিতে হয়।

স্পেশাল ক্লিয়ারিং-এ দ্রষ্টব্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রতিদিন ৩॥০টায় এবং শনিবার ১টায় যে স্পসাল ক্লিয়ারিং হয় তাহাতে ফেরত চেকের লেন-দেন হইয়া দেনা-পাওনা স্থির হয় ও তদনুযায়ী প্রতি ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা বা খরচের অঙ্ক পড়ে। প্রতিদিন ১১টার সময় যে চেকের ডেলিভারি হয় উহার কোনখানি ফেরৎ হইলে ১টার মধ্যে যে ব্যাঙ্কের চেক্ সেই ব্যাঙ্কেই ফেরৎ দিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডেলিভারির ফেরৎ চেক্ (অর্থাৎ ১২টা ও ১টার সময় যাহা ক্লিয়ারিং হাউসে হাত বদল হয়) এবং শনিবারে যাহা প্রথম (১১টা) ও দ্বিতীয় (১২টা) ডেলিভারিতে হাত বদল হয় তাহা যথাক্রমে ৩-১৫ ও ১টায় ক্লিয়ারিং হাউসে ফিরাইয়া দিতে হয়। ফেরৎ চেক্ লইবার সময় ক্লিয়ারিং কর্ম্মচারীর একটু হুসিয়ার

হইয়া কাজ করার প্রয়োজন কারণ তাহাকে দেখিতে হয় ঐদিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডেলিভারির চেক্ ব্যতীত অপর কোন চেক্ আসিয়াছে কি না। যদি ঐদিনের প্রথম ডেলিভারির চেক্ (যাহা ব্যাঙ্কে ১টার মধ্যে ফিরাইয়া দিবার কথা) আসিয়া পড়ে তবে তাহার কর্ত্তব্য উহা গ্রহণ না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া। শনিবারেও তাহাকে দেখিতে হয় যে ঐদিন ব্যতীত পূর্ব্ব দিনের কোন চেক্ ভুলক্রমে আসিয়াছে কি না। কারণ ঐরূপ চেকের ফিরাইয়া দিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এবং উহার আদায়-অনাদায়ের চরম পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ক্লিয়ারিং চেকে ব্যাঙ্কের নামের মোহর পড়ে এবং দিনের তারিখ ও কোন্ ডেলিভারি তাহারও ছাপ থাকে, সুতরাং ভুল থাকিলে তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

যুদ্ধপূর্ব্ব ক্লিয়ারিং

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে স্পেশাল ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিদিনের লেন-দেনের হিসাব প্রতিদিনই চরমভাবে মিটিয়া যায়, কিছু বাকী থাকে না। ঘণ্টাগুলিও আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই কাজ মিটিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে চেক্ ফেরতের দেনা-পাওনা 'ডেবিট্ নোট' দ্বারা মিটান হইত এবং পরবর্ত্তী দিন ক্লিয়ারিং-এ হিসাব পরিষ্কার হইত। এখনও প্রতিদিনের প্রথম ডেলিভারির চেকে সে ব্যবস্থা আছে, কারণ ঐ ডেবিট্ নোটের হিসাব ঐ দিনই স্পেসাল ক্লিয়ারিং-এ মিটান যায়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আর ব্যাঙ্কগুলি পরস্পরের নিকট আগামী দিনের জন্য ক্লিয়ারিং লেন-দেন সম্পর্কে দায়ী থাকে না।

ক্লিয়ারিং-এর বাহিরের ব্যাঙ্ক

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে প্রায় একশত ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং-এর গণ্ডীর বাহিরে আছে। ইহাদের মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ্কও আছে। ইহাদেরও

যথেষ্ট চেকের আদান-প্রদান হয়। ব্যাঙ্কের অন্যান্য গ্রাহকগণের মতই ইহারা চেক্ ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কে জমা দিয়া টাকা আদায় করে। আদায়ী চেক্ ফেরৎ হইলে ইহাদের ব্যাঙ্কারের নিকট ফেরৎ আসে, সরাসরি ইহাদের নিকট আসে না। ইহাদের উপর যে সকল চেক্ কাটা হয় তাহা ক্লিয়ারিং মারফৎ আসে না, প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক সরাসরি ইহাদের নিকট পাঠায়। কাজের সুবিধার জন্য যাহাতে শীঘ্র চেকের লেন-দেন হয় সেজন্য এই সকল ব্যাঙ্ক কতকগুলি নিয়ম পালন করে বলিয়া গ্রাহকগণের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

এই ব্যাঙ্কগুলিকে আবার মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে। কতকগুলি ব্যাঙ্কের চেক্ আদায় করিতে হইলে ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কগুলি কোন 'আদায় খরচ' (collecting charges) বা কমিশন গ্রহণ করে না। এই সকল ব্যাঙ্ক সহরের মধ্যেই অবস্থিত। আবার কতকগুলি ব্যাঙ্কের চেক্ আদায়ের জন্য 'আদায় খরচ' বা কমিশন আদায় করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কের চেকের গতিবিধি এজন্য কম হয়, কারণ আদায় খরচ চেকের প্রাপকের (payee) বহন করিতে হয়। ছোট ব্যাঙ্কগুলি এইরূপ অসুবিধায় না পড়ে এজন্য 'মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। ইহার কার্য্য হইতেছে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ছোট ব্যাঙ্কগুলির জন্য নানা সুবিধার বিশেষতঃ পরস্পরের মধ্যে সহজে লেন-দেনের ব্যবস্থা করা। এই প্রতিষ্ঠান নানা ভাবে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের উপকার সাধন করিতেছে।

মেট্রোপলিটন ক্লিয়ারিং

যে সকল ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য বা সহকারী সভ্য নহে এবং যাহাদের পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং-এর ব্যবস্থা নাই, তাহারা বিশেষভাবে

নিজেদের ও সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের লেন-দেনের সুবিধার জন্য একটী মেট্রোপলিটন ক্লিয়ারিং হাউসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাদের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ৪৫ জন। সভ্য শ্রেণী হইবার পূর্ব্বে প্রার্থী ব্যাঙ্কের গত তিন বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব দাখিল করিতে হয় এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক হিসাব দাখিল করিতে হয়। সভ্যগণের চাঁদা বার্ষিক ১০০৲ মাত্র। সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করার পূর্ব্বে দেখা হয় যে প্রার্থী ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল যথেষ্ট কিনা কারণ এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণের দৈনন্দিন দেনা-পাওনা নগদে মিটাইতে হয়।

এই ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্যগণের উপর কাটা চেক্ সমূহ প্রতিদিন সকাল ১০॥টায় উপস্থিত করিলে, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিগণ উহা রসিদ দিয়া নিজ নিজ ব্যাঙ্কে লইয়া যান ও ১২টার মধ্যে ক্লিয়ারিং হাউসে নগদে পরিশোধ করেন। অবশ্য চেক্ ফেরতযোগ্য হইলে তাহা ঐ সময় ফেরত দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠাবান ব্যাঙ্কগুলিও এইভাবে মেট্রোপলিটন ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে আদায় করিয়া থাকে।

নগদের পরিবর্ত্তে কোন ব্যাঙ্ক মারফত যাহাতে মেট্রোপলিটনের সভ্যগণের দৈনন্দিন জমা খরচের হিসাব মেটে যুদ্ধের সময় এইরূপ ব্যবস্থার বিষয় আলোচিত হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার জন্য উহার চরম মীমাংসা হয় নাই। এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইলে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসের সহায়ক হিসাবে মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক সমূহ সাধারণের আরও সহানুভূতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং

কতগুলি ব্যাঙ্ক কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউস বা মেট্রোপলিটন ক্লিয়ারিং হাউসের সভ্য নহে কিন্তু তাহাদের চেকের লেন-দেন ক্লিয়ারিং হাউসে

অন্যান্য ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের (Sponsor Bank) মারফত হইয়া থাকে। ইহারা ক্লিয়ারিং-এর সকল সুবিধাই পায় কিন্তু নিজ নামে নহে। একটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক সার্কুলার দ্বারা অপর সকল ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ককে জানাইয়া দেয় যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে ইহা উল্লিখিত ব্যাঙ্কের চেক্ নিজ ব্যাঙ্কের চেক্ হিসাবে আদান-প্রদান করিবে। এই সার্কুলারে অবশ্য নূতন সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কের সহিও থাকে। ইহাদের লেন-দেন ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের হিসাব মারফত হয় বলা বাহুল্য। এই সকল ব্যাঙ্ককে পাইওনিয়ার ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক বলা হয়। ইহাদিগকে কলিকাতা ক্লিয়ারিং হাউসে চাঁদা দিতে হয়। পাইওনিয়ার তালিকাভুক্ত হইতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদনের প্রয়োজন।

ক্লিয়ারিং হাউসের কর্ম্মচারীর দায়িত্ব

ক্লিয়ারিং হাউসের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর উচ্চপদ না হইলেও দায়িত্ব যথেষ্ট। ক্লিয়ারিং-এ মোটা পাওনা হইলে তখনই তাহাকে টেলিফোন দ্বারা নিজ ব্যাঙ্ককে জানাইয়া দিতে হয়। ভুলভ্রান্তির জন্য সকল সময়ই তাহাকে তাহার উচ্চপদস্থের নিকট হইতে উপদেশ লইতে হয় এবং টেলিফোনে খবরাখবর দিতে হয়। আর তাহার যোগ্যতার বিচার হয় নির্ভুল কাজে। তাহার সামান্য যোগ বিয়োগের ভুলে ক্লিয়ারিং হাউসের কার্য্যে ছন্দপতন হয়। কারণ ক্লিয়ারিং-এর হিসাব আপনি মিলিয়া যায়, কোন গোঁজামিল দিবার অবকাশ নাই।

হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে, ক্লিয়ারিং মারফৎ জটিল দেনা-পাওনার সহজ ও ত্বরিত সমাধানই তাহার অন্যতম নিদর্শন। হিসাবের ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা আজ সহরের কয়েকটা ব্যাঙ্ক ছাড়াইয়া পাশ্চাত্যে সমস্ত দেশের উপর প্রয়োগ হইতেছে। আবার দেশবিদেশের

দেনা-পাওনাও এইভাবেই মিটিতেছে। যুদ্ধোত্তর নতুন পৃথিবীতে আজ লেন দেনের ক্লিয়ারিং আন্তর্জ্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও বিনিময় তহবিলের মারফতই ইহা সম্ভব হইবে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়

ব্যাঙ্কের বিপদ হয় কেন ?

ব্যাঙ্ক জিনিষটা ভারতবর্ষে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মত সর্ব্বজন পরিচিত না হইলেও, আজ যাহারা সহরে বন্দরে বাস করেন প্রায় সকলেরই পরিচিত। আবার ব্যাঙ্ক জানা থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে তাহা যে একটা সর্ব্বনাশকর ঘটনা, একথা গ্রামের কৃষককেও বুঝাইতে হয় না। যত লোক ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, তাহারা সকলেই ব্যাঙ্কের পাওনাদার বা উত্তমর্ণ; অর্থাৎ ব্যাঙ্ক তাহাদের নিকট টাকা ধারিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের সাধারণের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করার মধ্যে আবার প্রকার-ভেদ আছে। ব্যাঙ্ক কতকগুলি টাকা এই সর্ত্তে ধার করে, যাহা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিতে হয়, এবং উত্তমর্ণের হুকুমমত তৃতীয় ব্যক্তিকে দিতে হয়। চলতি হিসাবের টাকা এই সর্ত্তেই জমা রাখা হয়। অবশ্য যাহার ৫০০০৲ জমা আছে, সে ৫০০৲ চেক্ কাটিয়া চাহিলে বা কাহাকেও দিতে বলিলে ঐ টাকাই দিতে হয়, সব টাকা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রাহক যদি

এক চেকেই ৫০০০৲ টাকা কাটিয়া বসে, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই এক-সঙ্গে দিতে হইবে, কিছু কম করিয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত আর একরকম হিসাবেও একসঙ্গে সমস্ত টাকা তুলিয়া লওয়া যায়; তাহার নাম সেভিংস্ হিসাব। তবে এই হিসাবে সপ্তাহে একবারের বেশী সাধারণতঃ টাকা তুলিতে দেওয়া হয় না, যদিও দিনে পাঁচবার জমা দিলেও ব্যাঙ্ক আপত্তি করে না। ইহার আর একটী নিয়ম এই যে (যদিও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বিভিন্ন নিয়ম) খুব বেশী টাকা এই হিসাবে রাখিতে দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ ৫০০০৲ হইতে ১০,০০০৲-র বেশী টাকা কোন ব্যাঙ্কই এইরূপ হিসাবে রাখিতে রাজি নয়।

এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, সমস্ত ব্যাঙ্কই গ্রাহকগণকে এইরূপে হঠাৎ, একসঙ্গে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইবার পুরোপুরি ক্ষমতা দেয় না। এরূপ ব্যাঙ্ক আছে যাহার নিয়ম হইতেছে যে, সপ্তাহে একবারে জমার এক চতুর্থাংশের বেশী তুলিতে পারিবে না। আবার অনেক ব্যাঙ্ক সপ্তাহে একবারে ১০০০৲ পর্য্যন্ত তুলিতে দেয়। সেভিংস্ জমার হিসাবে ব্যাঙ্কের দেনার পরিশোধের দায়িত্ব এইরূপ।

নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বেশী সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের ভাষায় ইহার নাম স্থায়ী বা স্থির জমা। তিন, ছয় বা নয় মাসের কিম্বা এক বৎসরের জন্য সাধারণতঃ স্থায়ী জমা গ্রহণ করা হয়। ভারত-বর্ষের বড় বড় ব্যাঙ্কের কোনটীই এক বৎসরের অতিরিক্ত কালের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করে না। লোন আফিসও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী দিনের জন্যও স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের টাকা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য খাটে (Investment) বলিয়াই ইহারা বেশী দিনের জন্য স্থায়ী জমা গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থায়ী জমার বিষয়ে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পরে সুদসহ আসল টাকা উত্তমর্ণকে

ফিরাইয়া দেওয়া। নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে টাকা ফিরাইয়া লইবার আইনতঃ অধিকার উত্তমর্ণের নাই; এজন্য স্থায়ী আমানতে ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে চলিবে না; কারণ, সেদিন উত্তমর্ণের সুদসহ আসল টাকা ফিরাইয়া পাইবার অধিকার জন্মে।

সুতরাং তিন প্রকারের হিসাবে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ফিরাইয়া দিবার বিভিন্নরূপ দায়িত্ব যথা :—(১) চল্‌তি হিসাব—যে কোন সময়ে ব্যাঙ্ককে টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে, (২) সেভিংস্‌ হিসাব—সপ্তাহে যে কোন দিন সমস্ত টাকা বা নিয়মানুযায়ী বৃহত্তম সংখ্যক টাকা পরিশোধ করিতে হইতে পারে, (৩) স্থায়ী বা স্থির জমা—নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে সুদসহ আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার দায়িত্ব।

ইহা ব্যতীত দরকার অনুযায়ী ১০।১৫ দিনের নোটীসে টাকা পরিশোধ করিবার সর্ত্তে ব্যাঙ্ক কর্জ্জ করিয়া থাকে। অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার চিঠিতে বা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিবার সর্ত্তেও ব্যাঙ্ক ধার করে বা জমা রাখে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্কের সুদে ধার করা টাকা সুদে না খাটাইলে চলে না। ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে (Share holders) লভ্যাংশ দিতে হয়, এবং সর্ব্বোপরি অতিরিক্ত লাভ হইতে ব্যাঙ্কের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য রিজার্ভ ফাণ্ড্‌ (Reserve Fund) তৈয়ার করিতে হয়। রিজার্ভ ফাণ্ডকে কেহ কেহ 'গচ্ছিত তহবিল' বলেন। এই তহবিল বণ্টন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না। ব্যাঙ্ককে একদিকে যেমন লাভ করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি লোকসান এড়াইয়া চলিতে হইবে, কারণ. দশটী লোককে কর্জ্জ দিয়া যে টাকা সুদে লাভ হইবে, একটা কর্জ্জের টাকা মারা গেলে তাহার বহুগুণ লোকসান্‌ হইয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক টাকা

লইয়া কারবার করে, প্রত্যেক লোকসানই ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার লোকসান, একথা ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

অংশীদারের টাকা বা মূলধন ও জমার অর্থ হইতেই ব্যাঙ্ক ধার দেয়। কিন্তু এই মূলধন ও জমার টাকার সমস্তটা কর্জ্জ দেওয়া চলে না। হাতে কতকটা রাখিতে হয়, কারণ জমার কতক অর্থ যথা চলতি ও সেভিংস্ হিসাবের টাকার উপর যে কোন সময়ে চাহিদা আসিতে পারে। যদিও সমস্ত টাকাটাই প্রত্যহ সকলে মিলিয়া চায় না, তথাপি একটা মোটা টাকা হাতে রাখিতে হয়, কারণ, ব্যবসায়ের নাড়ী কিছু সকল সময় ঠিক থাকে না; বা ঠিক বোঝা যায় না। হুসিয়ার বেশী হইলে হয়ত একটু কম টাকা খাটে এবং কম লাভ হয়, কিন্তু ভুল করিলে বিপদ হইতে পারে। তাই ব্যাঙ্ককে শুধু ভাল বন্ধকী রাখিয়া কর্জ্জ দিলে চলে না। হাতে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা রাখিতে হয়, কারণ, সর্ত্তানুযায়ী টাকা ফিরাইয়া না দিতে পারিলেই ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হইতে হয়। লাহোরের পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইলে পর, ইহার সম্পত্তি বেচিয়া, দাদনের টাকা আদায় করিয়া গচ্ছিত প্রতি টাকায় ষোল আনার অধিক দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও দেউলিয়াত্ব দূর হয় নাই।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তার এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়। তবে কোন্ ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন্ সময়ে কি পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট তাহা দেশকাল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের প্রতিভাই বিচার করিতে পারে, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দ্বারা তাহা স্থির করা সম্ভব নহে যদিও কোম্পানী আইনে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এবং প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্কে নগদ তহবিলের নানারূপ ব্যবস্থা আছে।

ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দেয় নানারূপ দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া। সোনার গয়না গচ্ছিত রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া লোন অফিসের কাজ হইলেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের

সাধারণ কার্য্য নহে। বাড়ীঘর বাঁধা রাখিয়াও ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিতে বিশেষ উৎসুক নহে; কারণ, তাহাতে টাকাটা আট্‌কা পড়িয়া যায়, এবং অধমর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, আইন আদালতের সাহায্য লইতে হয় ও তাহাতে অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট হয়। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক এরূপ সমস্ত দ্রব্য বন্ধক রাখে, যাহা সকল সময় বিক্রয় করিয়া কর্জ্জের টাকা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব। অবশ্য অধমর্ণ ব্যাঙ্ককে বন্ধকী জিনিষ বিক্রয়ের ক্ষমতা লিখিতভাবে দিলেই তবেই কর্জ্জ দেওয়া হয়।

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বাজারে সব সময়েই বিক্রয় করা চলে, টাকার বাজারে সুদের হার বাড়ে ও কমে, এইজন্যই গবর্ণমেণ্টের কাগজের দর অহরহ বাড়ে কমে। ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়া ইহার দামের শতকরা একটা মোটা অংশ কর্জ্জ দেয়।

ইহা ব্যতীত মিউনিসিপালিটীর কাগজ ও পোর্ট ট্রাষ্টের কাগজ (Debentures) বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ধার দেয়। এগুলি খাস সরকারের কাগজ না হইলেও আধা সরকারী ত' বটে, ব্যাঙ্কের নিকট ইহাদের আদর প্রায় গবর্ণমেণ্টের কাগজের সমান। ইহাদের কেনা-বেচা সম্বন্ধেও কোন অসুবিধা নাই, সকল সময় বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরিয়া পাইবার সুবিধা আছে।

কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বা মিউনিসিপাল ও পোর্ট ট্রাষ্টের কাগজ বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিতে গেলে, ব্যাঙ্কের ব্যবসা চলে না। তাহাকে নানা যৌথ কোম্পানীর সেয়ার জমা রাখিয়া ধার দিতে হয়। সেয়ার বাজারে পাটের কল, কয়লার খনি, চা-বাগান, রাসায়নিক কারখানা, তৈলের কল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারবার ও লৌহের কারবার বা খনি প্রভৃতির সেয়ারের কেনা-বেচা হয়। ব্যাঙ্ক এই সমস্ত সেয়ার (বয়নামা-সহ) বন্ধক রাখিয়াও ধার দেয়। অবশ্য ইহাদের সকলগুলির

আদর কিছু ব্যাঙ্কের নিকট সমান নহে। পাটের কলের সবগুলি সমান লাভ করে না বা লভ্যাংশ দেয় না, সকলের আবার সুদৃঢ় গচ্ছিত তহবিল বা রিজার্ভ নাই। তাহার উপর কতগুলি কোম্পানী আবার নূতন, প্রতি অংশের দাম সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় নাই। ইহার মধ্যে আবার অনেক প্রতিষ্ঠান যথেষ্ঠ লাভ করে না বা লভ্যাংশ দেয় না। সুতরাং বাজারে এগুলির দর অপেক্ষাকৃত কম এবং ইহাদের ক্রেতার সংখ্যাও অল্প।

যে সকল কোম্পানীর অংশ বাজারে সব সময় কাটে এবং যে সকল কোম্পানী বহুদিন পর্য্যন্ত অংশীদারগণকে লাভ দিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত "সেয়ারে" ব্যাঙ্ক বাজার দরের শতকরা কতকাংশ (৪০ হইতে ৬০) কর্জ্জ দেয়। বাজার দরের শতকরা যতটা অংশ ব্যাঙ্ক ধার দেয় না, তাহাই হইতেছে ছুট্ বা মার্জিন (Margin)। কোন কারণে বন্ধকী সেয়ারের বাজার দর কমিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাঙ্ক তাগাদা দিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে টাকা আদায় করে এবং যাহাতে হাতের মার্জিন ঠিক থাকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখে। এইরূপে ব্যাঙ্ক সেয়ার বাজারের নানারূপ অংশ বন্ধকী রাখিয়া টাকা লগ্নি করে। যে সেয়ার যত নিকৃষ্ট, তাহাতে তত বেশী মার্জিন বা ছুট্ রাখা হয়। ব্যাঙ্কের কখনও একপ্রকার সেয়ারেই অধিক পরিমাণ কর্জ্জ দিতে নাই ; কারণ বিশেষ কোন কারণে ঐ বিশেষ ব্যবসায়েরই ক্ষতি হইতে পারে ; তখন হঠাৎ বাজার দমিয়া গেলে ব্যাঙ্কের বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহাকেই একটী ঝুড়িতে অনেক ডিম রাখার বিপদ বলা হয়—Too many eggs in the same basket।

ব্যাঙ্ক অনেক সময় যথেষ্ট মার্জ্জিন বা ছুট রাখিয়া কর্জ্জ দেয় না বলিয়া বিপদগ্রস্ত হয়। কোন একজন গ্রাহককে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী ধার দেওয়া

অসমীচীন। যখন বাজার দ্রুত পড়িতে থাকে, তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কর্জ্জের পরিমাণ সেয়ারের বাজার—মূল্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সেই অবস্থায় বন্ধকী অংশগুলি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, বাজার আরও দমিয়া যায় ও ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যথেষ্ট মার্জ্জিন বা ছুট্ রাখিয়া ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বদা সেয়ারের বাজার দরের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক কারবার ও কারখানা বন্ধক রাখিয়াও কর্জ্জ দিয়া থাকে। এইরূপ কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে তেমন নিরাপদ নহে ; কারণ কারবার ও কারখানা অপরের হাতে থাকে এবং সর্ব্বদা তাহার উপর নজর রাখিতে বা পাহারা দিতে হয়। ইহা ব্যতীত ঐ সকলের পরিচালন বিষয়ে ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ নহে, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে অপরের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ নির্ভর করিতে হয়। এই প্রকারের কর্জ্জের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া অনেক সময় টাকা আট্‌কা পড়ে (locked up) এবং সহজে টাকা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। খুব হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে এরূপ ভাবে টাকা দাদন করিতে হয়। এই ভাবে টাকা আট্‌কা পড়িয়া যাওয়ায়, গ্রাহকের চাহিদা না মিটাইতে পারিয়া অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ব্যবসায়ীগণকে অল্প সময়ের জন্য কর্জ্জ দিয়া থাকে। ব্যবসায়ীগণ যে ব্যাঙ্কের নিকট হুণ্ডী ভাঙ্গাইয়া থাকেন, ইহা আর কিছুই নহে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অর্থ ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে কর্জ্জ করা। হুণ্ডীর উপর টাকা দেওয়ার আর একটা সুবিধা এই যে, ক্রমান্বয়ে কিছু কাল হুণ্ডী ক্রয় করিলে (discount) হুণ্ডীগুলির পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিন সমূহে ক্রমশঃ টাকা ব্যাঙ্কের হাতে আসিয়া পড়ে। ব্যাঙ্ক সে টাকা আর খাটাইতে ইচ্ছা না করিলে, আর নূতন করিয়া হুণ্ডী ক্রয় না করিলেই হইল। এইরূপে হুণ্ডীর পাওনা সমস্ত টাকা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের

মধ্যে ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসে। তবে হুণ্ডীর পক্ষগণকে (parties) খুব ভাল করিয়া জানা দরকার; কারণ, কেবলমাত্র ভাল নামের উপরেই অনেক সময় কর্জ্জ দেওয়া হয়। আর এক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, একই মক্কেলের অনেক হুণ্ডী ক্রয় করা না হয়; কারণ, একটী পক্ষ দেউলিয়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের বেশী লোকসান হইলে, ব্যাঙ্কের নিজের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। এইরূপ ভুল করিয়া অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

বিলাতী হুণ্ডীর (Sterling Bills of Exchange) উপরেও ব্যাঙ্ক ধার দেয়। এইরূপ হুণ্ডীর সুবিধা এই যে ইহার সহিত মালের রসিদ প্রভৃতি দলিল থাকে। হুণ্ডীর পক্ষেরা দেউলিয়া হইলে বা দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে মাল বেচিয়া অনেকটা অর্থের পুনরুদ্ধার হয় এবং বাকী টাকার জন্য মামলা করা চলে। কিন্তু একই সময়ে অনেকগুলি বিলাতী হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইলে (Dishonoured) এবং তৎসঙ্গে মালের বাজারদর বেশী রকম পড়িয়া গেলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। ১৯২০ সনের শেষে এক্সচেঞ্জ পড়িয়া গেলে কলিকাতার বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক ব্যক্তি-বিশেষকে বিনা বন্ধকীতে ধার দিয়া থাকে। বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কেবলমাত্র হাতচিঠা (Pro-note) লিখিয়া দিয়াই কর্জ্জ পাইয়া থাকেন। অধিক পরিমাণে এরূপ কর্জ্জ দেওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা বলাই বাহুল্য। একজন উকীল বা ডাক্তারের যত বেশীই আয় হউক, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে সেই আয় একেবারেই লোপ পায় এবং উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে টাকা পুনরুদ্ধারের পথ অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এইরূপে বড় বড় কর্জ্জে আসল হারাইয়া অনেক ব্যাঙ্ককে দ্বাররুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দ্রব্যের কেনা-বেচার মধ্যে যাওয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য নহে। সেয়ার বাজারের অংশ কেনা-বেচার ফট্‌কার কার্য্যে ব্যাঙ্কের কখনও যাওয়া উচিত নয়। এমন কি ব্যাঙ্ক যখন বুঝিতে পারিবে যে, মক্কেল তাহার টাকা লইয়া ফট্‌কা খেলিতেছে, তখন তাহার কর্ত্তব্য হইতেছে সেই কার্য্যে বাধা দেওয়া। বিলাতের বাজারের অধিকাংশ রৌপ্য কিনিয়া তাহা বেশী দামে বিক্রয় করিবে—এইরূপ দুরাশা লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া ইণ্ডিয়ান স্পীসি ব্যাঙ্কের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় দুঃখের কাহিনী। ব্যাঙ্কের কখনই অনিশ্চিত বেশী লোভের আশায় এইরূপ কার্য্যে যাইতে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ-লোকসান অল্পবিস্তর অনিশ্চিতই হইবে। এই অনিশ্চিত ব্যাপারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হুসিয়ার হইয়া ব্যাঙ্ককে কাজ করিতে হয়, কারণ, একবার ব্যাঙ্ক টলিলে সমস্ত ব্যবসা জগৎ কাঁপিয়া উঠে। আর একটি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেলে, সেই সঙ্গে পাঁচটা ব্যাঙ্ক কাঁপিয়া উঠে ও যে বিশ্বাসের উপর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া, সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠরোধ হইতে থাকে। সাধারণের টাকা লইয়া কাজ কারবার করিতে হয় বলিয়াই ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী অনেকটা উহার কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত। ব্যবসায়ের ইতিহাসে, ডাইরেক্টর ও কর্ম্মচারীগণের অসাধুতার জন্য ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কিছু কম নহে। এই যে নানা প্রকার দাদন, লগ্নি বা কর্জ্জের কথা বলিলাম, ইহার সহিত ডাইরেক্টরগণ বা ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন। তখন আর যথেষ্ট মার্জ্জিন বা ছুট্ রাখিবার বা টাকা আট্‌কাইয়া যাইবার কথা স্মরণ না রাখিয়াই ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিয়া থাকে ও উহার ফল ভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ বেশী লাভের আশায় বেশী সুদে

অনিশ্চিত স্থানে টাকা ধার দিয়া ব্যাঙ্ককে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মূর্খতা অপেক্ষা অসাধুতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। অবশ্য কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বা কর্ম্মচারীগণকে কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা আছে এবং তাহা অমান্য করিলে আইনের শাস্তির ও বিধান রহিয়াছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কর্ত্তব্য তত সহজ নহে। তাহাকে যতটা সম্ভব বেশী টাকা খাটাইতে হইবে। এই টাকা আবার যত বেশী সুদে খাটিবে, তত বেশী লাভ। অথচ বেশী টাকা খাটানোর এবং বেশী সুদ পাওয়ার সহিত বিপদের ঘনিষ্ঠতা কিছু কম নহে। বেশী টাকা খাটাইলেই কম টাকা হাতে থাকে, আর কম টাকা হাতে থাকিলেই, হঠাৎ জমা টাকার উপর টান পড়িয়া বিপদের সম্ভাবনা হয়।

ভাল বন্ধকী (good security) দিয়া ও যথেষ্ট ছুট্ রাখিয়া কেহ বেশী সুদে টাকা ধার করিতে আসে না ; সুতরাং বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার মানে অনেক সময় বেশী বিপদের ঝুঁকি লইয়া টাকা দাদন দেওয়া। বেশী সুদ লাভের পরিবর্ত্তে অনেক সময় আসল লইয়া টানাটানি পড়িতে পারে। এই মোটা কথাটা ভুলিলে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের চলে না। সুতরাং কার্য্যকরী মূলধনের (working capital) কতটা খাটিবে ও কিরূপে খাটিবে এবং কতটা হাতে থাকিবে, ইহা একটা সহজ সমস্যা নহে। এই সমস্যার সমাধান কর্ম্মক্ষেত্রে বসিয়া কৃতী ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে করিতে হয়।

মোটা কথা হইতেছে এই যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে হাতের টাকাটাই প্রধান সম্বল। কারণ, দেনা বা জমা আর কিছু দ্বারাই পরিশোধ করা চলে না। বাড়ীঘর, কোম্পানীর কাগজ, সোনারূপা, হীরা জহরত, সেয়ার ডিবেঞ্চার হাজার হাজার হাতে থাকিলেও কোন পাওনাদার ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তাহা লইতে রাজি হইবে না। টাকা আত্মরক্ষার প্রধান সহায়, এই কথা মনে রাখিয়া ব্যাঙ্কের এরূপভাবে ব্যবসা করিতে হইবে যে, দরকার হইলে খুব সহজে সে বন্ধকী দ্রব্যের সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে। যখন ব্যাঙ্কের টাকার উপর টান পড়ে, তখন কিছু সকলেই একসঙ্গে ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকাটা চাহিয়া বসে না। প্রথম টান্‌টা হাতের টাকা দ্বারা মিটাইতে হইবে। তাহাতেও যখন না কুলাইবে, তখন ব্যাঙ্কের নিজ খরিদা কোম্পানীর কাগজের (Investments) সাহায্যে অন্য স্থান হইতে টাকা ধার করিতে হইবে ও টানে যোগান দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্জ্জ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে এবং লগ্নির টাকা মক্কেলগণের নিকট হইতে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য উভয় কার্য্যই খুব সাবধানে করিতে হয় কারণ এরূপ কার্য্য বিচক্ষণতার সহিত না করিতে পারিলে ইহাদ্বারাও বাজারের ত্রাস বাড়ে। এইরূপ দুই একদিন চালাইতে পারিলেই সাধারণতঃ ব্যবসায়ের অবিশ্বাস জন্য টাকার টান (run) বন্ধ হইয়া যায় ও নূতন জমা দেওয়া আরম্ভ হয়; কিন্তু একসঙ্গে একস্থানে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর টান পড়িয়া কোন একটী ফেল হইয়া গেলে, অবিরাম কয়েকদিন ধরিয়াও টান চলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় অপর ব্যাঙ্কগুলিরও অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকা অধিক পরিমাণে আটক পড়িয়াছে বা লগ্নিতে মারা গিয়াছে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই টানের সময় ব্যাঙ্ক রীতিমত টাকা দিতে পারিলে আর কেহ টাকা উঠাইতে চাহে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে উন্মত্ত জনতা টাকা তুলিতে আসিয়া ব্যাঙ্কের জানালায় পুঞ্জীভূত নোটের তাড়া দেখিয়া শান্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আবার এক হাতে টাকা তুলিয়া সেই সময়ই অপর হাতে জমাদিয়া গিয়াছে, ইহা অতি সাধারণ

ব্যাপার। এরূপ দেখা গিয়াছে ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত সময়ের জন্য আপিস খোলা রাখিয়া, এমন কি স্থায়ী-জমা ফেরত দিয়া সাধারণের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অবশ্য খুব বেশী রকম টান পড়িলে ব্যাঙ্ককে অধমর্ণের বন্ধকী দ্রব্যগুলি আবার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। তবে এইরূপ কার্য্য বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইবার কথা। অধমর্ণের বন্ধকীদ্রব্যগুলি আবার এরূপ হওয়া দরকার যে, সহজে হস্তান্তরিত করা যায় (negotiable securities); তাহা না হইলে অপর স্থান হইতেও টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই বুদ্ধিমান ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দাদনের টাকা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক পড়ে ইহা পছন্দ করেন না। যে পিপ্‌লস্‌ ব্যাঙ্কের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই দোষে দেউলিয়া হইয়াছিল।

তাহা হইলেই দেখা গেল, ব্যাঙ্কের যথেষ্ট টাকা হাতে রাখা দরকার। হাতে অর্থাৎ নিজেদের সিন্ধুকে সমস্ত টাকা রাখিবার দরকার নাই, অপর ভাল ব্যাঙ্কে, যেখান হইতে চাহিবামাত্র পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে রাখিলেও, তাহা হাতে রাখিবারই সমান।

তারপর যথেষ্ট পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী নিজ হিসাবে কিনিয়া রাখা উচিৎ; কারণ, ইহার সাহায্যে টাকা পাওয়া খুব সহজ। রিজার্ভ ফাণ্ড এইভাবেই নিয়োগ করা উচিত।

সর্ব্বশেষে টাকা এরূপভাবে লগ্নি করিতে হইবে যে, সহজে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যায়; এবং যতদূর সম্ভব হস্তান্তরিত করার পক্ষে সুবিধা-জনক বন্ধকী যথেষ্ট ছুট্ রাখিয়া ধার দিতে হইবে। যদিও ব্যাঙ্কের পক্ষে অনেক সময় শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য কতকটা আটক্-কর্জ্জ দিতে হয়, তথাপি তাহার পরিমাণ কোন সময়ই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আর

বন্ধকী ব্যতীত কর্জ্জ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে একেবারেই উচিত নহে। কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে সকল সময় এই নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব নহে। অনেক সময় ব্যক্তিগত নামের (credit) উপর ধার দিতে হয়। কিন্তু এরূপ লগ্নির পরিমাণ যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে অনেক দেউলিয়া ব্যাঙ্কও সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস (confidence) থাকার জন্য অনেক কাল টিকিয়া থাকিতে পারে। আবার অনেক অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যাঙ্কও হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দেউলিয়া হইয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন

দেশের শিল্পবাণিজ্যের সহিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আমানতকারী সর্ব্বসাধারণের সহিত ব্যাঙ্কের সম্পর্ক এবং তাহাদের প্রতি দায়িত্ব কিছু কম নহে। এজন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সাধারণের হিতার্থে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইলে মূলনীতির দিক দিয়া ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, কিন্তু যদি আইন ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি প্রতিহত করে বা শিল্প বাণিজ্যের সহায়ক না হইয়া প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে অবশ্য এরূপ আইন অবাঞ্ছনীয়। কিছুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পরেই ১৯৪৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ দেশের জন্য একটা ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় আইনের খসড়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। তখন ইহার বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, এ দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এখনও শৈশব অবস্থা, সুতরাং কোনরূপ আইন করিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে ইহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের গতি হ্রাস পাইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি করিবে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাঙ্কিং স্বভাব প্রসারিত হইতে বাধা পাইবে। তাহার পর কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে; বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়া অনুযায়ী দেশের ব্যাঙ্কগুলি গঠিত না হইয়া বরং অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত মূলধনের ভিত্তি ছাড়াইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা

করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে হীনবল করিতেছে। আর অল্প-পুঁজীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা এরূপ মাত্রায় বাড়িতেছে যে, দেশের হিতকামী ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইতেছেন। অবশ্য এই সকলের প্রতিকারের জন্য ভারতীয় কোম্পানী আইনে কতকগুলি ব্যবস্থা আছে (২৭৭ এফ হইতে ২৭৭ এন ধারা)। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে বলিয়া পৃথকভাবে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় কোনরূপেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া অনুচিত, যাঁহারা এরূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই। তবে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত কোম্পানী আইনের ধারাগুলি পড়িলে দেখা যাইবে যে, ব্যাঙ্ক কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্যই ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে উক্ত আইন সংশোধিত হইয়াছিল এবং কোন নূতন ব্যাঙ্ক আইন কায়েম না হইলেও উক্ত ধারাগুলি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর প্রযোজ্য। যাঁহারা ব্যাঙ্ক আইনের পক্ষপাতী তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে, উক্ত ধারাগুলি ব্যর্থ হওয়ার বা যথেষ্ট কার্য্যকরী না হওয়ার দরুণই পৃথক ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলিবেন বীমা কোম্পানীর অনাচারের জন্য যেমন নূতন বীমা আইন (১৯৩৮) পাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল প্রধানতঃ বীমাকারিগণের স্বার্থরক্ষার জন্য, আমানতকারিগণের স্বার্থরক্ষার জন্যও তেমনি ব্যাঙ্ক আইন হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কেবলমাত্র আইন করিয়া কোন ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায় না, তাহা বীমাই হৌক বা ব্যাঙ্কই হৌক। তবে আইনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বা খবরদারী করিয়া যে উক্ত ব্যবসায়ের সহিত যাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাহাদের স্বার্থরক্ষা হয় না তাহাও নহে।

আর ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন যে একেবারে নূতন জিনিষ তাহা নহে। আমরা এরূপ কালে পৌঁছিয়াছি যখন সমষ্টির স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র প্রত্যেক

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যাহা এককালে রাষ্ট্রের পক্ষে করা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত, ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্জ্জনীয় ছিল, একালে তাহাই সমষ্টিস্বার্থের দিক দিয়া রাষ্ট্রের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এক একটা মহাযুদ্ধ আমাদিগকে সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া দিতেছে। অবশ্য 'নিয়ন্ত্রণ' সমাজতন্ত্র নহে ; রাষ্ট্রের চরম নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময় স্বহস্তে গ্রহণই সমাজতন্ত্র।

ইউরোপের নানাদেশে এবং আমেরিকায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কীয় আইন আছে। কানাডার ব্যাঙ্ক আইন বেশ কিছু কড়া। অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান এ বিষয়ে পিছনে পড়িয়া নাই। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এইদিকে সকল জাতির নজর পড়িয়াছে, দেশে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, ব্যাঙ্কের এবং ব্যাঙ্ক আইনের প্রবর্ত্তন বা সংস্কার হইয়াছে। জগতের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া আজিকার জগৎ চলিয়াছে। কেহ পিছনে পড়িয়া নাই। মহাযুদ্ধের শ্মশানাগ্নি এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাপিত হয় নাই, ইহারই মধ্যে জাতি-সমূহের পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে। এই পুনর্গঠন মুখ্যতঃ আর্থিক, যাহার মধ্যে ব্যাঙ্কের স্থান অতি উচ্চে। সুতরাং আজ আর বলা চলে না যে, এই বিশ্বব্যাপী পুনর্গঠনে আমরা স্থান গ্রহণ করিব না, আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ব্যাঙ্কিং পিছনে পড়িয়া থাকিবে। ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া দেশের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইবে। আজিকার দিনে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক কুপথে অপথে পরিচালিত হইবে, স্বল্প মূলধন লইয়া প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। ইহাও কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না যে, আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক সাধারণের সঞ্চিত অর্থ লইয়া অযোগ্যতার

ছিনিমিনি খেলিবে; ব্যাঙ্ক ব্যবসা বা বীমা কারবার স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই উহা ষোল আনা দেশের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন উহা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে ঐ সকল ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা হয়, কোন ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে।

এখন প্রস্তাবিত ১৯৪৬ সনের ব্যাঙ্ক বিলের ধারাগুলি দেখা যাউক।

১ম অংশ

৩ ধারা—এই আইন সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না, কেন হইবে না, বোঝা গেল না। কারণ, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা স্থানে স্থানে এতই শোচনীয় যে, উহাদের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সমবায়ের নামে আইনের আওতায় যে অনাচার চলিতেছে তাহার প্রতিকারের আশু প্রয়োজন আছে। বীমা আইনে যেরূপ সমবায় বীমা কোম্পানীর জন্য আইনের পৃথক ধারা আছে, প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনেরও সেইরূপ সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Agricultural Credit Dept.) কেবল মাত্র রিপোর্ট ছাপাইয়া উপদেশ দিয়া এবং লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিয়া যেরূপভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবিত আইনে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

২য় অংশ

৬ ধারায় ব্যাঙ্ক কিরূপ কাজ করিতে পারিবে এবং ৮ ধারায় কিরূপ কাজ করিতে পারিবে না, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেক

ব্যাঙ্ক জিনিষপত্রের কেনাবেচা করে বলিয়া এই ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই যদিও ব্যাঙ্কের নামে যাহারা বর্ত্তমানে এরূপ অব্যবস্থা চালাইতেছে তাহাদের কাজ বন্ধ করিতে হইবে।

১০ ধারায় যে কোন নাম দিয়াই হৌক ম্যানেজিং এজেণ্ট নিয়োগ নিবারণ করা হইয়াছে এবং কাহাকেও পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য বা অসম্ভব রকম বেশী মাহিনা বা পারিশ্রমিকে নিয়োগ করা চলিবে না। ইহাতেও কিছু বলিবার নাই। বীমা আইনে পূর্ব্বেই ইহার এরূপ একটী ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৪ সনের ৪নং আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েও ইহা প্রয়োজন।

১১ ধারায় মূলধন সংক্রান্ত ব্যাপার রহিয়াছে।

এক লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল না হইলে ব্যাঙ্কিং করিতে দেওয়া হইবে না। বর্ত্তমান কোম্পানী আইনে ৫০,০০০৲ টাকায় ব্যাঙ্ক খোলা চলে। সুতরাং এই ধারা দ্বারা মফঃস্বলে এবং বিশেষতঃ ছোট সহরে নূতন ব্যাঙ্ক করা সহজ হইবে না।

কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে ব্যাঙ্কের অন্ততঃ পাঁচ লাখ টাকা মূলধন চাই, ইহাও ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে কঠোর বিধান।

যে সকল সহরে লোকসংখ্যা এক লক্ষের উপর, সেই সকল স্থানের জন্য ব্যাঙ্কের দুই লক্ষ টাকা মূলধন দরকার হইবে। ইহাও কঠোর ব্যবস্থা, বিশেষতঃ ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে।

ইহা ব্যতীত যে সকল স্থানের লোকসংখ্যা এক লক্ষের কম, সেস্থানে শাখা খুলিলে ব্যাঙ্কের এরূপ প্রত্যেক স্থানের জন্য দশ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন থাকা দরকার হইবে।

তবে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে ২০ লক্ষ টাকার বেশী মূলধন দেখাইতে

হইবে না। এক প্রদেশের ব্যাঙ্ক অপর প্রদেশে কারবার করিতে গেলে ২০ লক্ষ টাকা মূলধন থাকা চাই।

ধরুন আসানসোলে (বঙ্গদেশ) এক লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি ব্যাঙ্ক খোলা হইল। এই ব্যাঙ্ক যদি ধানবাদে (বিহার) শাখা খুলিতে চায়, তবে উহার ২০ লক্ষ টাকা মূলধন থাকা প্রয়োজন। কারণ, দুইটি স্থান দুই প্রদেশে অবস্থিত। বেশী হুসিয়ারী করিতে গিয়া এখানে কর্তৃপক্ষ একটু তালকানা হইয়াছেন, কারণ এরূপ ব্যবস্থার কোন অর্থ হয় না। আমাদের মনে হয় প্রস্তাবে সহর ও লোকসংখ্যা ধরিয়া যে যুক্তির ভিত্তিতে মূলধন নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাই কঠোর এবং শেষে বিশ লাখে মূলধন বৃদ্ধির যে অঙ্ক শেষ করিয়াছেন উহার পরে আবার প্রদেশের গণ্ডীর ভিত্তি টানিয়া আনার কোন যুক্তি নাই, যদিও ইহার কঠোরতা ক্ষেত্রবিশেষে খুবই বেশী।

ভারতের বাহিরের এবং বিলাতী ব্যাঙ্কের জন্য আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের অন্যূন বাবদ ২০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা আছে।

এই ধারায় ব্যবস্থা আছে আদায়ীকৃত মূলধন বিক্রীত মূলধনের অন্ততঃ অর্দ্ধেক এবং উহা আবার অনুমোদিত বা রেজেষ্ট্রীকৃত মূলধনের অন্ততঃ অর্দ্ধেক হইবে। ইহা ১৯৪৪ সনের ৪ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াই আছে, সুতরাং নূতন ব্যবস্থা নহে।

প্রেফারেন্স অংশীদারগণকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং নূতন প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত (১৯৪৪ সনের ৪ আইন) আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ ধারায় যথাক্রমে মূলধন অনাদায়ী রেহানবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া, রিজার্ভ ফাণ্ড গঠন, চাহিবামাত্র সর্ত্তে পরিশোধনীয় ও স্থায়ী জমা সম্পর্কে নগদ রক্ষণ, ব্যাঙ্কের অপর প্রতিষ্ঠান

গঠন, ডিরেক্টর প্রভৃতিকে ঋণদানে বাধা প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে তাহা আপত্তিজনক নহে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী অংশ ব্যাঙ্কের স্বত্ব স্বামিত্বে আসিবে না ইহা অযৌক্তিক।

১৮ ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্ক সমূহকে লাইসেন্স দেওয়া ও না দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহাও আপত্তিজনক নহে তবে লেন—দেন বিষয়ে কড়াকড়ি আছে, থাকিবেই। ১৯ ধারা মতে এই আইন পাশ হইবার দুই বৎসর পর প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নগদে, স্বর্ণে ও অনাবদ্ধ বা দায়মুক্ত অনুমোদিত সিকিউরিটিতে (approved securities) সকল প্রকার স্থায়ী ও চলতি জমার শতকরা ২৫ অংশ ন্যস্ত (invested) রাখিতে হইবে—ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন, অবণ্টনীয় লভ্যাংশ (Reserve) এবং লাভক্ষতি হিসাবের লভ্যাংশ এই জমা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা একটু কঠোর মনে হইলেও ব্যাঙ্কের আমানত-কারী গ্রাহকগণের অর্থের নিরাপত্তার জন্য ইহা সুব্যবস্থা বলিতে হইবে। ১৯ ধারার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন হিসাবের উপর প্রযোজ্য এবং এই ধারা মতে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট প্রতি সপ্তাহে হিসাব দাখিল করিতে হইবে।

২০ ধারা ত্রৈমাসিক হিসাবের উপর প্রযোজ্য। এই ধারা মতে মার্চ্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকের হিসাব একমাস মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এবং এই হিসাব অনুযায়ী স্থায়ী ও চলতি জমার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রয় করিতে পারে, ধার দিতে পারে এরূপ বিল বা অনুমোদিত বিলাতী হুণ্ডীতে নিয়োজিত করিতে পারে এরূপ বন্ধকীতে নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯ ও ২০ ধারা দ্বারা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় যাহাতে বাঁধা পথে চলে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা

স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইয়াছে নিশ্চয়ই, তবে বিনিময়ে যদি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সফলতা লাভ করে, তবে সুফল পাওয়া যাইবে।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ধারায় নানারূপ হিসাবপত্র দাখিলের ব্যবস্থা আছে।

২৮ ধারামতে কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তদন্ত হইতে পারিবে এবং তদন্তের ফল সন্তোষজনক না হইলে ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ করিয়াও দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩য় অংশ

এই অংশে ৮টী ধারা আছে (৩১-৩৯)। ইহাতে কিরূপে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ব্যবসা গোটান হইবে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লিকুইডেটর হওয়ার ব্যবস্থা আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি ব্যতীত কোন ব্যাঙ্ক সমূহের একত্রীকরণ (amalgamation) হইতে পারিবে না।

৪র্থ অংশ

এই অংশে ৭টী ধারায় (৪০-৪৬) অন্যান্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত আইনের শেষে কি ভাবে উদ্বৃত্ত পত্র (Balance Sheet) ও লাভক্ষতি হিসাব (Profit and Loss account) প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা দেওয়া হইয়াছে।

স্বীকার করিতেই হইবে স্থানে স্থানে সামান্য ত্রুটি ব্যতীত এই আইনে মারাত্মক কিছুই নাই। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ক্ষমতা যখন কাহারও হাতে দিতেই হইবে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া কিছু অযৌক্তিক হয় নাই। সহানুভূতির

সহিত প্রয়োগ করিলে এই আইন দ্বারা খাঁটী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবার কিছু নাই যদিও মূলধন সম্পর্কিত আইন কিছু সংশোধন প্রয়োজন হইতে পারে। তবে যাঁহারা ব্যাঙ্কের নামে সাধারণের টাকা লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চান তাঁহাদের এই ব্যবসা ত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না কারণ এরূপ আইন পাশ হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও কতকটা বীমা ব্যবসায়ের মত নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ে পরিণত হইবে। তবে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আইনদ্বারা কোন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় নাই, এদেশেও হইবে না। আইন সুপথে চলিতে নির্দ্দেশ দিবে এবং কুপথে চলিতে বাধা দিবে মাত্র। ব্যাঙ্ককে সুপরিচালিত করিতে হইলে দেশে ভাল ব্যাঙ্কারের প্রয়োজন, যাঁহারা এরূপভাবে ব্যবসা চালাইবেন যাহাতে ব্যাঙ্কের মালিক অংশীদারগণের, জমাকারিগণের এবং খাতকগণের স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন হয় এবং সর্ব্বোপরি স্বদেশের আর্থিক উন্নতির অভিযানে জাতির সর্ব্বমুখী চেষ্টা জয়ী হয় এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

পরিভাষা

Accept—স্বীকার করা

Assets—সম্পত্তি, পাওনা

Banking, Central—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং

" Commercial—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং

" Co-operative—সমবায় ব্যাঙ্কিং

" Industrial—শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাঙ্কিং

" Joint-Stock—যৌথ ব্যাঙ্কিং

" Land-mortgage—ঃ

Bill—হুণ্ডী, বিল

Branch—শাখা

Business—ব্যবসায়, কারবার

Clearing—ক্লিয়ারিং

Capital, Authorized—অনুমোদিত মূলধন

" Issued—বিলিকৃত "

" Paid up—আদায়ী "

" Subscribed—বিক্রীত "

Cash—নগদ, রোক

Cheque—চেক্

" bearer—বাহক-দেয় চেক্

" order—অর্ডারি চেক্

Collateral Securities—অতিরিক্ত বন্ধকী জামিন

Company—কোম্পানী

Contract—চুক্তি, সর্ত্তনামা

Counterfoil—কাউন্টারফয়েল, প্রতিপত্র

Countermand—প্রত্যাহার

Credit—ক্রেডিট্, পশার

Crossing—ক্রসিং

" General—সাধারণ ক্রসিং

" Not negotiable—অসম্প্রদেয় ক্রসিং

" Special—বিশেষ ক্রসিং

Current account—চলতি হিসাব

Custody—গচ্ছিত

Customer—মক্কেল, গ্রাহক

Constituent—মক্কেল, গ্রাহক

Document—দলিল

Debenture—ডিবেঞ্চার, ঋণপত্র

Debt—ধার, দেনা

Demand—চাহিদা

" Draft—ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট্ (D/D)

Deposit—আমানত, জমা

" Current—চলতি হিসাবের জমা

Fixed—স্থায়ী বা স্থির হিসাবের জমা

Savings—সেভিংস হিসাবের জমা

Dishonour—ফিরান (চেক্)

Discount—বাটা

„ of Bill—হুণ্ডী ক্রয় বা ভাঙ্গান

Dividend—লভ্যাংশ, ডিভিডেণ্ড

Draft—ড্রাফ্ট্, হুণ্ডী

Double Entry—দ্বিগুণাত্মক হিসাব

Drawer—আদেষ্টা

Drawee—আদিষ্ট

Economic—আর্থিক

Exchange—বিনিময়, এক্সচেঞ্জ

Factory—কারখানা

Gold Standard—স্বর্ণমান

Holder—ধারক (চেক্ বা বিলের)

Implied lien—অপ্রত্যক্ষ বন্ধক

Index number—সূচক সংখ্যা

Indorse—পিছ-সই (চেকের)

Indorser—পিছ-সই দাতা (চেকের)

Insolvent—দেউলিয়া

Insurance—বীমা

„ Life—জীবন বীমা

„ Motor—মোটর বীমা

„ Fire—অগ্নি বীমা

Invest—বিনিয়োগ, খাটান

Investment—বিনিযুক্ত তহবিল

Letter of credit—লেটার অব ক্রেডিট, প্রতিশ্রুতি পত্র

Lien—লিয়েন

" General—সাধারণ লিয়েন

" Special—বিশেষ লিয়েন

Liabilities—দায়, দেনা

Liquidation—দেউলিয়া হওয়া

" Voluntary—গোটানো

Loan—ঋণ, কর্জ্জ

" granting of—কর্জ্জ দাদন

Lock-up advance—আটক-দাদন

Mortgage—মর্টগেজ, বন্ধক

" usufructuary—খালাসী মর্টগেজ

Mortgagor—মর্টগেজ-দাতা

Mortgagee—মর্টগেজ-গৃহীতা

Margin—মার্জিন, ছুট্ (শেয়ারের)

Negotiable—সম্প্রদেয়

" Instruments Act—নেগোশিয়েব্‌ল্ ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট্‌স্ আইন

Overdraft—ওভার ড্রাফ্ট্, দেনার চলতি হিসাব

Paying-in-slip—জমা দিবার বহি

Pledge—বন্ধক

Pass Book—পাশ বই

Paper money—কাগজী মুদ্রা

Promissory note—হ্যাণ্ড নোট্, হাত চিঠা

Property—সম্পত্তি

Rebate—রিবেট্, ছাড়

Reserve Fund—রিজার্ভ ফাণ্ড,
অবণ্টনীয় লভ্যাংশ

Safe oustody—নিরাপত্তার জন্য গচ্ছিত

Scheduled—তপশীলভুক্ত বা তপশীলী
(ব্যাঙ্ক)

Security—সিকিউরিটি, জামিন

Share—অংশ, শেয়ার

Share-ordinary—সাধারণ শেয়ার

" preference—প্রেফারেন্স শেয়ার

Specimen—নমুনা

Speculation—ফট্কা

Standardised—মার্কা মারা

Statistics—পরিসংখ্যান

Stock Exchange—ষ্টক এক্সচেঞ্জ,
শেয়ার বাজার

Supply—যোগ্যান

Summary sheet—সংক্ষিপ্ত পত্র

Telegraphic Transfer (T. T)-
টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার

Transfer Deed—বয়নামা

Trustee—ট্রাষ্টি, অছি, ন্যাসী